সাহিত্য-পরিষদ্‌-গ্রন্থাবলী—সং ৬৫

শ্রীকৃষ্ণবিলাস

কাশীদাসাগ্রজ

শ্রীকৃষ্ণদাস-বিরচিত

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

সম্পাদিত

লালগোলার রাজা

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রাও সি আই ই

বাহাদুরের অর্থানুকূল্যে

২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড,

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত

কলিকাতা,

১৩২৬

মূল্য—
- পরিষদের সদস্য পক্ষে—৷৹
- শাখাপরিষদের সদস্য পক্ষে—৸৹
- সাধারণ পক্ষে—৸৵৹

কলিকাতা,
২৫নং রায়বাগান ষ্ট্রীট, ভারতমিহির যন্ত্রে,
শ্রীহরিচরণ রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত।

সম্পাদকের বক্তব্য

সম্পাদকের বক্তব্য হিসাবে কবির সামান্য একটু পরিচয় দেওয়া ছাড়া আমার আর বেশী কিছু বলিবার নাই। তিন শ বছরের কিছু আগে বাঙ্গলা দেশে শিক্ষিত ও প্রতিভাশালী একটী পরিবার ছিলেন। এই পরিবারের মধ্যে তিন জন সহোদর—তাঁহারা তিন জনেই স্বনামধন্য কবি। মধ্যম কাশীরামদাস মহাভারতের অনুবাদ করিয়া বাঙ্গালীর প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। কনিষ্ঠ গদাধর দাস "জগন্নাথমঙ্গল" নামে একখানি চমৎকার বই লিখিয়া গিয়াছেন—সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় তাহার পরিচয় বাহির হইয়াছে। বাকী রহিলেন বড় কৃষ্ণদাস—তাঁহার লেখা "শ্রীকৃষ্ণবিলাস" আজ সাহিত্য-পরিষৎ বাহির করিলেন। তিন জন কবি-ভাই—তিন জনেই ভাষা-জননীকে তিনটী মহামূল্য রত্ন উপহার দিয়া গিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের যে যে অংশে শ্রীকৃষ্ণলীলার বর্ণনা আছে, কৃষ্ণবিলাস সেই সেই অংশেরই ভাবানুবাদ মাত্র; কবি নিজের মন-গড়াও যে কিছু ইহাতে না লিখিয়াছেন, তাহা নহে। এই জন্য এই বইখানিকে ঠিক শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ বলা যায় না; ভাবানুবাদ বলিলে যাহা বুঝায়, তাই। কৃষ্ণদাস একাই যে এই রকম বই লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা নহে। এ রকম বই তাঁহার আগেও অনেক ছিল। গুণরাজ খাঁর শ্রীকৃষ্ণবিজয়, মাধবাচার্য্যের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, ভাগবতাচার্য্যের কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী, কবিচন্দ্রের গোবিন্দমঙ্গল, জীবন চক্রবর্ত্তীর কৃষ্ণমঙ্গল ইত্যাদি। কিছু দিন হইল, শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়, বিপ্র পরশুরামের লেখা একখানি সম্পূর্ণ ভাগবতের অনুবাদ পাইয়াছেন। ইহা ছাড়া কংসারি, জয়ানন্দ, ভবানন্দ প্রভৃতি অনেকে ভাগবতের ছোট ছোট উপাখ্যানের অনেক অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। এই সকল অনুবাদ সত্ত্বেও কাশীরাম দাসের ভাই কৃষ্ণদাসের লেখা বলিয়া, কৃষ্ণবিলাস বাঙ্গালীর নিকট অধিক আদরের জিনিস হইবে, তাহাতে ভুল নাই।

কৃষ্ণদাসের পিতার নাম কমলাকান্ত, পিতামহের নাম সুধাকর এবং প্রপিতামহের নাম প্রিয়ঙ্কর দাস। কবি গোপালদাস নামক একজন ব্রহ্মচারীর নিকট মন্ত্র নেন এবং মন্ত্র দিয়া গুরু তাঁহার নাম রাখেন কৃষ্ণকিঙ্কর। কৃষ্ণকিঙ্কর নামেই তিনি কৃষ্ণবিলাসের সব জায়গায় ভণিতা দিয়াছেন—কৃষ্ণদাস নাম কোথাও উল্লেখ করেন নাই। ইহাতে হয় ত কাহারও মনে সন্দেহ হইতে পারে যে, তবে কৃষ্ণবিলাস যে কৃষ্ণদাসেরই লেখা, তাহার প্রমাণ কি? কৃষ্ণকিঙ্কর হয় ত অন্য কাহারও নাম হইতে পারে? প্রমাণ এই যে, তাঁহার ছোট ভাই গদাধর দাস, কৃষ্ণকিঙ্কর যে কৃষ্ণদাসেরই নাম, তাহা জগন্নাথমঙ্গলে লিখিয়া গিয়াছেন এবং তাহার লিখিত বইএরও আভাস দিয়াছেন।

প্রথমে শ্রীকৃষ্ণদাস শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর।
রচিল কৃষ্ণের গুণ অতি মনোহর॥

তিনি গুরুর আদেশ অনুসারে এই বই রচনা করিয়াছিলেন, কৃষ্ণবিলাসের প্রথমেই তাহার উল্লেখ আছে। কবি এবং তাঁহার বই সম্বন্ধে ইহার অতিরিক্ত আর কিছু জানা যায় না।

শ্রীযুক্ত রাখালদাস কাব্যতীর্থ মহাশয় ১৩০৭ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ৪র্থ সংখ্যায় বোধ হয়, কৃষ্ণবিলাসের খবর প্রথম বাহির করেন। ইহার বহু কাল পরে কৃষ্ণকীর্ত্তনের সম্পাদক সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় ইহার আর একখানি পুথি সংগ্রহ করেন। এই শেষের পুথিখানি অবলম্বন করিয়াই কৃষ্ণবিলাস সম্পাদিত হইয়াছে। একখানি পুথি দেখিয়া বই সম্পাদন করিলে যে সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকিবার কথা, কৃষ্ণবিলাসে তাহা রহিয়া গিয়াছে। যে পুথিখানি আমাদের অবলম্বন তাহা তত পুরান নহে; সেই জন্য স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের অনুরোধ অনুসারে ইহার বানান সংশোধন করা হইয়াছে বটে, কিন্তু শব্দতত্ত্বান্বেষীর সুবিধার জন্য প্রাচীন শব্দের প্রাচীন রূপের উপর হস্তক্ষেপ করা হয় নাই। সাঙলি, ধুনি, মউর, পিয়ল, বচ্ছ প্রভৃতি শব্দকে শোধন করিয়া শ্যামলী, ধ্বনি, ময়ুর, পীত, বৎস করা হয় নাই। কবির কবিত্ব ও রচনাশক্তির সমালোচনার ভার পাঠকের উপর দিয়া, এইখানেই আমার বক্তব্য শেষ করিলাম।

লালগোলার দানবীর রাজা শ্রীযুত যোগীন্দ্রনারায়ণ রাও সি আই ই বাহাদুরের ব্যয়ে বইখানি ছাপা হইয়াছে। এ জন্য তিনি সাহিত্য-পরিষৎ তথা বাঙ্গালী মাত্রেরই ধন্যবাদের পাত্র।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

অপ্রচলিত শব্দের তালিকা ও অর্থ
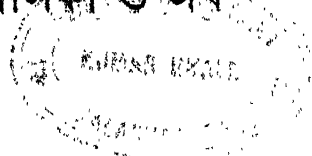
শব্দ	অর্থ	পৃষ্ঠা
অক্ষেমা	ক্ষমা	১৯
আউআশ	আবাস	৫
আউয়াস	আবাস	১৭
আউঠ	হাঁটু	৪৭
আউরি আউরি	গৃহে গৃহে	১১
আউসে	আবাসে	১৮
আউদড়	খোলা, উন্মুক্ত	১৮,৫২
আওাস	আবাস, গৃহ	৫৯,৮১
আওারি আওারি	গৃহে গৃহে	৫৩
আওলি	আমলা (?)	৩৭
আটপ	আটোপ, বিক্রম	৫৪
আরতি	আজ্ঞা	১৮
আবোলানে	বিনা আহ্বানে	২৯
উকুড়ি	নামিয়া	২১
উজু	ঋজু, সোজা	৪৭
উঠ্যানি	যুদ্ধযাত্রা, আক্রমণ, গমন	৫৬,৮৭
উক্কামারি	হাবুডুবু	৫৪
উবটন	উদ্বর্ত্তন, গা পরিষ্কার করিবার মসলা	১৭
উবতিয়া	উদ্বর্ত্তন করিয়া	৭০,৭১,৭৬
উভ	উচ্চ	১৬,৫০,৫৭,৪৮
উলথিয়া, উলতিয়া	বরণ করিয়া	৬১,৬৫,৬৭
কথা	কোথায়	২৮, ২৯,৩৩,৩৮,৩৯,৫৩,৬৭
কথাউ	কোথাও	১৬
কথায়ে	কোথায়	৭২
কন	কোন্, কোন	১,৪,৬,৩১,৩৫.৩৯,৪৭,৭৮,৫২
করাউ	করাও	৮৫
করে	করিবে	২৯
কাচোল	কাচের মত সমতল	৫৪,৪৭,৫৯
কানড়	কন্দোট, নীলপদ্ম	৩৯
কুপিল	কুপিত, ক্রুদ্ধ	৪৯
খাথার	কলঙ্ক	৩২

শব্দ	অর্থ	পৃষ্ঠা
খাওাই	মূল অর্থ পরিখা, এখানে প্রাচীর	৮৪
খুনি	স্ফুলিঙ্গ	৫২
গড়ের	দুর্গের	৫৬,৫৯
গেণ্ডুয়া	গেঁড়ু, কন্দুক	২৯
গোহারি	নিবেদন, নালিশ	১৪,৩১,৩৫
চাহিয়া	অন্বেষণ করিয়া	৬৮
চিইয়া	জাগরিত হইয়া	৯
চোহরি, চৌরি, চৌউরি, চৌয়ারি	চতুঃশালা	৬৩,৭১,৮১,৮৪
ছাই	ছায়া	২৩
ছামনি, ছামানি	মাল্য-বিনিময়	১২, ৬১,৭১
জাদ	জরির ফিতা	১১,৬০,৬৫
জানু	জানুক	২৪
জিহা	জিহ্বা	৪৩
জিহি	জিহ্বা	২২
ঝিকর	(?)	৫৯
টাড়	বন্দরবিশেষ	১২
ঠানিলু	স্থির করিলাম	৪৭
তন	তনু, শরীর	৫৬
তনসুখ	তনুসুখ, শরীরের আরামদায়ক	৪৬
তবলি	তসলা, থলে	৩২,৮৮
তাক	তাহার	৪৩
তেন	তেমন	৩৯
দিথু	দিলাম	৫৩
দেউল	দেবকুল, দেবমন্দির	৪১,৪৯
ধরি	ধরে	৩৫
ধুনি	ধ্বনি	২৫,৩৯
নিছুনি	দান	১৭,৬১,৬৩,৭১
নিয়ড়	নিকট	১৬,৪৯,৬৬
নেহালি	নবমল্লিকা	৩৭
নেহালে	দর্শন করে	৪৭
পক্ষ	পক্ষী	২২
পন্তুর	শ্রীতাম	২৫
পড়াম	বাদ্যবিশেষ	১১,৬০
পরিমিত	নিয়ম	২৮
পাটখুনি	পট্ট ও ক্ষৌম	৪৬

শব্দ	অর্থ	পৃঃ
পাসলি	পায়ের আঙুলের আভরণ	১২
পিয়ল	পীত	২৬
পাকনা	পাখার ঝাপটা	৮৭
পান্তরে	প্রান্তরে	৯১
বহনি	ডাঁটা	৮০
বাউলী	কর্ণবলয়, কুণ্ডল	১২
বাউলি	ব্যাকুলা	১৭,২৭
বার	সভা	২৩
বাহুড়িল	প্রত্যাবর্ত্তন করিল	৬৪
বাহুড়িএ	ফিরিয়া	২৮
বিজয়	গমন, যাত্রা	১৮,৬৪,৬৬,৬৭,৭০,৭১
বিজুরি	বিদ্যুৎ	১৫,১৭,৪৭,৪৮,৫৯,৭১
বিমানে	মল্ল-কৌশল, কুস্তির প্যাঁচ	৫০
বিতথা	দুরবস্থা	৬৪,৮৭
বুলিব	ভ্রমণ করিব	৪২
বুলে	ভ্রমণ করে	১৬,২৮,৩৮,৪৬,৭৩
বেহার	বিহার, মঠ,	৪১,৪৯
বেসালি	দুধ রাখিবার ভাণ্ড	১৯
ভুখিল	ভক্ষণ করিল	৪৯
মইল	মৃত	৩৯
মহাদেই	মহাদেবী	৭৩
মুদড়ি	অঙ্গুরীয়	১২
মেনে	কথার মাত্রা	৭
মেলানি	গমন, যাত্রা	৯১
মেলানি	বিদায়	৩৫
মোইল	মৃত	৩২
যেন	যেমন	৩৯
লড়	গমন কর	৬৩
লড়িলা	গমন করিল	৬৩
লহু লহু	লঘু লঘু	৪৮
লোহ	অশ্রু	৪৩,৪৪
সমতি	উত্তর	২৭
সাঙলি	শ্যামলী	২৭
সাতডি	মাঙ্গল্য প্রদীপ বা তাহার দ্বারা আরতি	১২,৬১,৬৫,৭১

শব্দ	অর্থ	পৃষ্ঠা
সান	শব্দ, সঙ্কেত	৩৯
সানা	কবচ	৮৮
সাম্ভাইল	প্রবেশ করিল	২১,২২,৩৬
সায়র	সাগর	২৫
সিঙ্গার	শৃঙ্গার	৮৫
সিয়রি প্রহরী	মাথার কাছের প্রহরী	১৫
সুতিল	সুপ্ত	৪৭
সুয়াথ	স্বস্তি, আরাম	৮২
সোতের	স্রোতের	৫৬,৮৮
সোসর	সদৃশ	৫২
হাঁকার	আহ্বান	৫৮
হাত্যাস, হাতাশ	হাহুতাশ	৪৫,৫২,৮৬
হাত্যাসে	হতাশ হইয়া, বিরহে	৬৩
হেঠে	নীচে	৩৪
হের	ঐ	৬,২৫,২৭,৩০,৩১,৩৪,৪৪,৫০

শুদ্ধিপত্র

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি	কলম
বচুর	বিচুর	১	১৭	১
শুক	ক্ষত	২	৩১,৩৩	১
আউয়া আউরি	আউরি আউরি	১১	১৮	২
পূর্ণ	পর্ণ	১২	৯	২
সকল	সফল	২০	২৭	১
মন	ঘন	২৩	২৭	১
মারিবার	মরিবার	৫৬	৩৪	২
ভর	বর	৬৪	১১	১
পতাপ	প্রতাপ	৬৮	১৭	২
করির	কবির	৬৯	৩২	২
সিগ্ধ	স্নিগ্ধ	৭৫	১৯	১
গোবিন্দ	গোবিন্দ	৮৮	৩১	২

শ্রীকৃষ্ণ-বিলাস।

প্রথমে বন্দিব সত্যবতী পরাশরে।
ব্যাসরূপে গোবিন্দ জন্মিলা যাঁর ঘরে॥
তার পর বন্দিব শ্রীব্যাস তপোধন।
ভারত সংহিতা গীতা যাঁর নিরূপণ॥
বন্দিব শ্রীশুকদেব ব্যাসের নন্দন।
রাজা পরীক্ষিতে মুক্তি দিলা যেই জন॥
বন্দিব পার্ব্বতী শিব শুদ্ধ সত্বময়।
যাঁহার ভজনে দৃঢ়তর ভক্তি হয়॥
হরিভক্তিদাতা শিব ঘোষে জগজ্জন।
পূজা কর হরগৌরী গোবিন্দ প্রার্থন॥
শ্রীকৃষ্ণ ভজনে যার আছয়ে বাসনা।
আগে সে করিহ হরগৌরীর অর্চ্চনা॥
বন্দনা করিএ সর্ব্ব-বৈষ্ণব-চরণ।
যাঁহার মিলনে হয় ভক্তির লক্ষণ॥
বলি বিভীষণ বিষ্বক্ [সেন] গণপতি।
নারদ প্রহ্লাদ মেলি আর ভৃগুপতি॥
ভীষ্ম দ্রোণ অর্জ্জুন বিদুর মহামতি।
অম্বরীষ উদ্ধবাদি জনক নৃপতি॥
সাদরে বন্দিব পিতামাতা দুহাঁকারে।
যাঁহার প্রসাদে জন্ম হইল সংসারে॥
বন্দিব শ্রীগুরুদেব ভক্তির প্রকাশ।
যাঁর গুণে মনের তিমির হৈল নাশ॥
গুরু-কল্পতরু-মূলে থাকিহ যতনে।
পাইবে উত্তম ফল গুরুর সাধনে॥
ব্রাহ্মণকুমার গুরু অতি দয়াবান্।
কর্ণে মন্ত্র দিয়া মোরে কৈল পরিত্রাণ॥
সেইখানে শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর নাম থুয়া।
আজ্ঞা কৈলে শ্রীনন্দনন্দন ভজ গিয়া॥
সে গুরু-কৃপাতে দূর করি মহাদম্ভ।
অনুভবি হরিকথা করিল আরম্ভ॥

শ্রীকৃষ্ণবিলাস নাম শুদ্ধ ভক্তিযোগ।
শ্রবণ করিলে ঘুচে মনের বিয়োগ॥
ভক্তি অভিমত কথা করি নিরূপণ।
যে ভক্তি যে ভক্তি করি পাইল নারায়ণ॥
অদিতি কশ্যপ ধ্রুব কশিপুনন্দন।
রুক্মাঙ্গদ ভগীরথ বৃন্দা ধরা দ্রোণ॥
এই নয় জন ভক্তি কৈল গুরুতর।
কহিব সে সব কথা পুরাণ গোচর॥
তীর্থ নমস্কারে ছিলা সূত মহামতি।
সর্ব্ব মুনি সিদ্ধ ছিলা তাঁহার সংহতি॥
হরিকথা কহে সূত শুনে মুনিগণ।
হেনকালে শৌনকাদি করিল গমন॥
দেখি শৌনকাদি ষাটি সহস্রেক ঋষি।
অন্যোন্যে প্রণাম কৈল যোগাসনে বসি॥
ব্যাসাসন ছাড়ি সূত সম্ভ্রমে আসিঞা।
করিল প্রণাম কোটি প্রদক্ষিণ হঞা॥
সূত দেখি শৌনকাদি আনন্দিত মন।
অতি সুখাবেশে দিল গাঢ় আলিঙ্গন॥
প্রণাম করিয়া সূত পুছিল কল্যাণ।
কহ কি কারণে এথা করিলে পয়ান॥
সূতমুখে কথা শুনি বলে চারি জন।
শুনিতে শ্রীহরি-গুণ করিল গমন॥
তোমা না দেখিয়া মনে পেয়েছি বড় ব্যথা।
ঘুচাহ সন্তাপ কহ কৃষ্ণ-গুণকথা॥
কহিবে অদিতি-ভক্তি ধ্রুবের মনন।
প্রহ্লাদের ঘৃতধারা দ্রোণের লালন॥
সতীত্বে শ্রীবৃন্দা সতী ব্রতে রুক্মাঙ্গদ।
ভগীরথে গঙ্গা ত্রিলোকের সম্পদ॥
শুনিব তুমার মুখে কৈল নিবেদন।
কন তপে ইহারা পাইল নারায়ণ॥

শৌনকাদি কৈল যদি আত্মনিবেদন।
কহিতে লাগিলা লোমহর্ষের নন্দন॥
অদিতি করিলা তপ ভৃগুর আশ্রমে।
কতক বৎসর ছিলা দেব পরিমাণে॥
তপস্যাতে বদ্ধ কৈলা শ্রীমধুসূদন।
তেকারণে জনম লভিলা নারায়ণ॥
পুত্রভাবে লালন পালন করি হরি।
মুক্ত হৈয়া গেল দুবা সে গোলোকপুরী॥
উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুব মহাশয়।
অতি শিশুকালে হৈলা সংসারে নির্ভয়॥
পঞ্চ বৎসরের বেলে কৃষ্ণ-উপাসনা।
জপে বদ্ধ কৈল হরি সে ধ্যান ভাবনা॥
দৈত্যপুত্র প্রহ্লাদ গোবিন্দে তনু মন।
রহিয়াছে স্তম্ভে হরি এই কৈল পণ॥
কথা সত্য করিতে নৃসিংহ অবতার।
নখে বিদারিয়া দৈত্য কৈল চুরমার॥
শঙ্খের বনিতা বৃন্দা সতী তার নাম।
যার তেজে করে শঙ্খ দুর্জ্জয় সংগ্রাম॥
কেনক সতীত্ব ভঙ্গ করিয়া শ্রীপতি।
আপনি হইলা শিলা বৃন্দা বৃক্ষজাতি॥
সূর্য্যবংশে রাজা ভগীরথ নরপতি।
গঙ্গা আনিবারে গেলা বিষ্ণুর বসতি॥
সত্যলোকে ছিলা গঙ্গা ব্রহ্ম-কুমণ্ডলে।
হেন গঙ্গা লইয়া আইল ভূমিতলে॥
আনিয়া করিল পিতৃলোকের তারণ।
তার পাছু হইল মুক্ত এ:তিন ভুবন॥
রুক্মাঙ্গদ ভক্তি কৈল একাদশী ব্রতে।
পুত্রবধে শ্রীগোবিন্দ দেখিল সাক্ষাতে॥
স্বদেশ সমেত গেল গোলোকের পার।
সকল কহিব পাছু করিয়া বিস্তার॥
শৌনকাদি বলে শুন শুক মহামতি।
কোন্ তপে পাইল হরি কশ্যপ অদিতি॥
শুক বলে শৌনকাদি মুনি চারি জন।
ভৃগুর আশ্রমে মুনি তপে দিলা মন॥
নিদাঘে জ্বালিয়া অগ্নি করয়ে সেবন।
শীতে জলমধ্যে বসি করয়ে মনন।

দেবমানে দ্বাদশ সহস্র বর্ষ গণি।
করএ কঠোর তপ দিবস রজনী॥
উপবাসে অতি ক্ষীণ হইল শরীর।
আহার হইল মাত্র শুষ্ক পত্র নীর॥
নিরাহারে ভক্ষণে আশা রাখিয়া কেবল।
বসিতে উঠিতে নারে করে টলবল॥
বরিষাতে তৃণের অঙ্কুর হয়্যা গেল।
সে অঙ্কুরে দুজনার শরীর ভেদিল॥
লতা পাতা বেড়ি হইল কেবল কুটীর।
কেবল মজ্জাতে এত রহিল শরীর॥
তা দেখিয়া দয়াল ঠাকুর ভগবান্।
সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে তথা করিলা প্রয়াণ॥
হাসিয়া দিলেন ডাক গভীর শবদে।
নাই শুনে দুই জনা হরির আমোদে॥
তার পাছে তিন ডাক দিল আর বার।
কথা শুনি ধ্যানভঙ্গ হইল সভার॥
দুই আঁখি মেলি দেখি শ্রীনন্দকিশোর।
দেখিতে দেখিতে দুই হইল বিভোর॥
জনম অবধি যাহা দেখিএ না ছিল।
তার রূপ আঁখি ভরি দেখিতে লাগিল॥
দোঁহে অনুমান করি কি দেখি নয়ানে।
কভু নাঞি দেখি হেন আপন নয়ানে॥
দলিত অঞ্জন কিবা ইন্দ্রনীলমণি।
কটি পীতবসন জিনিয়া সৌদামিনী॥
রতন-মঞ্জীর দুই চরণের শোভা।
অম্বুজ-ভরমে কত অলি করে লোভা॥
ভালে চন্দনের রেখা তাহে কাল বিন্দু।
বিহানের রবি কিবা শরদের ইন্দু॥
মকর কুণ্ডল দুই শ্রবণে হিল্লোলে।
দশনে মুকুতাপাঁতি তাহার উপরে॥
দক্ষিণাংশে লক্ষ্মী বামভাগে সরস্বতী।
ব্রহ্মা আদি শিব সহ করিয়া সংহতি॥
পূর্ণব্রহ্ম দেখিয়া সে অদিতি কশ্যপ।
অনিমিষ আঁখি করপুটে করে স্তব॥
ভূমিতে পড়িএ করে অশেষ প্রণাম।
ঊর্দ্ধবাহু করি বলে রাখহ শ্রীরাম॥

রাম নারায়ণ হরি মুকুন্দ মুরারি।
তোমার মহিমা আমি কি বলিতে পারি॥
ব্রহ্মা শিব সিদ্ধ যদি দিব্য স্তব করি।
তথাপি তুমার গুণ বলিতে না পারি॥
পূর্ব্বে যত অবতার কৈলে নিজ সুখে।
তুমার মহিমা কিবা কহি একমুখে॥
শত মুখ যদি হএ সহস্র নয়ন।
তবে আঁখি ভরি রূপ করি নিরীক্ষণ॥
আছএ তুমার কত অসংখ্য অবতার।
বেকত করিলে সত্ত দ্বাবিংশতি বার॥
প্রথম অবতারে সনকাদি চারি জন।
ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্মাদি করিলে নিরূপণ॥
দ্বিতীয়ে বরাহরূপ ধরি রসাতলে।
পৃথিবী উদ্ধার করি হিরণ্যাক্ষ মাল্যে॥
তৃতীয়ে নারদরূপ হয়ে দেবঋষি।
ভক্তে নিরূপণ কৈলে যোগাসনে বসি॥
চতুর্থ অবতারে নরনারায়ণ হয়্যা।
তপস্যা করিলে বদরিকাশ্রমে রয়্যা॥
পঞ্চমে কপিলদেব নামে মুনিবরে।
কহিলে পরম তত্ত্ব নিজ জননীরে॥
ষষ্ঠ অবতারে দত্তাত্রেয় মুনিবর।
যোগ দিলে কার্ত্তবীর্য্য অলক্ষ সত্তর(?)॥
সপ্তম অবতারে হয়্যা যজ্ঞ-মূরতি।
পশু বলি স্বয়ম্ভুরে রাখিলে খেয়াতি॥
অষ্টমে ঋষভদেব নামে তপোধন।
গুপ্তবেশে কৈলে অবধৌত আচরণ॥
নবম অবতারে পৃথু নামে রাজা হয়্যা।
পৃথিবীতে দিলে বীজ ধরণী দুহিঞা॥
সত্যবতী স্থানে মৎস্য দশম অবতারে।
জলে মগ্ন চারি বেদ করিলে উদ্ধারে॥
একাদশে কূর্ম্মরূপ ধরিয়া আপনে।
মন্দার ধরিলে পৃষ্ঠে সমুদ্রমন্থনে॥
দ্বাদশে আপনে ধন্বন্তরি অবতার।
সমুদ্র হইতে সুধা করিলে উদ্ধার॥
প্রকৃতি হইয়ে ত্রয়োদশ অবতারে।
দৈত্য ভাণ্ডি পীযূষ দিলেন দেবতারে॥
চতুর্দ্দশে স্তম্ভেতে নৃসিংহরূপ হঞা।
হিরণ্যকশিপু মাল্যে নখে বিদারিঞা॥
পঞ্চদশে হইয়া বামন অবতার।
বলি ছলি সুরপুরী দিলে পুরন্দর॥
পরশুরামরূপ ষোড়শ অবতারে।
নিঃক্ষত্র করিলে ভূমি তিন সপ্তবারে॥
সপ্তদশে ব্যাস সত্যবতীর উদরে।
পুরাণ-সংহিতা কৈলে কত পরকারে॥
অষ্টাদশে কৌশল্যানন্দন রঘুপতি।
করিয়া রাক্ষস ক্ষয় রাখিলে খেয়াতি॥
ঊনবিংশে হলধররূপ ভগবান্।
হাল জুড়ি হস্তিনা করিলেন সমান॥
বিংশতি শ্রীমধুপুরে কৃষ্ণ অবতার।
বেদনিন্দাকারী বৌদ্ধ করিলে সংহার॥
দ্বাবিংশতি অবতারে কল্কিরূপ হয়্যা।
করিল যবনক্ষয় তাড়িপত্র লয়্যা॥
রাত্রি দিবা হেন যুগ গতায়াত করে।
ইহাতে কখন হইলে কোন অবতারে॥
কত বার রাম কত বার নরহরি।
কোন যুগে কৃষ্ণ কোন যুগেতে মুরারি॥
সত্য ত্রেতা কলি আর যুগ যে দ্বাপরে।
কত বার এল গেল কে কহিতে পারে॥
কত বার সত্যযুগ করিল ভ্রমণ।
কতবার তুমি প্রভু হয়েছ বামন॥
সেই সত্যযুগ প্রভু হইল আর বার।
বাড়িয়াছে দৈত্যকুল করহ সংহার॥
অদিতি বলেন শুন শ্যাম-কলেবর।
তুমা লাগি তপ কৈলাম শতেক বৎসর॥
শতেক বৎসর প্রমিত দেব মানি।
তথাপি দেখিতে তোমায় না পায় ধেয়ানি॥
তুজনার স্তব শুনি দয়া উপজিল।
কৃপা করি নরহরি বলিতে লাগিল॥
মোর লাগি চিরকাল তপ কৈলে বনে।
বাছিয়া মাগহ বর যেবা লয় মনে॥
বাঞ্ছাযুক্ত বর দিব শুনহ নিশ্চয়।
মাগহ উত্তম বর হইয়া নির্ভয়॥

প্রভুর শ্রীমুখে কথা শুনিয়া বলে মুনি।
তুমার অগ্রেতে প্রভু কি বলিতে জানি॥
চর্ম্মচক্ষে যে দেখিল ও দুই চরণ।
ইহাধিক বর আর মাগে কন জন॥
মুনি বলে শুন ওহে দেবের দেবরাজ।
রাখহ শ্রীপাদপদ্মে সেবক-সমাজ॥
শুনিয়া মুনির কথা বলেন নারায়ণ।
জন্মে জন্মে পাবে মুনি আমার চরণ॥
যথা তুমি তথা আমি ইথে নাহি আন।
সত্য করি কহিল তুমার বিদ্যমান॥
কশ্যপে বাঞ্ছিত বর দিয়া নারায়ণ।
ইঙ্গিত আকারে বুঝে অদিতির মন॥
হরি বলেন তপস্যা করিলে দুই জনে।
একত্রে কি বর মাগ কেমন কারণে॥
অদিতি বলেন প্রভু নিবেদন শুন।
যার যে বাঞ্ছিত বর তুমি ভাল জান॥
দেখিয়া তুমার রূপ মনে হেন লয়।
তোমা হেন পুত্র যেন মোর গর্ভে হয়॥
লালন পালন করি দিবস-রজনী।
এই বর মাগি আমি শুন চক্রপাণি॥
অদিতি-বচনে বৈল শ্রীনন্দকুমার।
হয়েছি তোমার পুত্র আমি কত বার॥
পূর্ব্বকল্পে কালনেমি নামে দৈত্য হৈল।
যজ্ঞ অগ্রভাগ খাএ কর্ম্ম নষ্ট কৈল॥
যজ্ঞ ভোগ করিতে না পাএে দেবগণ।
ক্ষীরোদ সাগরে গেলা আমার সদন॥
দেবতার দুঃখ দেখি হইল অভিমান।
দৈত্য সংহারিতে আমি করিল পয়ান॥
আসিয়া নিধন কৈলু সকল অসুরে।
পৃশ্নিগর্ভ নামে রএে সুতপার ঘরে॥
মধ্যকল্পে হইয়া বামন অবতার।
বলি ছলি পুরন্দরে দিলা অধিকার॥
তৃতীয়ে তুমরা দুহে যাবে মধুবন।
বসুদেব দৈবকী বলিব জগজন॥
কারাগারে রয়ে গর্ভে ধরিবে আমারে।
নাম বলরাম কৃষ্ণ যুষিবে সংসারে॥

অবতারমধ্যে পূর্ণ কৃষ্ণ অবতার।
কহিল সকল তত্ত্ব যে ছিল আমার॥
আনন্দে ঘরকে যাহ শুন দুই জন।
পাইবে তখন যবে করিবে স্মরণ॥
যদি এত তত্ত্বকথা কহিলা নারায়ণ।
শুনিয়া আনন্দে মগ্ন হৈল দুই জন॥
হেন বেলা প্রভুর হইল অন্তর্দ্ধান।
তা দেখি তপেতে দোঁহে দিলা সমাধান॥
তপস্যা ছাড়িয়া দেশ করিলা গমন।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেলা আপন ভবন॥
অদিতিরে গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া।
আপনে চলিলা তপে শ্রীহরি বলিয়া॥
মুনিমধ্যে তপ করি শতেক বৎসর।
পুনরপি কশ্যপ আইলা নিজ ঘর॥
মুনি দেখি অদিতি আইলা করপুটে।
আসিয়া প্রণাম কৈল মুনির নিকটে॥
অর্চ্চনা করিয়া কৈলা অসংখ্য প্রণতি।
করিল অনেক স্তব লোটাইয়া ক্ষিতি॥
শ্রীঅঙ্গ ভরিয়া দিল কর্পূর চন্দন।
নানাবিধ দ্রব্যে মুনি করিলা ভোজন॥
অনিমিখে রএ কত কৈলে বলিহারি।
অসংখ্য প্রণাম করি বলে ধীরি ধীরি॥
কথা শুনি শৌনকাদি কৈল নিবেদন।
শুন শুন ওহে লোমহর্ষের নন্দন॥
কৃপা করি কহ কথা করি নিবেদন।
কেমনে ছলিলা বলি সে দধিবামন॥
কোন্ তপে অদিতির গর্ভে হৈল স্থিতি।
কৃপা করি সব তত্ত্ব কহ মহামতি॥
কথা শুনি বলে সূত শুন চারি জন।
কহিএ পুরাণমত শ্রীবলি-ছলন॥
যে প্রকারে খর্ব্বরূপী হৈলা ভগবান্।
যে প্রকারে ত্রিপাদ ধরণী নিল দান॥
যে প্রকারে রসাতল গেলা দৈত্যপতি।
সকল কহিয়ে শুন শুন মহামতি॥
এক দিন ছিলা মুনি নিজ অভ্যন্তরে।
আচম্বিতে বেদমাতা গেলা তথাকারে॥

অদিতি দেখিয়া প্রশ্ন কৈল তপোধন।
শুন শুন বেদমাতা আমার বচন॥
আজি কেন তোমারে দেখিএ আন রীতি।
তোমা দেখি কেন মোর না হয় পীরিতি॥
কহিবে সকল তত্ত্ব করিয়া নিদান।
কথা শুনি সে কার্য্যের করিব বিধান॥
যদি এত প্রশ্ন কৈলা কশ্যপ বিধাতা।
করপুটে কহিতে লাগিলা বেদমাতা॥
শুন শুন ওহে প্রভু মোর নিবেদন।
তুমি যে না জান হেন আছে কোন্ জন॥
তথাপি কহিতে চাহি আত্ম-নিবেদন।
তুমা বিনে মোর আর কে করে রক্ষণ॥
দেখ বিরোচনপুত্র বলি দৈত্যপতি।
বাসব লঙ্ঘিয়া নিল সে অমরাবতী॥
নিজ নিবেদন এই শুন ভগবান্।
ইন্দ্রে রাজা দিয়া মোর কর পরিত্রাণ॥
মুনি বলে দাক্ষায়ণি কর অবগতি।
তবে রাজ্য পায় তোর সেই সুরপতি।
যবে সেই দৈত্যকুলে পড়এ প্রমাদ।
তবে দেব দৈত্যগণে ঘুচে বিসংবাদ॥
যদি মোর বোলে তুমি পয়োব্রত কর।
তবে সেই ইন্দ্র পায় অমর নগর॥
দ্বাদশ বৎসর ব্রত করি পরিমাণ।
দধি দুগ্ধ আদি হোম ব্রতের বিধান॥
পূর্ণাহুতি দিয়া যজ্ঞ সম্পূর্ণ করিয়া।
বিপ্রে নানা ধন দিবে ভাজনে পুরিয়া॥
তবে তোর গর্ভে হরি করিয়া আশ্রয়।
খর্ব্বরূপ হএ দৈত্যে দেখাইবে ভয়॥
যদি এত তত্ত্ব-কথা কৈলা প্রজাপতি।
শুনিয়া আনন্দে মগ্ন হইলা অদিতি॥
আচম্বিতে ঋতুকাল হইলা সত্বরে।
মুনি সঙ্গে শয়ন করিলা বাসঘরে॥
কৃপার বিশেষে মুনি কৈলা গর্ভাধান।
তাহে আবির্ভূত কৈলা প্রভু ভগবান্॥
নিদ্রাভঙ্গে শয্যোত্থান করিয়া দুজনে।
উঠিয়া প্রত্যুষে করিলা আচমনে॥

সুক্ষণে সে পয়োব্রত আরম্ভ করিয়া।
ভারে ভারে দধি ঘৃত দিলেন ঢালিয়া॥
নিত্য নিত্য নিয়ম করিয়া দুই জনে।
এগার বৎসর যজ্ঞ কৈল নিরূপণে॥
সম্পূর্ণ হইল যজ্ঞ কাষ্ঠের বিধানে।
পূর্ণাহুতি দিয়া রত্ন দিলেন ব্রাহ্মণে॥
ব্রত পূর্ণ অদিতি আইলা নিজালয়।
সম্পূর্ণ বিধানে হৈল প্রসব সময়॥
ভাদ্রের শুক্লপক্ষে শুক্র একাদশী পাএ।
শ্রবণা নক্ষত্র তাহে নিযুক্ত করিএ॥
শ্রবণা দ্বাদশী বলি হৈল শুভ বেলা।
হেনই সময় তথা বামন জন্মিলা॥
অতি থীণ তনুখান দিগত প্রমাণ।
বলি ছলিবারে খর্ব্বরূপী ভগবান্॥
অতি কমনীয় রূপ দেখিয়ে অদিতি।
অন্তরে ভাবিয়া কৈল অনেক প্রণতি॥
অদিতি বলেন শুন প্রভু ভগবান।
বাসবে অমরা দিয়া কর পরিত্রাণ॥
অদিতি কাতর দেখি কৈলা গদাধর।
তোমা লাগি যাব আমি অমরনগর॥
দেবগণে দিব নিজ নিজ অধিবাস।
তা দেখিয়া বাসবের ঘুচিবেক ত্রাস॥
অভিষেক করি বাসবের নমস্কার।
বলি ছলি নএগা যাব সে পাতালপুর॥
অদিতি শুনিল যদি শ্রীমুখে বচন।
আনন্দ-সমুদ্রে ভাসাইয়া দিল মন॥
দেখিয়া বিশিষ্ট জ্ঞান মাএর শরীরে।
নিজ মূর্ত্তি সংহার করিলা গদাধরে॥
অদিতির কোলে শিশু হএগা ততক্ষণ।
বলি ছলিবারে কাশা চিত্তে মনে মন॥
অদিতি বামন বসি আছে নিজ ঘরে।
হেন বেলে বলি রাজা শত ক্রতু করে॥
যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিয়া দক্ষিণা করিলা।
সে কালে সেখানে সর্ব্ব বিপ্রগণ গেলা॥

মহাদানশীল রাজা শুনিয়া বামন।
দক্ষিণা মাগিতে তথা করিলা গমন॥
অতিভব্য তনু দেখি বলে পুরজন।
হের দেখ কোথা হইতে আইল ব্রাহ্মণ॥
তার পাছু বলে বিরোচনের কুমার।
কোথা হৈতে আইস বটু কি নাম তোমার।
তুমা দেখি মনে সুখ হইল অপার।
কন দান চাহ কহ ব্রাহ্মণ-কুমার॥
শুনিয়া রাজার কথা বলেন চক্রপাণি।
বসিবারে দেহ মোরে ত্রিপাদ ধরণী॥
ত্রিপাদ ধরণী শুনি বলে দৈত্যেশ্বর।
আনি দিএ বহু রত্ন লয়া যাহ ঘর॥
বটু বলে শুন রাজা মোর নিবেদন।
বসিবার স্থল নাহি কিসে থুব ধন॥
আগে দেহ ধরণী করিএ বাসখানি।
তবে নএঞ যাব যত দেহ রত্নমণি॥
বিপ্র-বটু-কথা শুনি বলে নৃপমণি।
সর্ব্বথা তোমারে দিব ত্রিপাদ ধরণী॥
যদি রাজা ত্রিপাদ ধরণী অঙ্গি কৈল।
মনে মনে বিপ্রবটু হাসিতে লাগিল॥
সে কালে সেখানে ছিল রাণী বৃন্দাবলী।
বিপ্র দেখি মনে হৈল অত্যন্ত বিকলি॥
বৃন্দাবলী বলে শুন শুন মহাশয়।
হেলায় সে হত তুমি হইলে নিশ্চয়॥
না করিহ দান প্রভু শুনহ কাহিনী।
তুমি দাতা প্রতিগ্রাহী নর চক্রপাণি॥
রাজা বলে শুন রাণি আমার বচন।
আপনে লইব দান শ্রীমধুসূদন॥
ইহাতে অকার্য্য হএ সেহ মোর ভাল।
করিব অবশ্য দান নিশ্চয় কহিল॥
দেখিল রাণীর কথা না রাখে রাজন।
সাধু সাধু বলি ডাকে সে খর্ব্ব ব্রাহ্মণ॥
বিপ্রবটু বলে শুন শুন মহাভাগ।
কাল-দেশ-পাত্র বুঝি দেহ মোরে ত্যাগ॥
হেন বেলে সেখানে আইল শুক্রাচার্য্য।
দেখিল ইহাতে হবে রাজার অকার্য্য॥

শুক্র বলে শুন ওহে দৈত্যের তনয়।
শ্রী হত হইল তোর বলিল নিশ্চয়॥
আপনে লইতে দান আইল গদাধরে।
তো লঙ্ঘি অমরা দিবেন সুরপুরে॥
না করিহ দান শুন দৈত্যের নন্দন।
অবহেলে দৈত্য না করিহ নষ্ট ধন॥
রাজা বলে শুন পুরোহিত ভৃগুরাজ।
অঙ্গীকার নষ্ট হৈলে বড় পাব লাজ॥
শুক্র বলে রাজা তুমি না শুনিছ বাণী।
নাগফাশে বন্দী তুমি হইবে এখনি॥
খর্ব্ব তনু দেখি তোর হত হৈল জ্ঞান।
এ তনু পর্ব্বত হবে যবে দিবে দান॥
বেদে শুনিয়াছি তোরে কহিল কেবল।
ইন্দ্র পাব দেশ বলি যাব রসাতল॥
এত দিনে সেই কথা দেখিয়ে প্রমাণ।
পলাইয়া যাহ রাজা না করিহ দান॥
যদি শুক্রাচার্য্য কৈল এতেক তর্জ্জন।
তবে করপুটে কহে সে বলি রাজন॥
যদি প্রাণ ধন যায় শুন দ্বিজমণি।
তথাপি ব্রাহ্মণে দিব ত্রিপাদ ধরণী॥
আন তিল কুশ তাম্র তুলসী সংযোগে।
করিব অবশ্য দান না করি বিরাগে॥
ইহাধিক ভাগ্য আর কবে হব মোর।
আপনে লইব দান শ্রীনন্দকিশোর॥
যার নামে সংকল্প করিয়া বাক্য করি।
সে জনা আইলা এথা বটু-রূপ ধরি॥
আপনে কহিছ বটু নহে ভগবান্।
ইথে মিথ্যা হইলে কে করে পরিত্রাণ॥
এত বলি জলাধার লয়া বাম করে।
পাদ প্রক্ষালন করি বসিল অন্তরে॥
আচমন করি যেই কুশে জল নিল।
হেন বেলে শুক্র নাল-পথ রুদ্ধ কৈল॥
জল না দেখিয়া বলে সে বটু ব্রাহ্মণ।
কি দান করিবে ভাল না দেখি কারণ॥
আচার্য্যের কপট দেখিয়া নরহরি।
রাজাকে কহিলা কুশ দেহ নালে ভরি॥

যেই কুশমূল দিলা নালের ভিতর।
তাহা দেখি আচার্য্য হৈল বড়ই কাতর॥
নিজ মৃত্যু বুঝি জলপথ ছাড়ি দিল।
আপনার সুখে জল নির্গত হইল॥
তিল কুশ তাম্রেতে ঢালিল সেই পানি।
উভরায়ে তপস্বীরা করে বেদধ্বনি॥
হেন বেলা বিপ্র-বটু আচমন্ত হইয়া।
বসিলা লইতে দান হস্ত প্রসারিয়া॥
ক্ষুদ্র হস্ত দেখি আনন্দিত মহাভাগ।
কুশ জল সংযোগে ধরণী দিল ত্যাগ॥
কুশ জল যোগে যদি ভূমি দিল দান।
বাড়িল সে খর্ব্ব তনু পর্ব্বত-প্রমাণ॥
দুই পদে বেয়াপিল এ চৌদ্দ ভুবন।
আর পদ নাভিস্থলে করএ ভ্রমণ॥
স্থল না পাইয়া মুল বলে নারায়ণ।
এ পদ থুইব কোথা কর নিরূপণ॥
দেখিয়া বটুর ক্রোধ মনে ভয় পায়ে।
কহিতে লাগিলা রাজা সশঙ্কিত হয়ে॥
রাজারে কাতর দেখি কহে ভগবান্।
দেখি আজি তুমারে কে করে পরিত্রাণ॥
গরুড়ে করিয়া আজ্ঞা দেন নরহরি।
নাগফাশে বন্দী কর দৈত্য অধিকারী॥
রাজার বিপত্তি দেখি বলে বৃন্দা রাণী।
তোমা লাগি প্রাণ মোর করিছে কি জানি॥
কিমতে রহিছ নাগপাশের বন্ধনে।
কি করিব কোথা যাব কহ না এখনে॥
প্রথমে কহিল রাজা না শুনিলে বাণী।
বটু নহে দেখহ ব্রহ্মার শিরোমণি॥
আত্মক্রীড়া কারণে সৃজিত ত্রিজগত।
যাহার মহিমা গীতা পুরাণ ভাগবত॥
হেন জনা দান নিব তুমি মেনে দানী।
এখনি কহিল দুঃখ পাবে নৃপমণি॥
মানা না শুনিয়া তুমি কৈলে মহাদান।
এখন কিমতে তুষ্ট হবে ভগবান্॥
বৃন্দারাণী-স্তব শুনি দয়া উপজিল।
তথাপি সক্রোধে বটু বলিতে লাগিল॥
উৎসর্গ করিয়া দান না কর পালন।
ইহার উচিত ফল পাইবে এখন॥
নহে দান পূর্ণ কর দৈত্যের নন্দন।
অকারণে কর কেন কালের হরণ॥
কথা শুনি বলে বলি শুন চক্রপাণি।
মাথায় রাখহ পদ আজ্ঞা কর শুনি॥
যদি রাজা পাদপদ্ম কৈল অঙ্গীকার।
শিরে পদ দিয়া কহে শ্রীনন্দকুমার॥
তুমি রাজা বলি মোর বড়ই ভকত।
তোমাতে সতত আমি থাকি আবির্ভূত॥
ইহা বলি নাগফাশ বন্ধন ঘুচাঞে।
আশীর্ব্বাদ দিলেন হস্ত নিক্ষেপ করিঞে॥
আনন্দিত হয়্যা বলে সেই দৈত্যপতি।
কি করিব আজ্ঞা কর দেব শ্রিয়পতি॥
হরি বলে শুন রাজা আমার বচন।
পাতালে থাকহ গিয়ে লয়ে বন্ধুগণ॥
চৌদ্দ মন্বন্তর তুমি পাতালে বসতি।
তবে ইন্দ্রপদ পাবে শুন দৈত্যপতি॥
আমি তব দুয়ারে থাকিব নিরবধি।
সতত দেখিবে আমা জনম অবধি॥
গোবিন্দের আজ্ঞা পায়ে সে বলি রাজন।
স্বগণ সমেত গেলা পাতাল ভুবন॥
সুবর্ণের ঘর দ্বার নগর চত্বর।
দুয়ারে কপিল মুনি কর্দ্দম-কুঙর॥
হেনক অপুর্ব্ব স্থানে থুঞে দৈত্যগণ।
আইলা অমরাবতী শ্রীমধুসূদন॥
স্বর্গগঙ্গা নিবে ইন্দ্রে অভিষেক করি।
সত্বরে চলিয়া গেল কশ্যপের পুরী॥
দেখিলা কশ্যপ মুনি হইলা হরিষে।
পাদ্য অর্ঘ্য পূজা কৈল মনের হরিষে॥
তা দেখি সম্ভ্রমে আইলা অদিতি সুন্দরী।
পুত্র পুত্র বলি কোলে কৈল নরহরি॥
লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিলা বদন-কমলে।
আনন্দ-আবেশে শ্রীবামন নিলা কোলে॥
পুনরপি কহে কথা শুন নারায়ণ।
কোথা গেল বলি কি হইল দেবগণ॥

অদিতি সান্ত্বনা হেতু কহে ভগবান্।
বলি রসাতলে ইন্দ্র পাইল নিজ স্থান॥
কথা শুনি অদিতি কশ্যপ হইল ভোর।
হেন বেশে চলি গেলা শ্রীনন্দকিশোর॥
আঁখি মেলি না দেখিয়া সে বটু বামন।
শোকের সাগরে পড়ি হৈলা অচেতন॥
হায় কৃষ্ণ হায় কৃষ্ণ বলে মননে বসিয়া।
দেখিল শ্রীপাদপদ্ম চিত্ত নিবেশিয়া॥
শ্রীকৃষ্ণ-বিলাস-রস সর্ব্ব পরাৎপর।
রচিলা পরম ভক্তি শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর॥
শ্রীনন্দনন্দন-পদে রহুক মোর মন।
যুগে যুগে পাই যেন অভয় চরণ ॥ ১ ॥
শৌনকাদি বলে সূত শুন মোর বাণী।
কহিবে শ্রীহরিভক্তি অপূর্ব্ব কাহিনী॥
দ্বারকা গোকুল আর মথুরা নগর।
কোন স্থানে কি কার্য্য করিলা গদাধর॥
সূত বলে শুন শুন শৌনকাদিগণ।
কহিব সকল কথা শুন দিয়া মন॥
কহিব সকল কথা শাস্ত্র নিরূপণে।
যেমতে অসুর হইল সেই মধুবনে॥
যে প্রকারে ভোজবংশ করিল গমন।
যে প্রকারে বসত হইল মধুবন॥
যেমত প্রকারে কংস কৈল তিরস্কার।
যে প্রকারে দৈবকী রহিলা কারাগার॥
যে প্রকারে গেলা হরি গোকুল নগরে।
নন্দ দ্রোণ বসুন্ধরা সে যশোমতীরে॥
যে কারণে তাহারা পাইল চক্রপাণি।
সখিগণ আদি করি যত অভিমানী॥
করিয়া গোকুল-লীলা বনের ভিতরে।
অক্রূরের সঙ্গে গেল মথুরা নগরে॥
মথুরাতে কংসবধ দ্বারকা সঞ্চয়।
কালযবন আদি দৈত্য করিলেন ক্ষয়॥
কংস মারি উগ্রসেনে সর্ব্ব রাজ্য দিয়া।
দ্বারকা চলিয়া গেলা মাতা পিতা লয়া॥
শতাধিক ষোড়শ সহস্র নারী করি।
ঘরে ঘরে গ্রাম্য লীলা করিলা মুরারি॥

বাড়াইল যদুবংশ অক্ষয় অব্যয়।
সম্বর আদি অসুর করিলেন ক্ষয়॥
সাল্বি শিশুপাল যত ভাই দুর্য্যোধন।
একে একে সভাকারে করিল নিধন॥
যুধিষ্ঠির আদি পঞ্চ পাণ্ডব আনিয়া।
হস্তিনাতে রাজা কৈলা নানা রত্ন দিয়া॥
অদিতির ভক্তি হেতু এ সব কারণ।
কহিব বিস্তার করি শুন চারি জন॥
শৌনকাদি বলে সূত করি নিবেদনে।
কহিবে বাহুল্য করি শুনিব শ্রবণে॥
শ্রীসূত বলেন শুন সর্ব্ব মুনিগণ।
যেমতে নগর হৈল সেই মধুবন॥
পূর্ব্বে রাজা ভোজ ছিল দেশ সুপ্রভি নামে।
পরাভব পাইল সেই মগধ-সংগ্রামে॥
রণে পরাভব পায়ে হইল চঞ্চল।
নিজ দেশ ছাড়ি গেলা মথুরামণ্ডল॥
ত্রেতা যুগে আছিল সেখানে মধু দৈত্য।
লবণ বলিয়া তার হইল অপত্য॥
সে লবণ দৈত্য হইল বড় দুরাচারে।
শত্রুঘ্ন মারিল তারে রাম অবতারে॥
সে দিন হইতে নাহি ছিল লোক জন।
পুরীমধ্যে হৈল সব কণ্টকের বন॥
অরণ্য দেখিয়া রাজা ভোজ চমকিত।
এ বনে কি মতে মোর হইবেক স্থিত॥
ব্যাঘ্র মহিষ আদি গণ্ডার দ্বেষিগণ।
মৃগয়া করিয়া সব্ব করি নিবারণ॥
যেখানে আছিল মধু দৈত্যের আলয়।
সেখানে রহিল রাজা হইয়া নির্ভয়॥
রাজ-পরিচ্ছদ সঙ্গে আছিল বাজনা।
সে বাদ্যের শব্দে দূরে পড়য়ে ঝনঝনা॥
দূরে হৈতে শুনে সর্ব্ব দেশের সে প্রজা।
লোকে বলে কোথা হৈতে আইল কোন রাজা॥
রাজসম্ভাষণে আইসে সর্ব্ব প্রজাগণ।
প্রজা দেখি আনন্দিত সর্ব্ব ভোজগণ॥
রাজা বলে শুন সর্ব্ব প্রজাজন ভাই।
তোমরা বসত করি থাক মোর ঠাঁই॥

স্বর্ণময় নগর সকল হাট বাট।
বাছিয়া বসত কর সর্ব্ব প্রজা-ঠাট॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চারি জাতি।
যথাবিধি যজ্ঞ-স্থলে করিল বসতি॥
স্বর্গে যেন অমরাতে আছে দেবগণ।
তেন লোক-জনে হৈল মথুরা-ভুবন॥
হেনক শ্রীমধুপুরে ভোজদেব রাজা।
সুখেতে বসত করে সে দেশের প্রজা॥
ভোজদেব রমণী সুমতি নাম ছিল।
বাহুক নামেতে তার গর্ভে পুত্র হৈল॥
সে বাহুক নৃপতি বড়ই পুণ্যবান্।
প্রজার পালন করে রামের সমান॥
বাহুকের নারী প্রিয়ংবদা নাম ধরে।
সময়ে হইল গর্ভ তাহার উদরে॥
সুখেনে প্রসব কৈল সেই গুণবতী।
যাহাতে জন্মিল উগ্রসেন নরপতি॥
আরবার রাণী গর্ভ ধরিল পৃথক্।
তাহাতে জন্মিল পুত্র নামেতে দেবক॥
উগ্রসেন বিভা কৈল বিরাটের ঘরে।
সে কন্যা দেখিয়া মুনি জনার মন হরে॥
হেন নারী লঞা উগ্রসেন নৃপবর।
অনুক্ষণ ক্রীড়া করে বাসর-ভিতর॥
এক দিন উগ্রসেন অশ্ব আরোহিয়া।
মৃগয়া কারণে গেলা সৈনাগণ লয়্যা॥
মৃগী না পাইয়া কৈল বনেতে প্রবেশ।
ঘর্ম্ম বরিষণে তথা পাইল বড় ক্লেশ॥
সে রাত্রি বঞ্চিয়া রাণী প্রত্যুষ বিহানে।
দেখিএ প্রবেশি বনে হেন কৈল মনে॥
দাসী সঙ্গে করি গেলা গিরি পূজা মনে।
দেখিল বিবিধ পুষ্প সেই পুষ্পবনে॥
নানা পুষ্প গন্ধে কৈল আমোদিত মন।
ক্রীড়া-কুতূহলে তথা করিল শয়ন॥
নিদ্রাগত চিত্তে রাণী স্বপন দেখিয়া।
রাজা উগ্রসেন বলি উঠিল চিহিয়া॥
সে কালে সেখানে ছিল দ্রুমিল অসুর।
উগ্রসেনরূপে রস করএ প্রচুর॥

উরু তুলি উরুপরে বসায় তখন।
পয়োধর ধরি করে সঘনে চুম্বন॥
দ্রুমিল অসুর সেই রতিতে প্রবীণে।
উচ কুচ ধরি করে দৃঢ় আলিঙ্গনে॥
দৈত্যের রমণ রাণী সহিতে না পারে।
রহ রহ প্রাণনাথ বলে ধীরে ধীরে॥
রতি অন্তে কাতর হইয়া বলে রাণী।
কথা শুনি অনুভব করে রাজ-রাণী॥
রাণী বলে যদি রাজা আসিত এখানে।
পহিল আসি রস-কথা কহিত মোর স্থানে॥
তবে রতি অন্তে কাতর চাতুরী সম্ভাস।
দৃঢ় আলিঙ্গনে পূরাইত মোর আশ॥
পতি হয়্যা কেন মোরে করিবে স্তবন।
হেন বুঝি সম্ভোগ করিল অন্য জন॥
অনুভবি রাজরাণী হইয়া বিমন।
অভিশাপ দিবার কারণে কৈল মন॥
সন্তাপ করেন দৈত্য নিজ মূর্ত্তি ধরি।
দূরে রহি মৃদু কথা বলে ধীরি ধীরি॥
সন্তাপ না কর রাণি করি নিবেদন।
দ্রুমিল আমার নাম শকুনিনন্দন॥
তোর রূপ দেখি মনে ধৈরয না পাঞে।
হরিল তোমাকে উগ্রসেন-রূপ হঞে॥
শুন রাজরাণি তোরে কহিএ নিশ্চয়।
কংস নামে তোর গর্ভে হইবে তনয়॥
কথা শুনি রাণী গেলা মথুরা নগরে।
সে কালে মৃগয়া করি রাজা আইল ঘরে॥
পাটে বসি বলে উগ্রসেন তপোধন।
দৈবকীর বিভা দিব কর শুভক্ষণ॥
সেই দিশে ছিল কন্যা আপ্ত গনাগণে।
শুভ ক্ষণ করি বিভা দিল বিপ্রগণে॥
সেই কন্যা তিলোত্তমা যেন অরুন্ধতী।
স্বামী ছাড়ি তাহার নাহিক অন্য মতি॥
ঋতুকাল পাঞে গর্ভ উদরে ধরিল।
বারে বারে অষ্ট পুত্র সাত কন্যা হৈল॥
সভার কনিষ্ঠ কন্যা অতি অনুপাম।
শাস্ত্র দেখি দৈবকী থুইল তার নাম॥

যার গর্ভে আপনি জন্মিবে ভগবান্।
এক মুখে কি বলিব তাহার বাখান॥
এক দিন রাজরাণী নিশা ঘোরতরে।
বেদনা পাইয়া প্রসবিলা কংসাসুরে॥
জন্ম মাত্র চঞ্চল হইল বসুমতী।
বেদসিদ্ধ মুনি বলে কি হৈল দুর্গতি॥
দ্বিতীয়ার চন্দ্র যেন বাড়ে নিতি নিতি।
তেন মতে দিনে দিনে বাড়ে দৈত্যপতি॥
এক দিন উগ্রসেন দেখি যুবরাজ।
ডাকিয়া বসাল কোলে পুছি সর্ব্বকাজ॥
রাজা বলে শুন পুত্র আমার বচন।
বাল্য দশা হৈতে ভজ দেব নারায়ণ॥
শ্রীকৃষ্ণ ভজন শুনি সক্রোধ হইল।
উত্তর না করি দূরে বসিয়া রহিল॥
পুত্রের অনীতি দেখি উঠিলা রাজন।
সত্বরে রাণীর স্থানে করিল গমন॥
রাণীকে পুছিল রাজা ঈষৎ হাসিয়া।
কাহার ঔরসে কংস দেহ মোরে কয়া॥
রাণী কহে কি কহিব নিজ কর্ম্মফলে।
তুয়া রূপে দৈত্য আসি করিলেক বলে॥
কথা শুনি গেলা রাজা বিমুখ হইয়া।
পাটে বসি রহিলা অন্তরে দুঃখ পাঞা॥
কংস বলে পিতা কেন দেখিএ বিমতি।
পুত্রভাবে কেন মোরে না করে পিরিতি॥
মনে অপমান পায়ে বাপের সাক্ষাতে।
তপস্যা করিতে গেলা কৈলাস পর্ব্বতে॥
তপোবলে শ্রীশঙ্কর সাক্ষাৎ হইয়া।
আশীর্ব্বাদ দিলা কংসে ডম্বুর বাজায়া॥
শিব বলে তোরে দিলাম মনোনীত বর।
নব দণ্ড শিরে ধরি যাহ নিজ ঘর॥
বর পায়ে সংভ্রমে চলিল নিজ ঘরে।
ঘর যায়ে নৃপাসনে বসিল সত্বরে॥
নিগড়-বন্ধনে পিতা কারাগারে থুয়ে।
মহাসুখে রাজ্য করে ছত্র ধরাইয়ে॥
হেন কালে জরাসন্ধ আদি দৈত্যগণ।
রাজ-সম্ভাষণে সভে করিলা গমন॥

মণ্ডলী করিল সর্ব্ব অসুর-সমাজ।
বিষ্ণু হিংসা করিয়া সাধহ সর্ব্বকাজ॥
চাণূর মুষ্টিক আদি অসুর সগণ।
করিহ সতত হিংসা সেই নারায়ণ॥
বড়ই পাষণ্ড হরি ঘোষে জগজন।
সে হরি মারিয়া রাজ্য করহ রাজন্॥
সর্ব্বদৈত্য বিদায় করিয়া কংসরায়।
নিরবধি বিষ্ণু হিংসা করিয়া বেড়ায়॥
প্রবল অসুরগণ দেখি বসুমতী।
শীঘ্র করি গেলা প্রজাপতির বসতি॥
ক্ষীরোদে আছিলা প্রভু অনন্ত-শয়নে।
সেখানে কমলাসনে করিলা স্তবনে॥
অসুরের ভয়ে মোর না রহে জীবন।
রোদন করিয়া করে আত্ম-নিবেদন॥
ধরণী-ক্রন্দন শুনি দেব প্রজাপতি।
সংভ্রমে চলিলা নারায়ণের বসতি॥
ক্ষীরোদে আছিলা প্রভু অনন্ত-শয়নে।
সেখানেতে স্তবন করে দেবগণে॥
সংসারের সার প্রভু দেব ভগবান্।
তোমা বিনু আর কে করিবে পরিত্রাণ।
সে তুমি ক্ষীরোদে নিন্দ ছলে আছ শুঞে।
অসুর প্রভাবে ত্রিজগত গেল বঞে॥
যোগনিদ্রা ভঙ্গ করি দেবের কারণ।
আগমন-কারণ পুছে সেই জনার্দ্দন॥
কি লাগিয়া স্তব করহ মোর স্থানে।
কথা শুনি সে কার্য্যের করিব বিধানে॥
দেবগণ বলে শুন কমল-লোচন।
দৈত্য-ভরে বসুমতী না ধরে জীবন॥
তুমি না রাখিলে ধরণী অবশেষে।
কৃপা করি অসুর মারহ হৃষীকেশে॥
দেবের বৈকুল্য দেখি দয়া উপজিল।
দয়া করি নিজ কথা কহিতে লাগিল॥
দৈবকী অষ্টম গর্ভে জনম ভাবিয়া।
কংস আদি দৈত্যগণে নির্ব্বংশ করিয়া॥
গোবিন্দের মুখে কথা শুনি প্রজাপতি।
দেবগণ লঞা গেলা আপন বসতি॥

কহিলা গোবিন্দ-কথা বসুমতী স্থানে
আশ্বাস পাইএ বসুমতীর গমনে ॥
এক দিন দেবক আছিল নিজ ঘরে।
হেনকালে কংস-চর গেল ডাকিবারে ॥
দূত বলে দেবক কি কর ঘরে বসি।
রাজ আজ্ঞা বিষ্ণু-হিংসা কর নিশি দিশি ॥
ইহা না হইলে ভাল নহিবেক কাজ।
সুদৃঢ় করিয়া আজ্ঞা কৈল দৈত্যরাজ ॥
তর্জ্জন করিয়া গেল কংসের সেবক।
অভিমানে বৈরাগ্য করিল শ্রীদেবক ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেলা তীর্থ নৈমিষেরে।
সেখানে রহিল কৃষ্ণ-ভক্তি অনুসারে ॥
খুড়ার বৈরাগ্য শুনি রাজা কংসাসুরে।
সংভ্রমে চলিয়া গেল নিজ অন্তঃপুরে ॥
করিল প্রণাম কোটি মাএর চরণে।
দেখিল দৈবকী তথা বিরস বদনে ॥
দৈবকী বিরস দেখি দয়া উপজিল।
রাণীকে সরস কথা কহিতে লাগিল ॥
শুন শুন জননী আমার নিবেদন।
দৈবকী হইল নব প্রথম যৌবন ॥
আর ছয় সহোদর দৈবকীর ছিল।
সে সব দুহিতা খুড়া বসুদেবে দিল ॥
বসুদেব আমার বড়ই বন্ধু জন।
দৈবকী তাহারে দিব হেন লয়ে মন ॥
আজ্ঞা পাইলে স্বহস্তে দৈবকী করি দান।
নানা ধনে বসুদেবে করিব সম্মান ॥
রাণী বলে শুন বাছা আমার বচন।
বসুদেবে এনে ভগ্নী কর সমর্পণ ॥
জননীর আজ্ঞা পেয়ে সেই দৈত্যপতি।
বসুদেব স্থানে আসি করিল বিনতি ॥
রাজা বলে শুন বসুদেব মহাশয়।
নিজ নিবেদন করি হইয়া নির্ভয় ॥
পূর্ব্বে ছয় কন্যা খুড়া কৈল তোরে দান।
তপস্যা করিতে গেল পাইতে নির্ব্বাণ ॥
সেই হৈতে দৈবকী আছএ মোর ঘরে।
আজ্ঞা কর ভগিনী আনিয়া দিএ তোরে ॥

বসুদেব বলে শুন দৈত্য মহাশয়।
লইব তোমার ভগ্নী বলিল নিশ্চয় ॥
অনুচরে ডাক দিয়া বলে দৈত্যপতি।
সামগ্রী করহ বিভা দিব শীঘ্রগতি ॥
মথুরা নগর-মধ্যে ফিরাই ঘোষণা।
আজ্ঞা কর নানা শব্দে বাজুক বাজনা।
দেশে দেশে আহরিল সর্ব্ব রাজাগণ।
সভামধ্যে বসুদেবে করিব বরণ ॥
বরণ করিয়া বর-মাল্য দিয়া গলে।
রাজাগণ-মধ্যে কংস সবিনয়ে বলে ॥
শুন শুন বসুদেব করি নিবেদন।
অধিবাস করিতে পাঠাই লোক জন ॥
গোধূলি-সময় পাএ বসুদেব রায়।
নানাবিধ দ্রব্যে নিজ ব্রাহ্মণ পাঠায় ॥
কন্যা অধিবাস করে গন্ধ-দ্রব্য লএ।
বসুদেব স্থানে গেলা সংভ্রমে চলিএ ॥
কন্যাগন্ধে বসুদেব অধিবাস করি।
নানা শব্দে বাদ্য বাজে আউয়া আউরি ॥
নগর ভরিয়া হৈল বাদ্যের উতরোল।
কর্ণ পাতি নাহি শুনে কেহ কার বোল ॥
ঢাক ঢোল কত শত বাজএ দাণ্ডায়ে।
দুন্দুভি ঝর্ঝরি কত বাজয়ে বসিএ ॥
পড়াম মাদল বাজে খোল করতাল।
বাজয়ে বিষম ঢাকি শুনিতে রসাল ॥
বীণা বাঁশী বেণু কত বাজায় বসিয়া।
বাজএ তুরঙ্গ কত এক্কা রব দিয়া ॥
দামামা দগড় বাজে মহা শব্দ করে।
সাহানে বাজায়ে থায় নানা পরকারে ॥
কবিলাস সপ্তস্বরা এ বীণা পিনাক।
রাজদ্বারে কতেক বাজিছে জয়ঢাক ॥
হেনকালে স্বর্গ ছাড়ি আইলা বিদ্যাধরী।
নানা আভরণ সাজে দৈবকী সুন্দরী ॥
অলকা তিলক দিয়া বেশ বানাইল।
বেণীপাটে জাদ বান্ধিয়া সে রাখিল ॥
সিন্দূরের বিন্দু অন্তে কাজলের বিন্দু।
মুখানা হইল যেন শরদের ইন্দু ॥

বাহুতে ছুমুটি শঙ্খ অতি বিলক্ষণ ।
তাহার উপরে শোভে সোনার কঙ্কণ ॥
তাহার উপরে টাড় মাণিকে খেচনি ।
কটিতে ঘুঙ্ঘুর বাজে ঝুন ঝুন শুনি ॥
মকর-কুণ্ডল দুই শ্রবণে হিন্দোলে ।
দশনে মুকুতা-পাঁতি অতি মৃদু বলে ॥
মুকুতা প্রবাল গলে ঝলমল করে ।
সুবর্ণ বাউলী শোভে কর্ণের উপরে ॥
নাসাস্থলে গজমতি শুদ্ধ মণিময় ।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন হইল উদয় ॥
বাম হস্তে রতন মুর্দাড় ভাল সাজে ।
দ্বিপদে অঙ্গুরী স্বর্ণ পাসলি বিরাজে ॥
পরিধান পট্ট-শাড়ী অতি ঝলমলি ।
হৃদএ তুলিয়া দিল লক্ষের কাঁচুলি ॥
ভাণ্ডারে আছিল যত দিব্য আভরণ ।
নিজ হস্তে পরাইল দৈত্যের নন্দন ॥
দৈবকীর অঙ্গে রাজা দিয়া আভরণে ।
ঘন বলে বসুদেবে আন এইখানে ॥
শুভ কার্য্যে বিলম্ব না কর অনুচর ।
সুখেনে করিব দান ঝাট আন বর ॥
রাজ-আজ্ঞা পাঞে অনুচর রড়ারড়ি ।
বসিতে আনিয়া দিল রত্নময় পাটী ॥
আচমন করি রাজা কুশ হস্তে লহে ।
আশে পাশে নানা রত্ন প্রদীপাদি রহে ॥
রজনীতে হৈল যেন রবির উদয় ।
হেন বেলে আইল বসুদেব মহাশয় ॥
বেদবাক্যে কৈল বসুদেবের বরণ ।
কন্যা আনিবারে আজ্ঞা করিল রাজন ॥
রাজ-আজ্ঞা পাঞে সব অনুচরগণে ।
দৈবকীরে বসাইল রত্নের আসনে ॥
আশে পাশে কত শত প্রদীপ জ্বালিয়া ।
দৈবকী-বিবাহ কৈল আনন্দিত হঞা ॥
হেন বেলে বসুদেব অতি মনোহরি ।
আসিয়া দাণ্ডাল রত্ন-বেদীর উপরি ॥
নানা রত্ন আভরণ শরীরের শোভা ।
অম্বুজ ভরমে কত অলি করে লোভা ॥

আজানু-লম্বিত ভুজ যেন গজশুণ্ড ।
তাহার উপরে শোভে ধবল শিখণ্ড ॥
হৃদিমধ্যে রতন, পাদুকা রত্ন-মাল ।
তার মধ্যে মধ্যে নব মুকুতা প্রবাল ॥
কটি পীত বসন চরণে রুমঞ্জীর ।
যা দেখিয়া কুলবালা হইলা বাহির ॥
সাতটি জ্বালিয়া বরে করিল আরতি ।
ধন্য ধন্য বলিয়া চলিলা কুলবতী ॥
সে বেলে অখণ্ড পূর্ণ দুই হস্তে করি ।
স্বামী প্রদক্ষিণ কৈল দৈবকী সুন্দরী ॥
প্রদক্ষিণ করি দোঁহে মুখ দরশন ।
হেন বেলে পুষ্প-বৃষ্টি করে দেবগণ ॥
পুষ্পের ছাবনি দুহে কৈল শুভক্ষণে ।
তা দেখি আনন্দে নাচে সর্ব্ব দেবগণে ॥
ইন্দ্র বলে শুন শুন সর্ব্ব দেবগণ ।
সময়ে সাধিব কাজ এই নিবেদন ॥
বাসব বচনে তবে গেল দেবগণে ।
হেন বেলে কংস আইল কন্যা সম্প্রদানে ॥
তিল কুশ তাম্রাতে পূরিত কৈল জল ।
হস্তে হস্তে দিয়া কন্যা আর পাঁচ ফল ॥
করপুট হৈয়া বলে সেই দৈত্যপতি ।
পালিহ আমার ভগ্নী এ মোর বিনতি ॥
রত্নবেদী-মধ্যে বসাইয়া কন্যাবর ।
যৌতুক আনিতে আজ্ঞা করে দৈত্যেশ্বর ॥
শত গজ পঞ্চ শত অশ্ববর দিল ।
কনক রচিত জিন তাহাতে সাজিল ॥
ভাজনে পুরিয়া দিল নানা রত্ন-ধন ।
শত দাস দাসী দিল করিতে সেবন ॥
হেন বেলে রথকারে বলিছে রাজন ।
আনিয়া যোগাহ রথ করিয়া সাজন ॥
হেন বেলে কন্যাবরে রথে চড়াইল ।
আপনে সে রথে রাজা সারথি হইল ॥
রথ চালাইতে রাজা ঘোড়া কুদাইয়া ।
হেন বেলে দেবগণ বলে ডাক দিয়া ॥
কি রথ চালাও ওরে অবোধ রাজন্ ।
দৈবকী অষ্টম গর্ভে তুমার মরণ ॥

হইল আকাশবাণী শুনি দৈত্যপতি।
ঘোড়া ছাড়ি দৈবকীরে ধরে শীঘ্রগতি॥
চুলে ধরি ভাড়িপত্র খড়্গ লয়্যা করে।
কাটিতে পাড়িল ভগ্নী রথের উপরে।
কংস বলে শুন বসুদেব মহাশয়।
দৈবকী কাটিব তোরে কহিনু নিশ্চয়॥
যদি না কাটিএ আমি দেবকী সুন্দরী।
অবশ্য মারিব আমা দেব নরহরি॥
দৈবকী বিগতি দেখি বসুদেব রায়।
কান্দিয়া কান্দিয়া ধরে শ্রীকংসের পায়॥
না কাটিহ ভগ্নী শুন আমার বিনতি।
অকার্য্যে স্ত্রীহত্যা কেন করবে নৃপতি॥
যতেক জন্মিবে শিশু দৈবকী উদরে।
একে একে আনি দিব তোমার গোচরে॥
কাতর হইয়া বলে দেবকী সুন্দরী।
প্রাণে না মারিহ দাদা রাখ বন্দী করি॥
যে হইব অন্তঃ আনিয়া দিব তোরে।
দাস দাসী করি রাখ মোরে তুমি ঘরে॥
রথে হৈতে নামিয়া বসিল দৈত্যবর।
শত শত ডাকিয়া আনিল দৈত্যচর।
শুন শুন সর্ব্ব দৈত্য আমার বচন।
দৈবকী অষ্টম গর্ভে আমার মরণ॥
আমার মরণে তোমা সভার মরণ।
এখন কি যুক্তি করি কহ দৈত্যগণ॥
দৈত্যগণ বলে শুন দৈত্য অধিকারী
কাহার শকতি তোর কি করিতে পারি॥
তবে যদি তোমার হয়েছে অন্য মন।
কারাগারে বন্দী করি রাখ দুই জন॥
সেই ক্ষণে সর্ব্ব অনুচর ডাক দিয়া।
কারাগার ঘরে দোঁহে রাখিল বান্ধিয়া॥
অনুচরে সমর্পণ করি দুই জনে।
পাটে বসি চিন্তে কংস আপন মরণে॥
শ্রীকৃষ্ণ বিলাস-রস সর্ব্ব পরাৎপর।
হেন রসে উনমত্ত শ্রীকৃষ্ণ-কিঙ্কর॥
শৌনকাদি বলে সূত শুনহ কাহিনী।
এবে কোন্ কর্ম্ম কৈলা দেব চক্রপাণি॥

সূত বলে শুন শুন ঋষি চারি জন।
যে দিনে যেখানে লীলা কৈলা নারায়ণ।
সকল কহিব আমি পুরাণ গোচরে।
কৃষ্ণ কথা শুন বসি তীর্থ নৈমিষেরে॥
এক দিন বসুদেব বসি কারাগারে।
অন্তশ্চরে রোহিণী থুইল নন্দ ঘরে॥
কথোক কাল ভুঞ্জনাতে কারাগারে থাকি
অকস্মাৎ গর্ভবতী হইল দৈবকী॥
ঋতু অপেক্ষিয়া কৈল গর্ভের ধারণ।
পূর্ণ দশ মাসে হৈল পুত্র বিলক্ষণ।
প্রথমে হইল পুত্র পরম সুন্দর।
সে পুত্র আনিয়া দিল রাজার গোচর॥
রাজা বলে এ পুত্রে নাহি প্রয়োজন।
আনিহ অষ্টম পুত্র করিয়া যতন॥
যেমত প্রথম পুত্র হৈল কারাগারে।
সেই মত ছয় পুত্র হৈল বারে বারে॥
সে প্রকারে কহিব যেন তা সভারে মারে।
কথা শুনি নারদের গমন মথুরারে॥
বীণা হাতে কংস সনে কৈলা দরশন।
দেখিয়া প্রণাম কৈল দৈত্যের রাজন॥
শ্রীনারদ কথা বলে শুন রে নিশ্চয়।
দৈবকী অষ্টম গর্ভে তোমার সংশয়॥
পাত্র মিত্র ডাকিল তখন দৈত্যেশ্বর।
দৈবকীর ছয় পুত্র আনহ সত্বর॥
নিষ্ঠুর শরীর তার দুষ্টগণে আনি।
শিলার উপরে তার লইল পরাণি॥
ত্রিগুণ রক্ষক দিয়া সেই কারাগারে।
সত্বরে চলিয়া গেলা নিজ অন্তঃপুরে॥
হেন কালে দৈবকীর গর্ভ সাত মাস।
বায়ুরূপে মহামায়া আইল তার পাশ॥
নিদ্রা অচেতনে আছে দৈবকী সুন্দরী।
আকর্ষণ করি গর্ভ নিল ব্রজপুরী॥
বায়ুরূপে রোহিণী উদরে গর্ভ থুএ।
অন্তর্দ্ধান কৈলা দেবী মায়াতে মিশাএ॥
হেন বেলে সর্ব্ব অনুচর নিদ্রাভঙ্গ।
দেখি গর্ভবতী হেন দৈবকীর অঙ্গ॥

অনুচর বলে রাজা করিএ গোহারি।
গর্ভপাত হেন দেখি দৈবকী সুন্দরী॥
শুনি কথা দৈত্যপতি বলে অনুচরে।
রাখিহ অষ্টম গর্ভ আঁখির গোচরে॥
হেন কালে কারাগারে দৈবকী সুন্দরী।
ঋতুস্নান করিয়া বলেন হরি হরি॥
জন্মিবে আপনে হরি আছে বেদবাণী।
তথির কারণে গর্ভ ধরিল কামিনী॥
ক্ষীরোদ সাগরে হরি ছিলা যোগাসনে।
হেন কালে দেবতার স্তব পড়ে মনে॥
সেই ক্ষণে ক্ষীরোদ ছাড়িলা নারায়ণ।
মথুরা নগর মধ্যে করিলা গমন॥
অজ হয়্যা গর্ভবাস করিবার তরে।
প্রবেশ করিল প্রভু দেবকী-উদরে॥
হরি হরি নারায়ণ গর্ভবাস কৈল।
অতি অপরূপ রূপ দৈবকী ধরিল॥
দৈবকীর রূপ দেখি সব অনুচর।
সত্বরে কহিল গিয়ে দৈত্য বরাবর॥
শুন শুন দৈত্যরাজ করি নিবেদন।
দৈবকী-উদরে দেখি গর্ভের লক্ষণ॥
দূতমুখে কথা শুনি সেই দৈত্যবর।
সত্বরে আইল কারাগারের ভিতর॥
কংস বলে শুন দূত আমার বচন।
এই গর্ভ হৈলে মোর অবশ্য মরণ॥
অতি ভয়ে কংসাসুর চিন্তে মনে মনে।
লোহার শিকল দিল দুহার চরণে॥
দুষ্ট অনুচর দিয়া সেই কারাগারে।
নিঃশঙ্ক হইয়া রাজা গেল নিজ ঘরে॥
হেন কালে ব্রহ্মা দেবগণ সঙ্গে করি।
গর্ভ দেখিবারে আইলা মথুরা নগরী॥
অলক্ষিতে গেলা বসুদেবের সদন।
দেখি উদরে পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ॥
জ্যোতির্ম্ময় গর্ভ সেই উদরে দেখিয়া।
অসংখ্য প্রণাম কৈলা ভূমিতে পড়িয়া॥
ব্রহ্মা বলে শুন প্রভু সংসারের সার।
অসুর মারিয়া খণ্ড ধরণীর ভার॥

হেন বেলে দৈবকীর গর্ভ সাত মাস।
দেখিয়া কংসের মনে উপজিল ত্রাস।
কংস বলে অনুচর শুন মোর ঠাঁই।
এই গর্ভ নষ্ট কৈলে মরণে এড়াই॥
জাগিতে ঘুমাতে আর শয়নে ভোজনে।
নিরবধি চিত্ত দিয়া দেখ দুই জনে॥
অষ্ট নব দশ মাস পূর্ণ হৈয়া গেল।
হেন বেলে ভাদ্র মাস কৃষ্ণপক্ষ আইল॥
কৃষ্ণাষ্টমী রোহিণী নক্ষত্র সুকরণ।
হইল জয়ন্তী যোগ বেদ-নিরূপণ॥
দিনমণি অস্ত গেলা প্রথম প্রহর।
মেঘে আচ্ছাদিল সব নগর চত্বর॥
অনুচর নিদ্রা গেল বন্দিয়ান ঘরে।
দশ দিক্ অন্ধকার নিশা ঘোরতরে॥
দ্বিতীয় প্রহর নিশি চন্দ্রের উদয়।
রবি গুরু সপ্তম ভাগর নিআলয়॥
সোম বুধ সহিত মঙ্গল তুঙ্গ স্থলে।
এত শুভ যোগ হৈল প্রসবের বেলে॥
সে বেলে দেবতা কৈল পুষ্প বরিষণ।
হেন বেলে ভূমিষ্ঠ হইলা ভগবান্॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম চতুর্ভুজ কলা।
হৃদয়ে কৌস্তুভমণি গলে বনমালা॥
ইন্দ্রনীলমণি কিবা দলিত অঞ্জন।
কিবা ইন্দীবর কিবা নীল নব ঘন॥
কটির উপর সুবলিত পীতবাস।
নব ঘনে সৌদামিনী তথি পরকাশ॥
ভালে চন্দনের রেখা তাহে ফাগুবিন্দু।
বিহানের রবি যেন শরদের ইন্দু॥
মকর-কুণ্ডল দুই শ্রবণে হিল্লোলে।
দশনে মুকুতাপাতি অতি মৃদু বলে॥
ভুবনমোহন রূপ অতি মনোহর।
হেন অদভুত কারাগারের ভিতর॥
দক্ষিণাংশে লক্ষ্মী বামভাগে সরস্বতী।
ব্রহ্মা শিব শৌনকাদি করিছে প্রণতি॥
দেখিয়া গোবিন্দ বসুদেব ভয় পাএগ।
দৈবকীকে কহি কথা নির্ভয় হইএগ॥

শুন শুন শুন প্রিয়া আমার বচন।
তোর গর্ভে আপনে জন্মিলা নারায়ণ॥
ব্রহ্মা শিব আদি যার কত স্তব করে।
সে হরি বালকরূপে তোমার উদরে॥
জননী পিতার কথা শুনি নরহরি।
কৃপা করি বলিতে লাগিল ধীরি ধীরি॥
হরি বলে শুন বসুদেব মহামতি।
পূর্ব্বে বর মাগি এবে হয়েছ বিস্মৃতি॥
তপস্যা করিতে গেলে ভৃগুর আশ্রমে।
করিলে কঠোর তপ থাকিয়া নিয়মে॥
দেব-মানে তপ কৈলে শতেক বচ্ছর।
তপস্যাতে মাগে নিলে তুমি পুত্র বর॥
আমি বর দিল পুত্র হব তিন বার।
কহিব সে সব কথা করিয়া বিস্তার॥
পূর্ব্বকল্পে বিষ্ণু গর্ভে দ্বিতীয়ে বামন।
তৃতীয়ে শ্রীমধুপুরে দৈবকী-নন্দন॥
তুমরা দুজনে ছিলে কশ্যপ অদিতি।
তিন জন্মে তিন বার তোর গর্ভে স্থিতি॥
তেকারণে কারাগারে আমার জনম।
এখন কি বর দিব কহ দুই জন॥
গোবিন্দের মুখে কথা শুনি দুই জন।
কান্দিয়া ধরিল দুটি অভয় চরণ॥
মুক্তি না চাহিএ ভক্তি করিএ সাধন।
কৃপা করি ভক্তি বর দেহ নারায়ণ॥
ব্রহ্মা শৌনকাদি তোমা না পায় ধেয়ানে।
হেনক তুমার তনু দেখিলু নয়ানে॥
বসুদেব দৈবকীরে কাতর দেখিয়ে।
ভক্তি বর দিলা তারে ঈষত হাসিঞে॥
শুন শুন বসুদেব দৈবকী সুন্দরি।
জন্মে জন্মে পাবে আমা ভক্ত-দেহ ধরি॥
বসুদেব দৈবকীর পূর্ণ করি আশ।
নিজ মুর্ত্তি সংহার করিলা শ্রীনিবাস॥
বালক হইয়া সেই দৈবকীর কোলে।
নিজ কার্য্য বসুদেবে ডাক দিয়া বলে॥
শুন শুন মাতা পিতা আমার বচন।
কংস লাগি এত দুর আমার গমন॥
সত্বরে খণ্ডিব আমি ধরণীর ভার।
আমা লয়া চল শীঘ্র নন্দের দুয়ার॥
নন্দ-ঘরে আপনে জন্মিলা ভগবতী।
আমা রাখি তাহারে আনহ শাঘ্রগতি॥
গোবিন্দ আদেশে বলে দৈবকী সুন্দরী।
কিমতে যাইবে দ্বারে সিয়রি প্রহরী॥
হরি বলে শুন মাতা আমার বচন।
আমার কৃপাতে মুক্ত এ চৌদ্দ ভুবন॥
গোবিন্দ আজ্ঞাতে সব দ্বার মুক্ত হৈল।
যতেক রক্ষকগণ সব নিদ্রা গেল॥
অন্ধকার ঘুচিল প্রসন্ন তার মন।
হরি কোলে করি বসুদেবের গমন॥
হরি-মুখ দেখি হিয়া হইল আকুল।
কান্দিতে কান্দিতে গেল যমুনার কূল॥
যমুনার জল দেখি বসুদেব রায়।
কূলে বসি কান্দিতে লাগিলা উভরায়॥
সংপূর্ণ যমনা আর ঘন বরিষণ।
মেঘের নির্ঘাত শব্দ চমকিত মন॥
বিজুরি-ছটাতে পথ দেখএ প্রকাশ।
সৌদামিনী না রহিলে তিমির বিনাশ॥
নিবিড় আন্ধার পথ লখিতে না পারি।
কিমতে যাইব সেই গোকুল নগরী॥
কান্দিয়া বিকল বসুদেব নৃপমণি।
তা দেখিয়া হৃদয় দ্রবিল চক্রপাণি॥
ঘন বরিষণ গেলা নিবিড় আন্ধার।
হেন বেলে শৃগাল হইয়া গেল পার॥
বসুদেব তা দেখি সাহসে কৈল ভর।
যমুনার নীরে তবে নামিল সত্বর॥
হেন বেলে পারাবারে যমুনা উথলে।
পরশ করিব গিয়ে চরণ-কমলে॥
হস্ত পিছলিয়া হরি পড়িলা জলেতে।
ষোল কলা পূর্ণ হইল যমুনা নিভৃতে॥
বসুদেব কোলে পুন উঠিলেন হরি।
হারিয়েছিলাম বাপু আহা মরি মরি॥
পার হৈয়া গেল সেই গোকুল নগরে।
নন্দের দুয়ারে গেলা সুস্থির অন্তরে॥

নন্দ ঘরে যশোমতী কন্যা প্রসবিয়া।
মহাসুখে নিদ্রা যায় অচেতন হয়্যা॥
তা দেখিয়া বসুদেব আনন্দিত মনে।
হরি এড়ি কন্যা লয়্যা করিলা গমনে॥
তরাতরি যমুনা হইয়া গেলা পার।
মনের সন্তোষে গেলা সেই কারাগার॥
যেয়ে কন্যাখানি দিল দৈবকীর কোলে।
দ্বারে দ্বারে তখনি লাগিল হেন বেলে॥
লোহার শিকল হৈল বসুদেবের পায়।
হেন বেলে কন্যাখানি কান্দে উভরায়॥
সংভ্রমে চেতন পাঞে অনুচরগণ।
সত্বরে রাজার ঠাঞি করিল গমন॥
দূত বলে শুন শুন কংস নৃপবরে।
দৈবকী প্রসব কৈল সেই কারাগারে॥
দৈবকীর কোলেতে কান্দিছে কন্যাখানি।
পুত্র ভাবে কাড়িয়া লইল নৃপমণি॥
তা দেখিয়া বসুদেব কান্দে সকরুণে।
দৈবকী ধরিল কংসাসুরের চরণে॥
বারেক তুহিতা দান দেহ নরপতি।
সেবক করিয়া রাখ আপন সংহতি॥
তিলেক নাহিক দয়া রাজা কংসাসুরে।
কন্যা বধিবারে গেলা শিলার উপরে।
আছাড় মারিতে উভ কৈল কন্যাখানি।
হস্ত উপেখিয়া উর্দ্ধে রহিল ভবানী॥
অন্তরীক্ষে রহিয়া বলেন দশভুজা।
শুন শুন শুন ওরে দুষ্ট কংস রাজা॥
নিশ্চয় করিয়া জান আমার বচন।
তোর বধে কথাউ জন্মিল একজন॥
আজি হৈতে ছাড় রাজা জীবনের আশ।
কহিল নিশ্চয় শুন করিয়া বিশ্বাস॥
এত বলি নিজ স্থানে গেল ভগবতী।
কান্দিতে কান্দিতে ঘর গেলা দৈত্যপতি॥
পাটে বসি পাত্র মিত্র সংগ্রহ করিয়া।
কহিল মনের কথা বিরলে বসিয়া॥
রাজারে কাতর দেখি বলে অনুচর।
কি কারণে চিন্তা তুমি কর নৃপবর॥

পুতনা পাঠাঞে দেহ শিশু মারিবারে।
বিষ-স্তন দিয়া শিশু করুক সংহারে॥
দৈত্যের বচনে সেই পুতনা ডাকিয়া।
মনের সন্তাপ কহে কাতর হইয়া॥
কংস বলে শুন ভগ্নি আমার বচন।
দৈবী কৈলে হবে তোর নিয়ড়ে মরণ॥
না জানি করিয়া মায়া আছে কোন্ স্থানে।
ঘরে ঘরে প্রবন্ধ করহ রাত্রি-দিনে॥
বকাসুরী বলে শুন কংস নৃপমণি।
সর্ব্বথা মারিব হরি হয়্যা বিষ-স্তনী॥
বিষস্তনী হয়্যা বকাসুরীর গমন।
ঘরে ঘরে খোজ্যা বুলে সেই জনার্দ্দন॥
প্রথমে গমন কৈলা গোকুল নগরে।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেলা নন্দের দুয়ারে॥
হেন বেলে নন্দ ঘরে যশোদা সুন্দরী।
প্রসবিল পূর্ণব্রহ্ম অসুরের বৈরী॥
মহামহোৎসব হৈছে গোকুল নগরে।
নানাবিধ বাজনা বাজিছে প্রতি ঘরে॥
কেহ নানাবিধ যন্ত্র বাজায় বসিঞে।
কেহ নৃত্য গীত করে বেশ বনাইঞে॥
অতিরসে গোকুল নগর উতরোল।
কর্ণ পাতি নাহি শুনে কেহ কার বোল॥
আত্ম পর নাহি জ্ঞান রসের আবেশে।
হেন বেলে বকাসুরী প্রবেশে আবাসে॥
মায়ার কারণে হৈল স্বর্গ বিদ্যাধরী।
প্রবন্ধ করিয়া কথা কহে ধীরি ধীরি॥
চিরকাল নাহি দেখা শুন গো রোহিণী।
হয়েছে তুমার পুত্র আমি নাহি জানি॥
মায়াতে পীড়িত নন্দ সকল গোয়াল।
রূপ দেখি সভাকার হৈল মায়াজাল॥
সভাকারে অবশ দেখিয়া বকাসুরী।
বাছা বাপু বলি কোলে করিল মুরারি॥
স্তন মুখে দিলা বকাসুরের রমণী।
অনুভবে জানিলা ব্রহ্মার শিরোমণি॥
হরি মনে রাক্ষসী করিল মায়াজাল।
তে কারণে মগ্ন হৈল সকল গোয়াল॥

আমা মারিবারে বকাসুরীর গমন।
আমা মারি কংস স্থানে পাইবেক ধন।
এত অনুভাবি মনে হইয়া উল্লাস।
মায়াজাল করি আইল নন্দের আউয়াস॥
হেন বেলে নর-হরি জুড়িলা ক্রন্দন।
বাছা বলি রাক্ষসী মুখেতে দিল স্তন॥
স্তন মুখে করি মনে কৈলা ভগবান্।
চুষুকে ইহার কেনে না লই পরাণ॥
প্রথম চুষুকে বিষ করিয়া ভক্ষণ।
দ্বিতীয় চুষুকে উনমত্ত কৈল মন॥
তৃতীয় চুষুকে জুড়ি বুকে দিল টান।
চুষুক সহিতে আইসে রাক্ষসীর প্রাণ॥
বেদনা পাইয়া বলে পূতনা রাক্ষসী।
হেন পাপ শিশু কেনে কোলে কৈল আসি॥
টানাটানি করে স্তন ছাড়াবার আশে।
বেকত করিল মায়া পাইয়া তরাসে॥
ধরিল আপন মূর্ত্তি পর্ব্বত-প্রমাণ।
তা দেখিয়া হাসিতে লাগিল ভগবান্॥
পড়িল পূতনা ছয় ক্রোশ পথ জুড়ি।
তা দেখিতে গোপের বালক রড়ারড়ি॥
পূতনা-শরীরে শিশু কৈল আরোহণ।
বুক-মধ্যে দেখি তথা যশোদানন্দন॥
কৃষ্ণ দেখি গোপশিশু ধাইল সত্বরে।
আসিয়া কহিল কথা নন্দ যশোদারে॥
শুন শুন ওহে নন্দ যশোদা রোহিণী।
দেখ আসি রাক্ষসীর বুকে নীলমণি॥
বালকের সঙ্গে নন্দ করিল প্রয়াণ।
কোলে করি লঞে আইল যশোদার প্রাণ॥
গোবিন্দ করিয়া কোলে যশোদা বাউলি।
রক্ষা বান্ধি শিরে দিল চরণের ধূলি॥
করিলা গো-শত দান কনকে রচিতে।
কত অন্নদান কৈল নাহি পরিমিতে॥
জয় জয় শব্দ হৈল নন্দের আঙ্গনে।
মহামহোৎসবে রাত্রি দিন নাহি জানে॥
নন্দ আদি গোপ আর যশোদা রোহিণী।
নানা রত্ন নিছুনি করিল জাদুমণি॥
বৈদিক ব্রাহ্মণ আনি করিল অন্নদান।
রাজ-সম্ভাষণে নন্দ করিলা প্রয়াণ॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোল শকটে পূরিয়া।
মথুরার পথে রথ দিল চালাইয়া॥
সত্বরে চলিয়া গেলা সেই মধুবন।
দধি ঘৃত দিয়া কৈল রাজ-সম্ভাষণ॥
নন্দগোপ দেখি রাজা সক্রোধ হইয়া।
অন্তঃপুরে গেল নন্দে সম্মতি না দিয়া॥
রাজদ্বারে পিরিতি না পাঞে গোপজন।
কারাগারে গেলা বসুদেবের সদন॥
অন্যোন্য সম্ভাষ করি পুছিল কল্যাণ।
কহ রাজদ্বারে আজ কি পালে সম্মান॥
নন্দ বলে শুন সখা কি বলিব তোরে।
জানিয়া শুনিয়া কাজ পুছহ আমারে॥
দৈবকী বলেন শুন গোপের নৃপতি।
সংভ্রমে চলিয়া যাহ আপন বসতি॥
চিরদিনে হয়েছে তুমার পুত্রখানি।
কুশলে রাখএ তারে চণ্ডিকা ভবানী॥
বসুদেব বলে সখা শুনহ বচন।
পুত্রে অতি বিপাক পড়িছে ঘনে ঘন॥
সতত রাখিহ তারে আঁখির গোচরে।
না কর বিলম্ব শীঘ্র চলি যাহ ঘরে॥
যে বেলে আইল নন্দ আপন আলয়।
সে বেলে পূতনা-বধ কহে অনুচর॥
শুন শুন দৈত্যরাজ অবধান করি।
নন্দ-ঘরে বিপাকে মরিল বকাসুরী॥
দূতমুখে শুনি কংস পূতনা-মরণ।
অভিমানে পাটে বসি হরিল চেতন॥
ক্ষেণে কথা কয়া কংস সম্বিত পাইল।
নিজ অনুচর সব ডাকিয়া আনিল॥
হাতে ধরি সত্বরে বিদায় দিল তারে।
কোন পাকে মার সেই নন্দের কুমারে॥
রাজ আজ্ঞা পায়ে দৈত্য করিল গমন।
অলক্ষিতে গেলা সেই নন্দের ভুবন॥
হেন বেলে নন্দরাণী গৃহ-কর্ম্মে ছিল।
নিজ সুখে শ্যাম-অঙ্গে উবটন দিল॥

শকট উপরি শোয়াইয়া জাদুমণি।
বাহির বিজয় কৈল যশোদা রোহিণী॥
অসুর দেখিল যেই শূন্য হৈল ঘর।
ততক্ষণে শকটে আসিয়া কৈল ভর॥
মনে অনুভাবি কৈল দেব গদাধর।
শকট স্বরূপে দেখি কংস-অনুচর॥
আমা মারিবার আশে করিল প্রয়াণ।
আমা মারিয়া পাবে রাজার সম্মান॥
এত অভিলাষে হৈল দৈত্যের গমন।
আগে লাথি মারি কেন না করি নিধন॥
এতেক চিন্তিয়ে লাথি মারিল শকটে।
পড়িল শকটাসুর দশন নিকটে।
পদাঘাতে শকট হইল খানি খানি।
ক্ষিতিতে পড়িয়া রহিল চক্রপাণি॥
হইল নির্ঘাত শব্দ নন্দের আউসে।
চমকিত হইল রাণী ধাইল তরাসে॥
ধূলি পুছি কোলে কৈল হরিষ অন্তরে।
হরিষে বিষাদ রাতি গোকুল নগরে॥
ততক্ষণে চেতন পাইয়া যশোমতী।
আহরিলা দুই চারি ব্রজের যুবতী॥
যশোমতী বলে শুন ব্রজাঙ্গনাগণ।
শকট ভঞ্জনে রক্ষা পাইল নারায়ণ॥
না জানি কি বিধিফল লিখন কপালে।
কতেক উৎপাত হবে নন্দের গোকুলে॥
হেন বেলে ছিল কংস পাটের উপরে।
শকট-ভঞ্জন-কথা কহে অনুচরে॥
পূতনার বধ আর শকট-ভঞ্জন।
সে কথা শুনিতে কংস হৈলা অচেতন॥
ক্ষেণেক সম্বিত পাঞা বলে দৈত্যপতি।
কি উপায়ে মারি হরি কহ না যুকতি॥
সাত দিবসের বেলে পূতনা-নিধন।
ত্রয়োদশ দিনে হৈল শকট-ভঞ্জন॥
অতি শিশুকালে তেজ সহনে না যায়।
বড় হৈলে তাহারে মারিব কি উপায়॥
এতেক চিন্তিয়া তৃণাবর্ত্ত আনি ঘরে।
কংস বলে ঝাট যাহ গোকুল নগরে॥
রাজার আরতি পেঞা তৃণাবর্ত্ত শূর।
বায়ুরূপ ধরি গেল সেই ব্রজপুর॥
বিরলি হইয়া ধুলা উড়ায় আকাশে।
পালায় গোকুলবাসী পাইয়া তরাসে॥
সকল গোয়ালা বলে শুন নন্দরায়।
আইল দারুণ ঝড় কি হবে উপায়॥
ধুলি-পূর্ণ হৈল সব নগর চত্বরে।
আঁখি মেলি নাঞি যায় কেহ কার ঘরে॥
ধুলাতে পীড়িত হইয়া যশোদা সুন্দরী।
নিজ গৃহে বসি আছে পুত্র কোলে করি॥
হরি বলে তৃণাবর্ত্ত মায়ার পুতলি।
আমা রাখিবারে যশোমতীর বিকুলি॥
আমা লয়্যা মা রহিল আন্ধারিয়া কোণে।
দেখা না হইলে দূত বধিব কেমনে॥
আচম্বিতে ঘুচিল বাতাস ঝড় ধূলি।
বাহির হইয়া রাণী দেখিল গোকুলি॥
হেন বেলে মাতৃকোলে হয় বিশ্বম্ভর।
হামাগুড়ি খেলা করে ধরণী উপর॥
তা দেখিয়া তৃণাবর্ত্ত মনে মনে হাসে।
ঝড় হয়ে নিল শিশু তৃতীয় আকাশে॥
তথা হৈতে শিশু ছাড়ি দিতে কৈল মন।
মন বুঝি অসুরে ধরিল নারায়ণ॥
শূন্যাকারে বুকে বসি ফিরাইলা পাক।
অসুর ফিরয়ে যেন কুমারের চাক॥
ঘুরিয়া ঘুরিয়া পড়ে ধরণী উপরে।
পড়িয়া মরিল দূত গেল যম-ঘরে॥
তৃণাবর্ত্ত মৈল দেখি অদিতি-নন্দন।
গোবিন্দ উপরে করে পুষ্প বরিষণ॥
হেন বেলে যশোমতী পাইয়া চেতন।
ঘন ঘন বলে কোথা গেল নারায়ণ॥
কহিতে বলিতে হৈল কেবল অস্থির।
আউদড় চুলে হৈলা বাহিরে বাহির॥
মরা অসুরেরে দেখি ক্ষিতির উপর।
তাহার উপরে দেখি শ্যামল সুন্দর॥
শিশু ভাবে যশোমতী পুত্র করি কোলে।
লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিলা বয়ন-কমলে॥

শিশু কোলে করিয়া চলিয়া গেল ঘরে।
হেন বেলে দূত-বধ কহে অনুচরে॥
তৃণাবর্ত্ত মৈল শুনিয়া কংসরায়।
সর্ব্ব দৈত্য ডাক দিয়া আনিল সভায়॥
হেন বেলে তথা গর্গ মুনির আগমন।
দেখি সর্ব্বগোপে কৈল চরণ বন্দন॥
মুনি বলে শুন নন্দ আমার বচন।
থুইব ইহার নাম করি শুভক্ষণ॥
গর্গ দেখি নন্দ যশোমতী বলরাম।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া কৈল অশেষ প্রণাম॥
হেন বেলে মুনি সর্ব্ব শাস্ত্র বিচারিয়ে।
থুইতে লাগিল নাম মহাহৃষ্ট হয়ে॥
সহজে ইহার নাম দেব দামোদর।
গোবিন্দ মাধব বাসুদেব গদাধর॥
নর নারায়ণ হরি মুকুন্দ মুরারি।
রাম কৃষ্ণ অনন্ত নৃসিংহ নরহরি॥
ইহাতে অধিক নাম হইব ইহার।
ইহা হৈতে বিপাকে এড়াবে বারম্বার॥
এতেক বলিয়া হৈল মুনির গমন।
ঘরে নন্দ যশোমতী করিলা শয়ন॥
শয্যা স্থান হয়ে নন্দ বাথানে চলিল।
গৃহকর্ম্ম যশোমতী করিতে লাগিল॥
গৃহকর্ম্ম করি জলে করিলা পয়ান।
শূন্যঘরে মাটি খান প্রভু ভগবান্॥
জলের কলস থুইতে ঘরের ভিতরে।
তথা মাটি মুখেতে দেখিলা গদাধরে॥
মাটি মুছাইয়া কৈল মুখের বিচার।
তাহাতে দেখএ রাণী সকল সংসার॥
যশোমতী বলে কিবা দেখিএ মোহন।
কেবা কোথা দেখিয়াছে দিবসে স্বপন॥
শিশুর উপরে দেখি পর্ব্বত কানন।
তাহে খগ মৃগ গজ করিছে ভ্রমণ॥
দেবলোক নাগলোক গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
সকলি দেখিল সেই উদর-ভিতর॥
সর্ব্বতীর্থ দেখি আর সর্ব্ব মুনিগণ।
নিত্য নিবেশিয়ে তারা করিছে গমন॥
তথা নন্দ যশোমতী রোহিণী সুন্দরী
সেখানে বালক-রূপ দেখ নরহরি॥
গোকুল নগর দেখ কংস দৈত্যপতি।
অসংখ্য অসুর দেখি তাহার সঙ্গতি॥
উদরে দেখিল সর্ব্ব ব্রজাঙ্গনাগণ।
যমুনার তটে দেখি সেই বৃন্দাবন॥
উদরে অদ্ভুত দেখি বলে নন্দরাণী।
স্বরূপে মানুষ নহে আমার পোথানি॥
মায়ের বিশিষ্ট জ্ঞান দেখি নরহরি।
মুখ বুজি রহিলা বালক-রূপ ধরি॥
এক দিন নন্দরাণী প্রভাতে উঠিয়া।
নিজ দাসীগণ সব আনিল ডাকিয়া॥
যশোমতী বলে শুন শুন দাসীগণ।
গৃহকর্ম্ম কর আমি করিব মন্থন॥
ধরিয়া মন্থন-দণ্ড বেসালি উপরে।
অতি সুললিত জ্ঞান কঙ্কণ ঝঙ্কারে॥
দণ্ড ধরি নাচে হরি ব্রজাঙ্গনা গায়।
হাসি হাসি কৃষ্ণ দুটি দন্ত যে দেখায়॥
মন্থন সকলি সেই যশোদা রোহিণী।
ঘোল পরিহরি তোলে মধুর নবনী॥
নবনী রাখিল ঘৃত করিবার আশে।
সর্ব্ব ননী গোবিন্দ খাইল এক গ্রাসে॥
নবনী না দেখি যশোমতী কোপমন।
অক্ষেমা করিয়া কৈল কোলে নারায়ণ॥
যশোমতী বলে শুন নন্দের দুলাল।
নিত্য ননী খায় কোন্ গোপের ছাওয়াল॥
আমরা গোয়ালা জাতি দধি দুগ্ধ ধন।
ইহা লাগি গোধন রাখিএ বনে বন॥
না খাইহ ননী শুন শুন দামোদর।
দধি দুগ্ধ খাইলে কিসে দিব রাজকর॥
এত বলি ননী ঘোল সংগ্রহ করিয়া।
আলগ শিকাতে থুইল কলস পুরিয়া॥
যে কিছু নবনী ছিল ভাজন উপর।
সে নবনী ধরি কৃষ্ণ করিল সত্বর॥
যশোমতী-কোপ দেখি সে নন্দদুলাল।
গড়াগড়ি দিয়া পাতে অশেষ জঞ্জাল॥

অতি দুঃখে যশোমতী বলে ঘনে ঘন ।
উদূখলে বদ্ধ তোরে করিএ এখন ॥
এত বলি দড়ি আনি বেড়াইল পেটে ।
যত দড়ি আনে দুই অঙ্গুলি না আঁটে ॥
গোকুল নগর মধ্যে যত দড়ি ছিল ।
আনিয়া সকল দড়ি বান্ধিতে লাগিল ॥
দড়ি নাই আটিল দেখি নন্দের রমণী ।
এ শিশু মানুষ নহে মনে অনুমানি ॥
শ্রমে ঘর্ম্ম নিকলিল সর্ব্ব কলেবরে ।
তথাপি বান্ধিতে নারে কোলের কুওরে ॥
মায়ের যাতনা দেখি দেব জনার্দ্দন ।
অকপটে বন্ধন হইলা ততক্ষণ ॥
উদূখলে বান্ধিয়া গোবিন্দ দামোদর ।
কর্ম্ম অনুসারে রাণী চলিল সত্বর ॥
উদূখলে বান্ধা রহি দেব নারায়ণ ।
যমল-অর্জ্জুন মধ্যে করিলা গমন ॥
উদূখলে ঠেকে বৃক্ষ উপাড়িয়া পড়ে ।
বৃক্ষ শব্দ শুনিয়া বালক আইল রড়ে ॥
উপড়িল বৃক্ষ দেখি শিশুর গমন ।
হেন বেলে বৃক্ষ হৈতে উঠে দুই জন ॥
উঠিয়া দাণ্ডাল সেই দুই সহোদর ।
কৃষ্ণ-মুখ দেখি হৈলা পরম সুন্দর ॥
ভূমিতে পড়িয়া করে অশেষ স্তবন ।
সভাকার পর তুমি সভার জীবন ॥
ভাল হৈলা মুনিরাজ কৈলা কোপমন ।
তে কারণে নিরখিল তোমার চরণ ॥
সকল বদন যে তোমার কহে বাণী ।
সেই কর্ণ ধন্ন যে তুমার নাম শুনি ॥
সে মন সকল যে তুমার স্মৃতি করে ।
সেই মুণ্ড ধন্ন যে তুমায় নমস্কারে ॥
সেই চক্ষু ধন্ন দেখি তুমায় কিঙ্করে ।
সেই হস্ত ধন্ন যে তুমার কর্ম্ম করে ॥
এত স্তব-বাণী যবে কৈল দুই জন ।
হাসিয়া পুছিলা কথা দৈবকী-নন্দন ॥
শুন মুনি শ্রীনল কুবর নৃপতি ।
কোন্ দোষে বৃক্ষযোনি করিলে বসতি ॥
গোবিন্দের কথা শুনি কুবের-তনয় ।
কহিতে লাগিলা কার্য্য হইয়া নির্ভয় ॥
আমরা দুজনা পূর্ব্বে কুবের-কুমার ।
কাম-হত চিত্তে করি কামিনী-বিহার ॥
স্ত্রীগণ লইয়া থাকি যমুনার জলে ।
করয়ে উলঙ্গ ক্রীড়া বস্ত্র এড়ি কূলে ॥
হেন বেলে সেই পথে ঋষির গমন ।
সংভ্রম না কৈল হৈয়া কামে অচেতন ॥
তেকারণে নারদের হৈল শাপবাণী ।
অল্প দোষে কঠিন সম্পাত দিল মুনি ॥
স্থাবর হইতে আজ্ঞা শতেক বৎসর ।
উদূখলে মুক্ত হবে শুনহ উত্তর ॥
এত কালে-মুনিসম্পাত বিমোচন ।
কৃপা করি মুক্ত কৈলে দৈবকী-নন্দন ॥
হরি বলে শুন ওরে কুবের নন্দন ।
বিমানে চলিয়া যাহ আপন ভবন ॥
গোবিন্দ চরণে কোটি প্রণাম করিয়া ।
নিজ দেশে গেল শূন্য বিমানে চাপিয়া ॥
হেন বেলে নন্দ আদি সর্ব্বগোপগণ ।
যমল-অর্জ্জুনতলা করিলা গমন ॥
উপড়িল বৃক্ষ ভূমে গড়াগড়ি যায় ।
তথা মধ্যে উদূখলে বান্ধা হরিরায় ॥
সর্ব্বগোপ মিলিয়া করয়ে কানাকানি ।
বিনি ঝড়ে গাছ পড়ে অপূর্ব্ব কাহিনী ॥
শিশু বলে শুন নন্দ আমার বচন ।
উদূখলে বৃক্ষ ভঙ্গ কৈলা নারায়ণ ॥
শিশুর বচনে নন্দ ঈষৎ হাসিয়া ।
হরি কোলে করি গেলা ঘরকে চলিয়া ॥
ব্রহ্মা শিব সিদ্ধ যারে না পায় ধেয়ানে ।
সে হরি বালকরূপে নন্দের আঙ্গনে ॥
শ্রীকৃষ্ণ বিলাস-রস সর্ব্ব-পরাৎপর ।
হেন গুণে উনমত্ত শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর ॥ ৩ ॥
এক দিন নরহরি করি রড়ারড়ি ।
গাই না দুইতে বাছুর দিল ছাড়ি ॥
ভাণ্ড ছিদ্র করি দধি মুখমধ্যে দিয়ে ।
আন্ধারিয়া ঘরে ঢুকে গোপশিশু লয়ে ॥

আন্ধার ঘুচাঞে [ঘরে] দেহের কিরণে।
তাণ্ড ভাজি ননি খেঞে করিলা গমনে॥
সে বেলে যশোদা আইলা হাতে করি নড়ি।
পালাইল জাদুচাঁদ দধি দুগ্ধ ছাড়ি॥
হাতে নড়ী 'করি রাণী ধায় পিছে পিছে।
ধরিতে ধরিতে উঠে কদম্বের গাছে।
গাছের উপরে চড়ি বলে দামোদর।
না খাইব অন্ন না যাইব তোব ঘর।'
রাধা মামী বলেছে দিবেক অন্ন নীর।
শুইব মামীর কোলে খাওয়াইবে ক্ষীর॥
এত কথা শুনি যশোমতী গেল ঘর।
ঘরে যেয়ে না দেখিল রাম দামোদর॥
পুনরপি আইল নীপ কদম্বেবি মূলে।
তলে থাকি অশেষ প্রকারে প্রিয় বলে॥
শুন শুন ওরে বাছা নগরেব প্রাণ।
তলে আসি অভাগীর কর স্তন পান॥
যশোমতী বলে শুন শ্রীরাম কানাই।
হইল অনেক বেলা কিছু খাই নাই॥
যশোমতী-কথা শুনি বাম দামোদর।
গাছে হৈতে উকুডি পলে ধরিল সত্বব॥
যশোদা দুহাব মুখ কবিল চুম্বন।
অতি সুখে দুই কোলে কবিল দুজন॥
যেখানে আছেন নন্দ সভাতে বসিয়া।
সেইখানে রাম কৃষ্ণ দিলেন আসিয়া॥
পুত্র দেখি বলে নন্দ শুন সর্ব্বজন।
রাম কৃষ্ণ দুজনা আমার প্রাণ-ধন॥
নন্দ বলে শুন শুন যশোদা রোহিণী।
বিপাকে রাখিবে কত চণ্ডিকা ভবানী॥
পূতনা রাক্ষসী মৈল বিষস্তন-পানে।
আচম্বিতে শকট হইল খান খানে॥
তৃণাবর্ত্ত মৈল দেখি ঘোর দরশনে।
বিনি বাএ উপাড়িল যমল অর্জ্জুনে॥
নিতে ভালে কতেক যাইব মোর ঘরে।
নিতি নিতি আসিয়া অসুর বল করে॥
এক দিন চণ্ডিকার করিয়া অর্চ্চন।
বিদায় করিয়া যাব যমুনার বন॥

বসত করিয়া সেই যমুনার মাজ।
গরু চরাইয়া কর দিব কংসরাজ॥
ভাল ভাল করি উঠে সকল গোয়াল।
যমুনা-পুলিন মুখে চালাইল পাল॥
গৃহমধ্যে যত ছিল রজত কাঞ্চন।
ধান্য আদি করি যত ছিল শস্য-ধন॥
নেতপাট আদি যত যত বস্ত্র ছিল।
আনিয়া সকল দ্রব্য শকটে পূরিল॥
বৃন্দাবন-মুখে দিল শকট চালায়ে।
যমুনা-পুলিনে গোপ উত্তরিল গিয়ে॥
শকট রাখিল বৃন্দাবনের নিকটে।
গোধন চালায়ে দিল যমুনার তটে॥
কাষ্ঠ আহরিয়া করি ঘরের পত্তন।
সকল গোকুলবাসী আইল বৃন্দাবন॥
গোকুল শ্রীবৃন্দাবনে নন্দ মহারাজা।
আনন্দে বসত কৈল নগরিয়া প্রজা॥
নিত্য বৃন্দাবন মাঝে শ্রীরাম গোপাল।
অনুক্ষণ খেলে সঙ্গে দ্বাদশ রাখাল॥
এক দিন যমুনাব তটে ধেনু থুঞিঁ।
বট ভাণ্ডীতলে খেলে শিশুগণ লঞিঃ॥
অলক্ষিতে তা দেখিল কংস-অনুচর।
সত্বরে রাজার ঠাঞি করিল গোচর॥
শুন শুন দৈত্যরাজ করি নিবেদন।
যমল অর্জ্জুন ভঙ্গ কৈল নারায়ণ॥
বৃক্ষ-ভঙ্গ শুনি কংস নিঃশবদ হয়ে।
মরণ উদ্দেশে পাটে রহিলা বসিয়ে॥
ততক্ষণে ডাক দিয়া বৎসক অসুর।
বিরলে বসিয়াঁ কথা কহিলা প্রচুর।
রাজা বলে শুন দৈত্য আমাব বচন।
বাছুরে প্রবেশ করি মার নারায়ণ॥
বনমধ্যে রাখে গরু বালকের সঙ্গে।
বচ্ছরূপে মার তারে অতিশয় রঙ্গে॥
রাজার আরতি পাঞে বচ্ছক অসুরে।
বচ্ছরূপে সামাইল গোষ্ঠেব ভিতরে॥
অসুর আইল কৃষ্ণ জানিল ধেয়ানে।
হলধরে দেখাইল আঁখি ঠার দিঞে॥

শুন শুন শুন দাদা আমার বচন।
মারিবার তরে দৈত্য করিল গমন॥
বাছুরে মিশায়ে ছিল সেই মহাসুর।
গোবিন্দ ধরিতে দেহ ধরিল প্রচুর॥
মালসাট মারি বীর দশন বিকটে।
আঁখির নিমিষে আইল গোবিন্দ নিকটে॥
হেন বেলে গোবিন্দ অসুরের লেজ ধরি।
ফিরাই অসঙ্খ্য পাক আকাশ উপরি॥
সেথানে আছিল এক কপিত্থের বন।
তাহাতে বচ্ছকাসুর করিলা নিধন॥
পড়িল বচ্ছকাসুর দেখি দেবগণে।
গোবিন্দ উপরে কৈল পুষ্প বরিষণে॥
পড়িল বচ্ছকাসুর শুনি কংস রায়।
শীঘ্র বকাসুরে ডাকি আনিল তথায়॥
কংস বলে শুন বক আমার বচন।
সত্বরে গোকুল-পুরে বধ নারায়ণ॥
শিশু হঞে করে বেটা অসুর নিধন।
বড় হৈলে না জানিয়ে কি করে কথন॥
বক বলে মোর ডরে দেবতা না চলে।
এখনি মারিব কৃষ্ণ যমুনার কূলে॥
বকের আশ্বাসে রাজা আনন্দিত হয়ে।
রাজ-আভরণ দিল শরীর ভরিয়ে॥
রাজ-পুরস্কৃত হয়ে সেবক অসুর।
অলখিতে চলি গেলা সে গোকুল পুর॥
অতি কৃশ পক্ষ হৈল মায়ার কারণ।
অতি ধীরতর মচ্ছ করিছে ভক্ষণ॥
গোবিন্দ দেখিয়া বকাসুরের উল্লাস।
তরাতরি গেলা রাম-দামোদর-পাশ॥
গোবিন্দ নিকটে দেখি বক হরষিত।
ছোঁয় মারি মুখানি মিলিল বিপরীত॥
আসিয়ে গোবিন্দ-তনু করিল ভক্ষণ।
দ্রুত করি গিলিতে লাগিলা নারায়ণ॥
গোবিন্দ গলাতে বক ছট্‌ফট্ করে।
বদ্ধ কৈল তালু জিহ্বি উগারিতে নারে॥
অতি কষ্টে উগারিয়া পাইল সম্বিত।
হইল অসুর-তনু অতি বিপরীত॥
হইল যোজন তুল্য উচ্চ কলেবর।
যোজন প্রসর পাখা অতি মনোহর॥
অতি ঝড়ে আইসে গোবিন্দ ধরিবারে।
পাখসাট মারি উঠে আকাশ উপরে॥
তা দেখিএ গোবিন্দ বাতাসে করি ভর।
ধরিয়া আনিল বক ধরণী উপর॥
দুই হস্তে দুই ওষ্ঠ ধরি দিলা টান।
উভে উভে চিরিয়া করিল দুই খান॥
পরাণ ছাড়িলা বক যমুনা-কাননে।
জয় জয় শব্দ হৈল এ তিন ভুবনে॥
বকাসুর পড়িল শুনিয়া কংসাসুর।
বিরস হইয়ে গেল নিজ অন্তঃপুর॥
বিরলে থাকিয়ে দূতে পুছে আরবার।
কিমতে মারিল বক নন্দের কুমার॥
মহাযোদ্ধা বক বীর বিদিত ভুবনে।
বালক হইয়া তারে মারিল কেমনে॥
সত্য হৈল যত কিছু বলিলা ভবানী।
কি বুদ্ধে মারিব সেই দেব চক্রপাণি॥
মরণ চিন্তিয়া রাজা ছাড়িল নিশ্বাস।
অঘাসুরে ডাক দিয়া আনিল তার পাশ॥
কংস বলে শুন সখা আমার উত্তর।
সত্বরে গোকুলে যাঞে মার গদাধর॥
অঘাসুর বলে শুন শুন দৈত্যপতি।
বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ মারিব শীঘ্রগতি॥
রাজ আজ্ঞা পাইঞে অঘাসুর অনুচর।
অলখিত হঞে গেল বনের ভিতর॥
মায়ার কারণে অজগর সাপ হঞে।
গোকুলের বন-পথে রহিল পড়িঞে॥
হেন বেলে শিশু সঙ্গে রাম দামোদর।
ধেনু চরাইতে গেলা বনের ভিতর॥
বালকের কান্ধে ভার এ ভাত ব্যেঞ্জন।
আগে পাছে শিশু মধ্যে কমললোচন॥
ধেনু সঙ্গে সামাইলা বনের ভিতর।
সেখানে দেখিএ এক সর্প অজগর॥
মধ্যপথে আছে সর্প মুখানি মেলিঞে।
সেই পথে বৎস শিশু গেল চালাইঞে॥

উদরে প্রবেশ কৈল বচ্ছ শিশুগণ।
তা দেখিঞে মনে চিন্তা কৈল নারায়ণ॥
যদি না যাইয়ে আমি সর্পের উদরে।
সকল বালক বচ্ছ জীর্ণ জানি করে॥
এতেক চিন্তিঞে মুখে করিল প্রবেশ।
পেটে রহি কার্য্য চিন্তা করে হৃষীকেশ॥
অসুর দেখিল পেটে দেব নরহরি।
মুখ মুদি রহিল আপন মূর্ত্তি ধরি॥
উদরে থাকিয়া চিন্তা কৈল নারায়ণ।
নবদ্বারে বায়ু বন্দী কৈলা ততক্ষণ॥
পবনের গতি নাই সর্পের শরীরে।
বিপাকে পড়িয়া সাপ ছট্‌ফট্‌ করে॥
ফাটিল তালুকা সর্প তেজিল জীবন।
সেই পথে বাহির হইলা শিশুগণ॥
অঘাসুর বধ করি দেব বনমালী।
কৌতুকে বালক সঙ্গে করে নানা কেলি॥
যে ভাত বেঞ্জন ছিল গহন কাননে।
সর্ব্ব শিশু লঞা কৃষ্ণ কাবলা ভোজনে॥
অন্ন খাঞে বনে চালাইঞে দিল পাল।
ধেনু পিছে নাচে হাসে সর্ব্ব রাখআল॥
কেহ বার দেই কেহ পূরয়ে সন্ধান।
কেহ শিঙ্গা বেণু কেহ বাজায়ে নিসান॥
কেহ গাইয়ের রব করএ ঘনে ঘন।
কেহ কান্ধে করে ধাঞে নন্দের নন্দন॥
কেহ বা যমুনার তটে করে রড়ারড়ি।
কেহ বট-ভাণ্ডী তলে করে লড়ালড়ি॥
কেহ বা যমুনার জলে মন দেই লাপ।
কেহ ডালে বসি মারে আকাশিআ ঝাপ॥
কূলে বসি দেখে শিশু নিজ নিজ ছাই।
এ কূলে আকূলে কেহ মন দেই ধাই॥
কেহ কাণি ঘোড়া হৈয়া শিশু কান্ধে করে।
হেন মতে গোপ-শিশু করয়ে বেহারে॥
ধন্য কালিন্দীর কূল ধন্য বৃন্দাবন।
যেথানে বালক-বেশ ব্রহ্ম সনাতন॥
নন্দ সুনন্দ আদি শ্রীদাম সুদাম।
বসুদেব স্তোক কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলরাম॥

সুবল অর্জ্জুন দাম বালক বিশাল।
নিত্য বৃন্দাবনে এই দ্বাদশ গোপাল॥
বারটি রাখালে শিঙ্গা বেণু ধ্বনি করি।
খেলাএ বিনোদ খেলা ঠাকুর শ্রীহরি॥
চলিতে চলিতে ধেনু গেলা অতি দূরে।
সে ধেনু ফিরাতে হরি শিঙ্গা বেণু পূরে॥
মুরলীর রবে ধাই তৃণ মুখে করি।
আইল পবনবেগে ঊর্দ্ধ পুচ্ছ করি॥
ঊর্দ্ধ মুখ করি ধেনু হাম্বা রব করে।
রড়ারড়ি বচ্ছ সব ডাকিছে মায়েরে॥
শিঙ্গা বেণু বিষাণ হৈ হৈ রব শুনি।
আকাশে উঠিয়া লাগে বালকের ধ্বনি॥
গোলোকবৈভব দেখি গোকুল নগরে।
দেখিয়া ব্রহ্মার মনে উপজিল ডরে॥
ব্রহ্মলোক ছাড়ি ব্রহ্মা করিল গমন।
কৃষ্ণ জানিবারে আইলা সেই বৃন্দাবন॥
যমুনার তীরে যত বচ্ছগণ ছিল।
প্রথমে আসিয়া ব্রহ্মা সকল হরিল॥
গোপ-শিশু বলে শুন দেব গোবিন্দাই।
কোথা গেল বচ্ছগণ দেখিতে না পাই॥
বালকের কথা শুনি দেব দামোদর।
বাছুরের অন্বেষণে চলিলা সত্বর॥
বাছুর উদ্দেশে যেই চলিল গোপাল।
এথা ব্রহ্মা চুরি কৈলা সর্ব্ব রাখোআল॥
বচ্ছ শিশু না পাইয়া দেব চক্রপাণি।
ধেয়ানে জানিল ব্রহ্মা হরিল আপনি॥
হরি বলে ব্রহ্মার হয়েছে অহঙ্কার।
আজি মোর হাতে দর্প হব চুরমার॥
আমা পরীক্ষিতে হৈল ব্রহ্মার গমন।
আজি আমি দেখাইব আপন করণ॥
মনে অনুমান করি ব্রহ্মার মোহন।
আপনে বালক বচ্ছ হৈল ততক্ষণ॥
যেমন বয়সাকৃতি যার যেবা বেশ।
ততক্ষণে শরীর ধরিলা হৃষীকেশ॥
হেন মতে ব্রহ্মারে মোহিঞে গদাধরে।
অশেষ শরীর ধরি গেলা ঘরে ঘরে॥

এথা ব্রহ্মলোকে শিশু পূর্ণ বার মাস।
দেখিয়া ব্রহ্মার মনে উপজিল ত্রাস॥
দিন দুই তিন আছে বচ্ছর পুরিতে।
মনে অনুভবি মোহ পাইল নিজ চিত্তে॥
হেন বেলে বৃন্দাবনে আসি প্রজাপতি।
দেখিল বালক বচ্ছ কৃষ্ণের সঙ্গতি॥
ব্রহ্মা বলে শিশু বচ্ছ আমি হরি নিল।
সে বচ্ছ বালক এথা কেমতে আইল॥
শিশু বচ্ছ আইল কিবা আমারে ভাণ্ডিঞে।
মনে মনে গণি ব্রহ্মা চলিলা ধাইঞে॥
ব্রহ্মলোকে দেখি আছে বচ্ছ শিশুগণ।
পুনরপি আইসে গোকুল বৃন্দাবন॥
আসিয়া দেখিল শিশু আছে বৃন্দাবনে।
সশঙ্ক হইয়া ব্রহ্মা গণে মনে মনে॥
পুনরপি গেলা সেহ ধেনুব বাথানে।
দেখিল বচ্ছকগণ আছে শিশু সনে॥
ধেনু পিছে দেখি পরব্রহ্ম সনাতন।
ভাবিতে চিন্তিতে ব্রহ্মা হৈলা অচেতন॥
এক লোমকূপে কোটি ব্রহ্মার বসতি।
দেখি চমকিত হৈলা দেব প্রজাপতি॥
ব্রহ্মা বলে চারি মুখে করয়ে স্তবন।
এথা অষ্টমুখে দেখি কত শত জন॥
অষ্টমুখ শতমুখ সহস্র-বদনে।
লোমকূপে বসি স্তব করিছে যতনে॥
যে জনা সংসার জানে এক দেহ করি।
সে জনার ঠাঞি শিশু বচ্ছ চুরি করি॥
আগমে নিগমে যাঁর মহিমা না জানে।
হেন প্রভু আপনে আইলা বৃন্দাবনে॥
এত মনে করি ব্রহ্মা ভূমিতে পড়িঞা।
নঞানের জলে তনু দিল ভাসাইঞা॥
কান্দি কান্দি প্রজাপতি শিরে দিয়া হাত।
বারেক ক্ষেমহ দোষ ত্রিদশের নাথ॥
কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের তুমি অধিপতি।
তোমার মহিমা জানে কাহার শকতি॥
আপনার গুণে কৃপা কর দয়ানিধি।
না করিব হেন কর্ম্ম জনম অবধি॥

বিরাট শরীরে তুমি আদি ভগবান্।
মুঞি ক্ষুদ্র জীব সাত বিঘত প্রমাণ॥
যে জানে সে জানু আমি জানিতে নারিলুঁ।
সর্ব্ব-পরাৎপর হরি এই সীমা দিলুঁ॥
প্রণতি করিল প্রভু তোমার চরণে।
বারেক ক্ষেমহ দোষ আপনার গুণে॥
প্রজাপতি কাতব দেখিঞা নারায়ণ।
হাসিয়া হাসিয়া দিলা গাঢ় আলিঙ্গন॥
হরি বলে শুন শুন দেব প্রজাপতি।
তোমার স্মরণে মোব হইল পিরিতি॥
তুমি যে আমার আত্মা জানে জগজন।
তে কারণে কৈল আমি তোমার দমন॥
ক্ষমিল তোমার দোষ না করিহ ভয়।
সর্ব্বথা আমার তুমি জানিহ নিশ্চয়॥
নিজ গুণে কৃপা কবি দেব নারায়ণ।
যে কিছু আছিলা মায়া কৈলা সংহরণ॥
দুহ ভাই বালক হইলা তত ক্ষণে।
তা দেখিয়া প্রজাপতি হরষিত মনে॥
প্রজাপতি বলে শুন ঠাকুর গোপাল।
আনি দিনু লেহ সব বচ্ছ ছাওয়াল॥
গোকুল ভরিয়া যত বচ্ছ শিশু ছিল।
দেখিতে দেখিতে দেহে প্রবেশ করিল॥
যে বচ্ছ বালক ব্রহ্মলোকেতে আইল।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি তারা ডাকিতে লাগিল॥
শিশু বলে ক্ষুধায়ে পীড়িত কলেবর।
অন্ন খাঞে ধেনু নঞে চল যাব ঘর॥
প্রভুর মায়াতে শিশু সব পাসরিল।
বৎসরেক এক দণ্ড করিয়া মানিল॥
হেন বেলে প্রজাপতি গোবিন্দের আগে।
প্রণাম করয়ে অতিশয় অনুরাগে॥
যে বেলে গোবিন্দ ব্রহ্মা করিলা বিদায়।
হেন বেলে গোপশিশু গোধন চালায়॥
শিঙ্গা-রব বেণু আর হইল বিষাণ।
আগু ধেনু পেছু কানু করিল পয়ান॥
দিন অবসানে যাঞে গোকুল নগরে।
বৎস শিশু সমাদিল প্রতি ঘরে ঘরে॥

নিজ শিশু পাঞে সর্ব্ব ব্রজের রমণী।
আনন্দে আকুল দিবা রাত্রি নাঞি জানি॥
থাকিয়ে মায়ের কোলে বলে শিশুগণ।
স্বরূপে মানুষ নহে নন্দের নন্দন॥
কালি অঘাসুরে বধ কৈলা মহাবলে।
দেখিয়া কানুর তেজ ভয় কৈল মনে॥
বালকের কথা শুনি ব্রজের রমণী।
দুই চারি সখী মেলি করে কানাকানি॥
সর্ব্বসখী বলে শিশু কি বলে বচন।
বৎসরেক হৈল অঘাসুরের নিধন॥
হেন কথা কহে শিশু আজি কালি করি।
না জানে কি গুণ জানে বালক শ্রীহরি॥
বিসদৃশ কথা মনে করি গোপীগণ।
নিজ নিজ শিশু লঞে করিল শয়ন॥
শয়ন করিয়া কৈল পত্ত্ব্স বিহান।
সে বেলে মাতার দুগ্ধ খান ভগবান্॥
দুগ্ধ খাঞা শিঙ্গা বেণু লঞা বাম করে।
ধেনু চালাইয়া গেলা যমুনার তীরে॥
গহন কাননে শিশু দিলা চালাইয়া।
খেলায়ে বিনোদ খেলা গোপ শিশু লয়া॥
কোথায় কোকিল শব্দ করে ডালে ডাল।
সেইরূপে ধ্বনি করে গোপের ছাওয়াল॥
কোথায় বানরগণে দিয়া যায় লাফ।
সেই মত গোপশিশু ডালে দেই ঝাপ॥
কোথায় ময়ূর নাচে পেখম ধরিঞে।
সেই মতে নাচে শিশু মহামত্ত হঞে॥
কোথায় বনের ফল তুলিঞে মুরারি।
খেলায়ে বিনোদ খেলা শিশু সঙ্গে করি॥
হেন বেলে বনে বনে খেলিছে গোপাল।
সে খেলাতে ক্ষুধায়ে পীড়িত ছাওয়াল॥
গোপশিশু বলে শুন শুন নরহরি।
কিনি কিছু না খাইলে চলিতে না পারি॥
হের দেখ তালবন আপন সম্মুখে।
ধেনুক অসুর ঐ তালবন রাখে॥
ধেনুকে মারিয়া তাল করিব ভক্ষণ।
নহে কি করিব কহ যশোদা-নন্দন॥

শিশু-কথা শুনি হাসে দেব জনার্দ্দন।
মারিব ধেনুক তাল করহ ভক্ষণ॥
রস বুঝি সঙ্কর্ষণ তালে নাড়া দিল।
যত পাকা তাল ছিল সকলি পড়িল॥
রড়ারড়ি করি শিশু পাকা তাল খায়।
বসিয়া কংসের দূত দেখিবারে পায়॥
তালভঙ্গ দেখে দূত ক্রোধ উপজিল।
সেই ক্রোধে শিশুগণে কহিতে লাগিল॥
দৈত্য বলে শুন ওরে গোপের ছাওয়াল।
কার বোলে তোমরা ভাঙ্গিয়া খাও তাল॥
বড়ই দুর্ব্বার সেই কংস নৃপমণি।
শুনিলে তোমরা প্রাণ ছাড়িবা এখনি॥
ধেনুকের কথা শুনি দেব গদাধর।
চুলে ধরি আছাড়িল ধরণী উপর॥
আছাড় খাইয়া বীর উঠিল গগনে।
মুখ মেলি আইল হরি খাইবার মনে॥
তা দেখিয়া ক্রোধমন হঞে গদাধর।
পুনরপি আছাড়িল তালের উপর॥
ভাঙ্গিল অসংখ্য তাল অসুরের ভরে।
তথাপি পাপিষ্ঠ দৈত্য প্রাণে নাহি মরে॥
সম্বিত পাইয়া উঠে কংস-অনুচর।
দূরে থাকি তা দেখিলা দেব হলধর॥
লাফ দিয়া মারে বুকে এ বজ্র-চাপড়ে।
চাপড়ের ঘায়ে মুখে ধারে রক্ত পড়ে॥
ছটপট করে বীর মুখানি মেলিয়া।
পরাণ ছাড়িল গোবিন্দের মুখ চাঞা॥
হইল কৈবল্য তার কৃষ্ণ-মুখ চাঞে।
সংগ্রামে পড়িঞে গেল বিমানে চাপিঞে॥
ধেনুক মারিঞা শিশু করিলা গমনে।
হেন বেলে ধেনুক-মরণ শুনি কানে॥
কংস বলে কত দুঃখ সহিব পরাণে।
নিশ্চয় জানিল মোর হইব মরণে॥
কত কত বীর মোর হৈল ছারখার।
কেমনে মারিবে আমি নন্দের কুমার॥
যুক্তি করিবারে ডাকে সকল সেবক।
হেন বেলে ধাঞে আইল অঘের রক্ষক॥

কংস বলে কহ কহ শুরে অনুচর।
কিমতে ধেনুক মাইল নন্দের কুঙর॥
মহাবীর ধেনুক জানএ ত্রিভুবনে।
হেন জনা অবহেলে মারিল কেমনে॥
দূত বলে দৈত্যপতি করি নিবেদন।
তাল-বনে ধেনুক বিস্তর কৈল রণ॥
দুই ভাই রামকৃষ্ণ দিএে অতি রড়ে।
মারিলা ধেনুকাসুরে বজ্রের চাপড়ে॥
ধেনুক মরণে কংস ছাড়িএে নিশ্বাস।
মনে মনে চিন্তা করে আপন বিনাশ॥
হেন কালে বেলা অবসানে দামোদর।
ধেনু চালাইএগ্রা গেলা গোকুল নগর॥
গোবিন্দ দেখিয়া সেই যশোমতী রাণী।
নেতের আচলে পুছে চরণ দুখানি॥
সর খীর নবনি দিলেন খাইবারে।
আনন্দে বসিয়া মুখ নিরীক্ষণ করে॥
হরি কোলে করি রাণী রহিল শুতিএে।
সুপ্রভাত করিল গোবিন্দ-গুণ গাএে॥
হেন বেলে গোপ-শিশু করিলা গমন।
সে কালে মায়ের কোলে শোন নারায়ণ॥
গোপের বালক দেখি সেই নন্দরাণী।
মুখে জল দিয়া চিয়াইল যাদুমণি॥
যশোমতী বলে শুন শুন নন্দবালা।
তোমার নাগিয়া আইল সকল গোআলা॥
ধেনু রব করে ঘরে বাছা হামলায়।
কালি হৈতে বৎসগণ দুগ্ধ নাহি খায়॥
গোধন মেলিয়া যাহ যমুনার তীরে।
ধেনু চরাইএে দুগ্ধ খাবে আসি ঘরে॥
মায়ের বচন শুনি দেব নারায়ণ।
গোধন মেলিএগ্রা চলে যমুনা-কানন॥
করিয়ে বিবিধ খেলা যায়ে বনমালী।
খেলিতে খেলিতে গেলা যথা নাগ কালি॥
তৃষায়ে আকুল বৎস বালক সকল।
পিপাসিত হএে খাইল কালিদহের জল।
বিষ-জল খাএে শিশু হৈল অচেতন।
কূলে বসি দেখিল গোবিন্দ নারায়ণ॥

হরি বলে এইখানে অকার্য্য হইল।
কালির বসতি-যোগ্য এই স্থান ছিল॥
এই হ্রদে যেবা জীব পিব আসি পানি।
বিষ-জল খাএে প্রাণ ছাড়িব তখনি॥
এতেক চিন্তিয়া হরি গরুড় ডাকিল।
অমৃত লইয়া পক্ষ তখনি আইল॥
অমৃত সিঞ্চনে শিশু হৈল সচেতন।
কালির দমন-কার্য্য চিন্তেন মনে মন॥
কেমনে দলিব কালি কি হবে উপায়।
এতেক চিন্তিয়া হরি চারি দিগে চায়॥
এক কেলি-কদম্ব দেখিয়া সেই স্থানে।
লাফ দিএে তরুবর উঠে ততক্ষণে॥
টানিএে পিয়ল ধড়া কটিতে বান্ধিএে।
পড়িলা হ্রদের মাঝে সর্প উদ্দেশিএে॥
হ্রদে কৃষ্ণ দেখি সর্প ধরিল কামড়ে।
সে কামড় মারে তার দন্ত ভাঙ্গি পড়ে॥
ভগ্নদন্ত মুখ করি নাগের গমন।
গোচর করিল কালি নাগে ততক্ষণ॥
শুন শুন সর্পরাজ করিয়ে বিনতি।
হ্রদে পশি একজনা করয়ে দুর্গতি॥
মানুষ হইয়া করে সর্পের বিনাশ।
দেখিয়া তাহার তেজ উপজিল ত্রাস॥
তাহা সনে আমরা করিল বহু রণ।
সেই রণে সভাকার ভাঙ্গিল দশন॥
লঙ্ঘিল তোমার পুরী করি বীরদাপে।
হেন অদ্ভুত দেখিয়াছে কার বাপে॥
প্রাণ রাখ প্রাণ রাখ সর্প-অধিপতি।
মানুষের হাতে হৈল এতেক দুর্গতি॥
হেন অদ্ভুত নাহি দেখি ত্রিভুবন।
মানুষ হইয়া যুদ্ধ করে সর্প সন॥
সর্প-কথা শুনি নাগ কোপে জলে গেল।
তপ্ত তৈল-মধ্যে যেন জল ঢালি দিল॥
ক্রোধ-যুখ হৈয়া কালি আইল অতি রড়ে।
আসিএগ্রা গোবিন্দ-মুখে মারিল কামড়ে॥
সর্বস্থান বুঝি সেই মারিল কামড়।
সে কামড় মারি হরি মারিল চাপড়॥

ফণাছত্রের ঘায়ে কালি হরিল চেতন ।
চক্রবৎ হৈয়া তথা করিল ভ্রমণ ॥
হেনমতে ফণাতে উঠিলা দামোদর ।
প্রাণ লইবার কাজে হৈলা বিশ্বম্ভর ॥
অতি-ভরে নাগরাজ ছটপট করে ।
তা দেখিয়া হাসিয়া বলিলা গদাধরে ॥
ছটপট করে প্রাণ বাহিরাত্যে চায় ।
ফণাতে বসিয়া তাহা দেখে যদুরায় ॥
ফণাতে বসিঞে কৃষ্ণ মহাতেজ ধরে ।
হেন কালে শিশু কান্দে তটের উপরে ॥
শিশু বলে কোথা গেলা যশোদার প্রাণ ।
তোমা বিনে কে আর করিব পরিত্রাণ ॥
এত বলি শিশু গেলা গোকুল নগরে ।
সত্বরে গোচর কৈল নন্দ-যশোদারে ॥
শুন শুন নন্দ ঘোষ যশোদা রোহিণি ॥
কালিদহে পশি কৃষ্ণ তেজিল পরাণি ॥
শুনিঞা কালির কথা শিশুর বদনে ।
শিশু সঙ্গে সর্ব্বগোপ করিল গমনে ॥
কান্দিতে কান্দিতে গেলা যমুনার কূল ।
হরি না দেখিয়া হিয়া হইল আকুল ॥
নন্দ যশোমতী কান্দে সৎমা রোহিণী ।
বিনাঞে বিনাঞে কান্দে ব্রজের রমণী ॥
কান্দি কান্দি যশোমতী পড়ে ভূমিতলে ।
কি মতে সহিছ বাছা কালি-বিষ-জলে ॥
হ্রদের উপরে পক্ষ উড়ি নাঞি যায় ।
হেন হ্রদে আছ তুমি কি হবে উপায় ॥
এই হ্রদের কূলে ছিল যত জীবগণ ।
সর্প-নাসিকার শ্বাসে তেজিল জীবন ॥
কার বোলে এথা আসি তুমি ঝাঁপ দিলে ।
উঠিঞে সম্প্রতি কেহ না কর বিকলে ॥
তাই বলরাম দেখে কূলে দাণ্ডাইয়া ।
উঠি সম্প্রতি কেন না দেহ আসিঞা ॥
চরণের বাধা মোহ আজ দিলা কেন ।
কটি-ধটি মোহ কটি আইলাম কেন ॥
কনক-মুরলি মোহ ঈষৎ হাসিঞা ।
কেন তুমি গেলা বাছা হ্রদে [illegible] ॥

হের পরিজন দেখ সকল গোয়াল ।
উঠ বাছা সভার ঘুচুক জঞ্জাল ॥
তুমি সভাকার প্রাণ গোকুল নগরে ।
তুমা লাগি সর্ব্ব গোপ ছাড়িব শরীরে ॥
তোমা লাগি শূন্য আজি গোকুল নগরে ।
দেখা দিঞে প্রাণ রাখ দেব দামোদরে ॥
যদি না উঠিবে তুমি তটের উপর ।
আমরা স্ত্রীহত্যা দিব তুমার উপর ॥
কেহ না যাইব ঘর শুন হৃষীকেশে ।
পরাণ ছাড়িব আজি তোমার উদ্দেশে ॥
কি করিব ঘর দ্বার রজত কাঞ্চন ।
তুমি না থাকিলে হব সর্ব্ব অকারণ ॥
যশোদা বাউলি কান্দে হঞে উতরোল ।
স্তন পিঞে বারেক আমারে দেহ কোল ॥
কত কত জন্মে মহাপাতক কইলু ।
সেই পাপ-ফলে তুমা পুত্র হারাইলু ॥
আকাশে হইল বেলা তৃতীয় পহর ।
উঠে দেখ ধেনু-বৎস কূলের উপর ॥
সিকায় রহিল দেখ এ ভাত ব্যঞ্জন ।
উঠিয়া বালক সঙ্গে করহ ভোজন ॥
সাঙলি ধবলি কালি হাম্বারব করে ।
উঠিয়া সান্ত্বনা কর বালক বাছুরে ॥
গাই বাছা বিকল না দেখি তো রক্ষক ।
কূলে উঠি তা সভার দূরে কর দুখ ॥
বিষস্তনে পূতনার বধিলে জীবন ।
ধূলিপূর্ণে তৃণাবর্ত্ত করিলে নিধন ॥
বৎসক মারিল তুমি ঈষত লীলায় ।
যমুনাতে মারিলে বকাসুর মহাকায় ॥
দুষ্ট অঘাসুর তুমি করিলে নিধন ।
ধেনুক মারিঞে তাল করিলে ভক্ষণ ॥
এ সব বিপাকে রক্ষা পাইলে যাদুমণি ।
এবে কালিদহে পশি তেজিলে পরাণি ॥
সাত বৎসর আনমতে এবে নাহি পুরে ।
হেন বেলে প্রাণ দিলে হ্রদের ভিতরে ॥
সঙ্গের বালক কান্দে ধরণী লোটাঞে ।
আমরা কেমনে জীব তুমা না দেখিঞে ॥

বৃন্দাবনবাসী আদি রমণী পুরুষে ।
কুলে গড়াগড়ি দিছে তুমার হুতাশে ॥
গোকুল কাননে যত আছে গোপীগণে ।
তোমা না দেখিঞা প্রাণ ধরিব কেমনে ॥
যতেক গোবৎসগণ তোমায় মুখ চাঞে ।
অবার নঞানে কান্দে তুমা না দেখিঞে ॥
নাহি কান্দে সঙ্কর্ষণ সর্ব্বতত্ত্ব জানি ।
*   *.   *   *   * ॥
শুন শুন গোপ গোপি আমার বচন ।
এখনি উঠিব যশোদার প্রাণধন ॥
তাএর বচন শুনি কমললোচন ।
সর্প-শিরে বসি দেখা দিল ততক্ষণ ॥
ত্রিভুবনের ভর হৈল কালির মস্তকে ।
মায়া মোহ পাঞা নাগ পড়িল বিপাকে ॥
স্বামীর বিপত্তি দেখি কালির নাগিনী ।
অনিমিখে স্তব করে পড়িঞা ধরণী ॥
তুমি দেব নারায়ণ সংসারের সার ।
আমি কি বলিতে পারি মহিমা তুমার ॥
আপনে সৃজিলে আমা খল-মতি করি ।
ভাল মন্দ জ্ঞান নাহি পাইলে সংহারি ॥
ব্রত উপবাসে কত করি আরাধন ।
তে কারণে পাইলাম অভয়-চরণ ॥
ব্রহ্মা আদি করি দেব যে পদে ধেয়ায় ।
সে পদ ধরিল কালি আপন মাথায় ॥
ভাল হৈল সর্প-জন্ম হৈল মহীতলে ।
ভাল হৈল ঘর কৈল যমুনার জলে ॥
অবার নঞানে কান্দে কালির রমণী ।
কান্দিঞা কান্দিঞা ধরে চরণ দুখানি ॥
নাগিনী-ক্রন্দন শুনি দয়া উপজিল ।
কৃপা করি বিশ্বম্ভর ভয় ঘুচাইল ॥
কথোক্ষণে সর্পরাজ সম্বিত পাইঞে ।
অনুনয় স্তব করে ভূমিতে পড়িঞে ॥
কালি-নাগ-কথা শুনি বলে বনমালী ।
এখন ছাড়হ হ্রদ শুন নাগ কালি ॥
বিলম্ব না করে লোক ছাড়িল পরাণ ।
তুমার নিবাসে কারো নাহি পরিত্রাণ ॥

গোবিন্দের আজ্ঞা সর্প শ্রবণে শুনিঞে ।
নিজ নিবেদন করে ভূমিতে পড়িঞে ॥
কালি বলে শুন শুন ত্রিজগের পতি ।
নিজ নিবেদন করি কর অবগতি ॥
নিরবধি গরুড় আমারে হিংসা করে ।
তার ডরে আছি এই হ্রদের ভিতরে ॥
যথা সর্প পায় তথা করএ ভক্ষণ ।
কহিল আপন দুঃখ শুন জনার্দ্দন ॥
তবে তার সঙ্গে এক পরিমিত কৈল ।
এক মাসে এক সর্প উপহার দিল ॥
মাসে মাসে আসি সর্প করএ ভক্ষণ ।
অকস্মাৎ আমা খাইবার কৈল মন ॥
এক দিনে আইল পক্ষ আমা খাইবারে ।
ভয় পাঞে দরশন না দিল তাহারে ॥
সে দিন ফিরিঞে গেল উপহার নঞে ।
কেমতে পাইব রক্ষা চিন্তিঞে বসিঞে ॥
হেন কালে হ্রদ-কথা পড়ি গেল মনে ।
প্রবেশিল এই হ্রদে যাহার কারণে ॥
পূর্ব্বে সৌভরি মুনি তপস্বী বিশাল ।
এই হ্রদে তপস্যা করিল চিরকাল ॥
মুনি আগে এক মৎস্য নিজ শিশু নঞে ।
আনন্দিত হঞে কূলে শিশু চরাইঞে ॥
হেন বেলে এক পক্ষ সেখানে আইল ।
ছোঁহ মারি সেই মৎস্য ধরিয়া গিলিল ॥
মায়ের মরণ দেখি মৎস্য-শিশুগণ ।
বিষাদ ভাবিয়া তারা জুড়িলা ক্রন্দন ॥
মৎস্য-শিশু-রোদন শুনিঞে মুনিবর ।
দিলেন কঠোর শাপ পক্ষীর উপর ॥
আজি হৈতে যেই পক্ষ আসিব এখানে ।
জল পরশিবা মাত্রে ত্যেজিব পরাণে ॥
সেই হৈতে পক্ষ এই হ্রদে নাহিক আইসে ।
পরম আনন্দে সব জল-জন্তু বৈসে ॥
জীবন-কারণ কথা কহিল নিদান ।
কিমতে পাইব রক্ষা কহ ভগবান ॥
সর্প খাইবারে পক্ষ এথাকে আইবে ।
শুনিঞে কমলাকান্ত-বাণী হাসিঞা তোষে ॥

কহিল আপন দুঃখ শুন নারায়ণ।
অন্য স্থানে গেলে গরুড় করিব ভক্ষণ॥
কালির বচন শুনি বলে গদাধর।
না করিহ ভয় কিছু শুনহ উত্তর॥
মোর পদচিহ্ন তোর মস্তকে দেখিএে।
না খাইব সর্প সেই গরুড়ে ধরিএে॥
আনন্দে থাকহ শিরে পদচিহ্ন ধরি।
কালিকে সদয় হএে বলেন শ্রীহরি॥
কালি বলে আজি হৈতে সফল জীবন।
যুগে যুগে মস্তকে রহিল শ্রীচরণ॥
অকস্মাৎ প্রণাম করিএে শ্রীচরণে।
বিদায় করিল কালি আনন্দিত-মনে॥
হ্রদের ভিতরে ছিল যত রত্ন-ধন।
শিরে করি লএে দিল সর্ব্ব নাগগণ॥
রত্ন রাশি রাশি দেখি গোপের তরাস।
তা দেখিয়া কুবেরে ডাকিলা শ্রীনিবাস॥
কুবেরে সপিএে প্রভু সর্ব্ব রত্ন ধন।
চলিল গোকুল মুখে দেবকী-নন্দন॥
কোটি কোটি সর্প চলে ছাড়িয়া নিশ্বাস।
দেখিয়া গোপের মনে উপজিল ত্রাস॥
লোক বলে হেন কর্ম কে করিতে পারে।
স্বরূপে মানুষ নহে নন্দের কুমারে॥
গোপের বিশিষ্ট জ্ঞান দেখি নরহরি।
বসিলা মায়ের কোলে শিশুরূপ ধরি॥
যশোদা রোহিণী চিত্তে মায়া উপজিল।
হরির বিষাদে তারা কান্দিতে লাগিল॥
অনাথ করিএে কথা যাছিলে কানাঞি।
মোর ভাগ্যফলে তোমার দেখিল গোসাঞি॥
আনন্দের অশ্রু হৈল আঁখির ভিতরে।
সেচন করিল হরি নএানের জলে॥
হরি বেড়ি কান্দে সর্ব্ব গোপের রমণী।
শিশু বলে কথা ছিলে যেন চক্রপাণি॥
কতক্ষণে চেতন পাইয়া সর্ব্বজন।
হরি কোলে করি হৈলা নন্দের স্বচ্ছন্দ॥
শ্রীকৃষ্ণবিলাস-কথা সুধাপয়ঃপদ।
যেন রচে উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর॥

এক দিন মথুরাতে কংস নৃপমণি।
কালিয়-দমন-কথা লোক-মুখে শুনি॥
ত্রাসে বিস্মিত হৈয়া মনে মনে গুণে।
ডাকিয়া প্রলম্ব আনিল নিজ স্থানে॥
কংস বলে শুন দৈত্য আমার বচন।
মায়া করি মার সেই নন্দের নন্দন॥
শীঘ্র বনে মার কৃষ্ণ না করিহ হেলা।
বৃন্দাবনে মার হরি নানা করি ছলা॥
রাজার আজ্ঞাতে দৈত্য মায়া অবতারি।
বনমধ্যে রহিল মানুষ-রূপ ধরি॥
সে বেলে সেখানে সর্ব্ব শিশুর গমন।
তা দেখিয়া প্রলম্বের আনন্দিত মন॥
বট-ভাণ্ডিতলে আসি বসিলা গোপাল।
হেন বেলে দৈত্য হৈল বালক-মিশাল॥
প্রলম্বের মায়া উপলখে ভগবান্।
অসুর বধিতে করে অশেষ সন্ধান॥
হরি বলে গোপশিশু কর এক মেলা।
খেলিব গেণ্ডুআ-খেল এই ভাণ্ডিতলা॥
খেলাতে হারিব যেই গোপের নন্দন।
সকল বালক কান্ধে করে সেই জন॥
গোবিন্দের কথা শুনি কংস-অনুচর।
বালকের সঙ্গে খেলে হইএে তৎপর॥
খেলাতে হারিয়া করে অতিশয় লীলা।
কান্ধে করি বহে শিশু বট-ভাণ্ডিতলা॥
বহিয়া সকল শিশু কংস-অনুচর।
অবশেষে কান্ধে করে দেব হলধর॥
কান্ধে করি পবন হইয়া গেল দূরে।
অলখিতে তা দেখিলা দেব দামোদরে॥
মথুরার পথে বলভদ্র লয়া যায়।
হেন বেলে গোবিন্দ তাহার পাছু ধায়॥
পিছে কৃষ্ণ দেখি দৈত্য চমকিত মন।
মায়া ছাড়ি অসুর হইল ততক্ষণ॥
তিন তাল উচ্চ হৈল আঁখির নিমিষে।
তা দেখিয়া হাসিতে লাগিলা হৃষীকেশে॥
কৃষ্ণ বলেন শুন শুন বলাই সুন্দর।
প্রলম্ব আইল হএে পর্ব্বত-শিখর॥

একে বলদেব তাহে কৃষ্ণ-আজ্ঞা পাঞে।
ধরিলা প্রলম্বাসুর পর্ব্বত হইঞে॥
অতিভয়ে প্রলম্বের হইল তরাস।
মায়া করি কহে কত মধুর আশ্বাস॥
দৈত্য বলে শুন কৃষ্ণ আমার বচন।
আমাকে মারিয়া তুমি পাবে কত ধন॥
আমা হেন কত শত আছে অনুচর।
ধর্ম্ম দেখি আমা ছাড়ি দেহ গদাধর॥
তবে যদি না ছাড়িবে শুন যদুপতি।
সম বলে যুদ্ধ কর আমার সঙ্গতি॥
কথা শুনি বল কোপে বাড়িল বিশাল।
পুনরপি আসি হৈল বালক মিশাল॥
শিশু লঞা গোবিন্দ রহিলা অতি দূরে।
প্রলম্ব সহিত যুদ্ধ করে হলধরে॥
কান্ধে হৈতে নামি বলে রোহিণীকুমার।
মোর বজ্র-চড়ে যাবে যমের দুআর॥
কথা শুনি প্রলম্বে আসিয়া দিল রড়।
বলাবলি শ্রীঅঙ্গে মারিল চাপড়॥
চাপড় মারিয়া বীর বলে ধর ধর।
তা শুনিঞা ডাক দিয়া বলে গদাধর॥
কৃষ্ণ বলে শুন ওহে দেব সঙ্কর্ষণ।
মুটকির ঘায়ে দস্যু করহ নিধন॥
কথা শুনি মুটুকি মারিল বক্ষঃস্থলে।
মুটুকি-প্রহারে দৈত্য পড়ে ক্ষিতিতলে॥
মরিবার বেলে দেহ ধরিল প্রচুর।
তিন ক্রোশ জুড়ি পড়ে প্রলম্ব অসুর॥
পড়িল প্রলম্ব দেখি সর্ব্বদেবগণে।
বলারি উপরে কৈল পুষ্প বরিষণে॥
জয় জয় শব্দ হৈল এ তিন ভুবনে।
সে বেলে প্রলম্ব-বধ রাজা কংস শুনে॥
অনুচর বলে কংস কর অবধান।
প্রলম্ব আভীর-বনে তেজিল পরাণ॥
করিল অনেক যুদ্ধ বলরাম সনে।
দেখাইঞে নিজ বল তেজিল পরাণে॥
কৃষ্ণ মারিবারে কত অনুচর গেল।
একেক অর্ব্বুদ বল কেহ না বুঝিল॥
নিবেদন কৈল শুন শুন কংসরাজে।
হেন বীর পড়ে আর জীবনে কোন্ কাজে॥
পড়িল প্রলম্বাসুর দেবের উল্লাস।
শুনিঞে কংসের মনে উপজিল ত্রাস॥৯০॥

—০—

এক দিন প্রভাতে উঠিঞা নারায়ণ।
শিশু বৎস লঞে বনে করিল গমন॥
যমুনার তীরে বৎস গোধন রাখিঞে।
খেলায়ে বিনোদ খেলা গোপশিশু লঞে॥
হেন বেলে দাবাগ্নি আইসে পোড়াবারে।
দেখিয়া সকল শিশু পড়িল ফাঁফরে॥
শিশু বলে শুন শুন দেব নরহরি।
তোমা বিদ্যমানেতে আগুনে পুড়্যে মরি॥
হের দেখ দাবাগ্নি আইসে দগ্ধ করি।
সন্ধান করিয়া রাখ ঠাকুর মুরারি॥
শিশুর কাতর দেখি দয়া উপজিল।
অঞ্জলি করিয়া হরি আগুনি ভখিল॥
দাবাগ্নি ভক্ষণ করি দেব নারায়ণ।
শিশু বৎস লঞে ঘরে করিল গমন॥
দাবাগ্নি-ভক্ষণ-কথা শুনে কংসরায়।
তরাসে আনিল সব দৈত্য আগিনায়॥
কংস বলে শুন দৈত্য অপূর্ব্ব কথন।
দাবাগ্নি ভক্ষণ কৈল নন্দের নন্দন॥
বালক হইয়া করে দেবের করণ।
মারে মারে সর্ব্ব দৈত্য করিল নিধন॥
আপন মরণ রাজা অন্তরে জানিঞা।
নিশবদ হয়্যা ঘরে রহিল বসিয়া॥৯০॥

—০—

হেন বেলে বিকালেতে ব্রজবধূগণ।
জল আনিবারে ঘাটে করিল গমন॥
বস্ত্র-অলঙ্কার এড়ি নিরাতঙ্ক-মুলে।
খেলায়ে বিবিধ খেলা যমুনার জলে॥
তার পাছে একাকী চলিলা নারায়ণ।
গোপিকার বস্ত্র দেখি হরষিত মন॥
হরিলা গোপীর বস্ত্র অতি কুতূহলে।
লুকাইঞা রহিলা যেই কদম্বের ডালে॥

জলকেলি করি তটে উঠে কন্যাগণ।
ঘাটে বস্ত্র না দেখিয়া হরিল চেতন॥
গোপবধূ বলে আজি হইল অকাজ।
কিমতে যাইব আজি গোপের সমাজ॥
এত কাল ক্রীড়া করি যমুনার নীরে।
আজি কেন বস্ত্র অভরণ নিল চোরে॥
পাটে রাজা কংসাসুর যেন যমরাজ।
চোর পাইলে তাহার করএ অপমান॥
জলে রহি অধোমুখী হয়্যা ব্রজাঙ্গনা।
বস্ত্র অলঙ্কার লাগি পাইছে যাতনা॥
অতি ভয়ে বিষাদিত গোপকন্যা সকলে।
কদম্বের ছায়া দেখি যমুনার জলে॥
তাহার উপরে দেখে নন্দের নন্দন।
ঘড়ার পুত্র হএ্যে কেনে হেন কর মন॥
দেহ বস্ত্র অলঙ্কার যাই নিজ ঘরে।
না দিলে গোহারি যাব নন্দের দুয়ারে॥
চোর-বাদ কঠিন শুনহ নারায়ণ।
সাধুবাদ রাখি দেহ বস্ত্র অভরণ॥
কংসরাজা শোনে যদি চোরের কাহিনী।
আগে ধন লেই তবে পিছে লেই প্রাণী॥
কংস নাম শুনি সেই যশোদা-নন্দন।
ঈষত হাসিয়া বলে মধুর বচন॥
কি কারণে যাবে সেই কংসের সমাজ।
মোর ঠাঞি বস্ত্র নএ্যা সিদ্ধ কর কাজ॥
হের দেখ বস্ত্র আছে কদম্বের ডালে।
পর বস্ত্র অলঙ্কার ডাঙাইঞা কূলে॥
জলে রহি বস্ত্র মাগ কিসের কারণ।
কূলে না উঠিলে না পাইবে অভরণ॥
কৃষ্ণ বলে ব্রজবধূ শুনহ উত্তর।
কি করিতে পারে তোর কংস নৃপবর॥
অকারণে কেনে যাবে মথুরা নগর।
মোর ঠাঞি বস্ত্র নএ্যা সুখে যাহ ঘর॥
বিবস্ত্রে কেমন কর যমুনার জল।
এত বেলা অবধি ব্রত করিলে বিফল॥
ব্রজবধূ নারায়ণ বোলে বচন।
জলে থাকি বস্ত্র করহ মার্জন॥

যদি বা বস্ত্র ব্রত করিবারে চাহ।
কূলে উঠি নিজ বস্ত্র অলঙ্কার লেহ॥
গোবিন্দ-বচনে গোপী লাজে অধোমুখী।
নিশবদে রহিল অন্তরে হয়্যা দুখী॥
শীতে কম্পবান্ তনু জলে স্থির নহে।
কৃষ্ণ-কথা না রাখিলে প্রাণ নাঞি রহে॥
জলে রহি ব্রজাঙ্গনা অনুমান করি।
জল তেজি উঠিলা গোবিন্দ বরাবরি॥
যৌবন উপরে আচ্ছাদিয়া কলেবর।
আর হস্ত দিলা হৃদি-মধ্যের উপর॥
এ ভাবে একত্র হৈয়া সর্ব্ব গোপীগণ।
বস্ত্র অভরণ নিতে করিল গমন॥
গোপিকার অঙ্গ দেখি হাসে নারায়ণ।
সরস করিয়া বলে লেহ অভরণ॥
করযোড় করি দোষ খণ্ড আপনার।
অহঙ্কারে নাহি পাবে বস্ত্র অলঙ্কার॥
আর কন মতে নাহি দিব অভরণ।
নহে পুনরপি জলে করহ গমন॥
গোবিন্দের কথা শুনি ব্রজের যুবতি।
করযোড়ে বিবিধ বচনে করে স্তুতি॥
দেখিয়া সকল অঙ্গ ঈষত হাসিয়া।
গোপীর সান্ত্বনা কৈল অভরণ দিয়া॥
যেন গোপনারী তেন যশোদা-নন্দন।
তেন যমুনার জল তেন বৃন্দাবন॥
জলক্রীড়া করি হরি গোপীগণ সঞে।
আয়াস ঘুচিল জল-বিহার করিএ্যে॥
সোনার কলসী করি কাখের উপর।
কৃষ্ণ-মুখ হেরি গোপী গেল নিজ ঘর॥
অপরূপ কথা বস্ত্রহরণ-বিহার।
কৌতুকে করিল রস নন্দের কুমার॥
এক দিন প্রভাতে উঠিয়া নরহরি।
যমুনা-পুলিন খেলা শিশু সঙ্গে করি॥
ধেনু চালাইয়া শিশু ক্ষুধায় আকুল।
না পারে চলিতে পথে করে টলবল॥
শিশু বলে রাম-কৃষ্ণ করি নিবেদন।
ক্ষুধায় শরীর দহে করাহ ভোজন॥

শিশুর বচনে যদি অবনত হঞে।
দেখে অঙ্গিরাঃ যজ্ঞ চিত্ত নিবেশিএঃ॥
শ্রীদাম সুদাম ডাকি বলিছে গোপাল।
অন্ন আন যাঞে অঙ্গিরার যজ্ঞশাল॥
কৃষ্ণ-আজ্ঞা পাঞা শিশু গেলা ততক্ষণ।
মাগিল মুনির ঠাঞি এ ভাত-ব্যঞ্জন॥
যজ্ঞ-অপ্রাপ্য শুনি কুপিল ব্রাহ্মণ।
পুছিল কাহার কার্য্যে করিলে গমন॥
শ্রীদাম সুদাম বলে শুন মুনিবর।
অন্ন মাগি পাঠাইল রাম গদাধর॥
মুনি বলে যজ্ঞ কৈলু বিষ্ণু-আরাধনে।
প্রথমে আহুতি দিব গোপের নন্দনে॥
অন্ন না পাইঞা শিশু গেল কৃষ্ণস্থানে।
কহিল না দিল অন্ন সর্ব্বমুনিগণে॥
কথা শুনি শিশুরে বলিলা হৃষীকেশে।
পুনরপি যাহ যজ্ঞ-পত্নীর সম্ভাষে॥
মোর নামে অন্ন লয়া আসিবে সত্বঃ।
যদি খিধা আছে তবে যাহ শিশুবর॥
গোবিন্দের আজ্ঞা পাঞে শ্রীদাম সুদাম।
যজ্ঞ-পত্নী স্থানে যাঞে কৈল হরিনাম॥
হরিনাম শুনিতে সে বিপ্রকন্যাগণ।
পুরিলা সোনার থালে এ ভাত ব্যঞ্জন॥
হেন বেলে অন্ন লঞে সর্ব্বকন্যাগণে।
চলিলা গোবিন্দ স্থানে কুঞ্জর-গমনে॥
তা দেখিয়া যজ্ঞ ছাড়ি আইলা সব মুনি।
হাতে ধরি রহাইল সকল ব্রাহ্মণী॥
ভর্ত্সি কপাটে খুঞে বিপ্রকন্যাগণ।
পুন যজ্ঞশাল [সবে] করিল গমন॥
হেন বেলে তথা এক বিপ্রকন্যা মৈল।
সেই ছলে সর্ব্বকন্যা অন্ন লঞে গেল॥
সত্বরে আইলা যথা ছিলা চক্রপাণি।
সেখানে দেখিল সেই মোহিণ ব্রাহ্মণী॥
যজ্ঞ-পত্নী বলে কন্যা মইল যজ্ঞশালে।
সে নারী কেমতে আইল এতেক সকালে॥
অতি অদ্ভুত দেখ বিপ্র-কন্যাগণে।
অনিমিখে দেখে সেই অরুণ-চরণে॥
নিবিড় ভজন দেখি বিপ্র-কন্যাগণে।
ঈষত হাসিয়া কিছু বলে নারায়ণে॥
হরি বলে বিপ্রকন্যা শুনহ বচন।
কি কারণে এত দূর করিলে গমন॥
কুলবধূ হঞে কৈলে এতেক সাহস।
ধরণীতে রাখিলে আপন অপযশ॥
প্রতিব্রতা-ধর্ম্ম কেনে কৈলে ছারখার।
কুলবতী হঞে কৈলে কুলের খাখার॥
অতি-মূঢ় দুঃশীল দুর্ভাগা হয়ে পতি।
তথাপি আসক্তি করি তাহার সঙ্গতি॥
তোমরা মুনির নারী পতিব্রতা-নীত।
হেন কর্ম্ম করিয়া কেমনে পাইবে প্রীত॥
না থাইব অন্ন যাহ নিজ ঘরে।
ঘরে যাঞে নিজ স্বামী সেবহ তৎপরে॥
স্মরণে কীর্ত্তনে আমা পাইবে যেমতে।
তেমত না পাবে আমা রহিলে সাক্ষাতে॥
গোবিন্দের কথা শুনি মুনির ব্রাহ্মণী।
কান্দিতে কান্দিতে বলে শুন চক্রপাণি॥
নহিল যে পতি পুত্র সেহ মোর ভাল।
অনিমিখে আঁখি ভরি তোমারে দেখিল॥
মরিয়া না মৈলে নাহি যাব নিজ ঘরে।
দেহ ধরি তোমা ছাড়ি যাব কোথাকারে॥
অঝর নয়ানে কান্দে বিপ্র-কন্যাগণে।
তা দেখিয়া কৈল হরি না কর রোদনে॥
পাইবে সতত আমা ভজনের গুণে।
মোর নাম লয়া ঘরে করহ গমনে॥
যথা তুমি তথা আমি ইথে নাহি আন।
দৃঢ় মন করি ঘর করহ পয়াণ॥
সান্ত্বনা করিহ সর্ব্ব মুনির নন্দনে।
সংপূর্ণ করিহ যজ্ঞ মোর আরাধনে॥
শ্রীমুখের কথা শুনি বিপ্র-কন্যাগণ।
বিদায় করিয়া গেলা আপন ভুবন॥
যজ্ঞশালে যাঞে [করে] মুনিকে প্রণতি।
আজ্ঞা কর কি কাজ করিব নিজ প্রতি॥
মুনিগণ বলে কন্যা কি করিব আর।
মোরে কৃপা না করিলা শ্রীনন্দকুমার॥

আরাধি তোমাকে বিধি হৈয়া অনুকূলে ।
হাতের উপরে বিধি আনি দিল ছলে ॥
ভারাবতারণে হরি করিলা গমন ।
ইহা জানিয়া যজ্ঞ কৈল আরাধন ॥
হইল জনম ব্যর্থ এই মহীতলে ।
আঁখি ভরি না দেখিনু নন্দের দুলালে ॥
আরাধি হইব সিদ্ধ সকল করণ ।
যদি শ্রীদামেরে দিথুঁ এ ভাত ব্যঞ্জন ॥
এবে কি করিব কহ বিপ্র-কন্যাগণ ।
কি কার্য্য করিলে পাব অভয়-চরণ ॥
বিপ্র-কন্যা বলে শুন কর অবগতি ।
বিষ্ণু-আরাধনে যজ্ঞে দেহ পূর্ণাহুতি ॥
হরি-আরাধনে যজ্ঞে করি সমাধান ।
তপস্যা করিতে মুনি করিল প্রয়াণ ॥ ● ॥

—০—

এক দিন নন্দঘোষ প্রভাতে উঠিয়া ।
সুনন্দাদি সর্ব্ব গোপ আনিল ডাকিয়া ॥
নন্দ বলে শুন গোপ কর অবগতি ।
চির দিন পূজা নাহি করি সুরপতি ॥
চল চল সর্ব্বগোপ একত্র হইয়া ।
করিব ইন্দ্রের পূজা উপহার দিঞা ॥
ঘোষণা ফিরাহ সর্ব্ব গোকুল নগরে ।
দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোল আন ভারে ভারে ॥
চলিলা সুনন্দ নন্দ ইন্দ্র পূজিবারে ।
তা দেখিয়া হাসিয়া পুছিলা গদাধরে ॥
কাহার উৎসব আজি কহ না আমারে ।
কনথানে পূজা সজ্জা করিবে কাহারে ॥
কৃষ্ণ-কথা শুনি বলে সুনন্দ গোআল ।
দেখিয়া শুনিয়া কথা সুধাহ গোপাল ॥
আমরা গোআলা জাতি ধেনু রাখি বনে ।
তৃণ হৈলে ভাল যত্নে পুষিবে গোধনে ॥
বিনি বৃষ্টে ঘাস নহে শুন দামোদর ।
বরিষণ করে সেই দেব পুরন্দর ॥
করিলে ইন্দ্রের পূজা শস্যক সময়ে ।
পূজা নিলে সুবৎসরে বৃষ্টি হয়ে ॥

হরি বলে শুন গোপ আমার কাহিনী ।
কভু না জানি শুনি ইন্দ্র বরিষয় পানি ॥
কথা বৃন্দাবন কথা আছে পুরন্দর ।
উদ্দেশে করিছ পূজা বনের ভিতর ॥
মোর বোলে পূজা কর গিরি গোবর্দ্ধনে ।
কেবল সজীব গিরি দেখিব সে দিনে ॥
গোবিন্দ-বচন শুনি সকল গোআল ।
ভাল ভাল করিঞে চালাঞে দিল পাল ॥
সর্ব্ব গোপ বলে নন্দ কর অবধানে ।
দিব গোবর্দ্ধনে পূজা কানুর বচনে ॥
একে গোপজাতি আর গোবিন্দের মায়া ।
করএ পর্ব্বত পূজা বাসব লঙ্ঘিয়া ॥
বিবিধ নৈবেদ্য দেখি দেব গদাধর ।
প্রবেশ করিলা গোবর্দ্ধনের ভিতর ॥
পূজা করে সর্ব্বগোপ চিত্ত নিবেশিঞে ।
পূজার দ্রব্য খায় হরি পর্ব্বতে মিশাঞে ॥
গোপ বলে শুন শুন ব্রজের ঈশ্বর ।
সাক্ষাতে নৈবেদ্য নাহি খায় পুরন্দর ॥
ভাল পূজা গোকুলে হইল এত কালে ।
কথা শুনি নন্দঘোষ ভাল ভাল বলে ॥
হাসিয়া চলিলা হরি গোকুল নগরে ।
ভাঙ্গিয়া ইন্দ্রের পূজা বনের ভিতরে ॥
অমরাতে থাকিয়া জানিলা পুরন্দর ।
মখ-ভঙ্গ কৈল মোর নন্দের কুঙর ॥
খাইল সকল দ্রব্য গোয়ালা জাতিঞে ।
দেবের অধিক হৈল গোকুলে রহিঞে ॥
সর্ব্বকাল পূজা মোর আছে শরৎকালে ।
এত কালে পূজা ভঙ্গ করএ গোয়ালে ॥
মখ-ভঙ্গ দেখি ইন্দ্র সক্রোধ হইঞা ।
মেঘ-সম্বলিত বাউ আনে ডাক দিয়া ॥
ইন্দ্র বলে শুন মেঘ আমার উত্তর ।
আবর্ত্ত সম্বর্ত্ত মেঘ দ্রোণ যে পুষ্কর ॥
সঙ্গতি করিয়া নিল উনপঞ্চাশ পবন ।
গোকুল নগর-পথে করহ গমন ॥
শিলা-বরিষণ কর গোকুল নগরে ।
দেখি কি উপায়ে রাখে নন্দের কুঙরে ॥

চল চল মেঘ বাড়ি করিয়া তর্জ্জন ।
গোপের উপরে কর ঝড় বরিষণ ॥
হেন মতে আদেশিয়া দেব পুরন্দর ।
ঐরাবতে ডাক দিঞা আনিল সত্বর ॥
ইন্দ্র বলে শুন গজ আমার বচন ।
স্বগণ সঙ্গতি করি চল বৃন্দাবন ॥
চলিলা পবন মেঘ ইন্দ্রের আশ্বাসে ।
পবন প্রবেশিল আসি গোকুলের পাশে ॥
বনে বাড়ি থুয়া মেঘ করিল গমন ।
গগনমণ্ডলে আসি দিল দরশন ॥
প্রসরিল মেঘ সব আকাশ উপরে ।
দিনে অন্ধকার হৈল গোকুল নগরে ॥
মেঘে মিশাইঞা উনপঞ্চাশ পবন ।
অতি বেগে করে ঝড় শিলা বরিষণ ॥
মেঘ-শব্দ নির্ঘাত পবন ঝঙ্কারিল ।
অতি বেগে ফেলে তারা সুদারুণ শিল ॥
শিলা-বরিষণ আর মেঘের ঝন্‌ঝনা ।
ঘরে বসি ব্রজবাসী পাইছে যাতনা ॥
হেন বেলে গোয়ালার পড়ি গেল মনে ।
করিলু শিখরি-পূজা কানুর বচনে ॥
সেই ক্রোধে বিবাদে লাগিলা দেবগণ ।
পরিত্রাণ কর প্রভু কমল-লোচন ॥
কভু নাঞি দেখি হেন ঝড় বরিষণ ।
তুমা বিদ্যমানে মজে নিত্য বৃন্দাবন ॥
দিবারাত্রি নাহি জানি পড়িল প্রমাদ ।
পবন সংহতি মেঘ ছাড়ে সিংহনাদ ॥
বজ্রাঘাত হএ সব দিগ্ দিগন্তর ।
মুষল-ধারাতে বৃষ্টি হয়ে নিরন্তর ॥
ধারার আটপে ক্ষিতি মিলাইয়ে যায় ।
ভাসি যায় বৃন্দাবন কূল নাহি পায় ॥
বৃন্দাবনমধ্যে যত জীব-জন্তু বৈসে ।
শীতে কম্পবান্ হঞা পড়িল তরাসে ॥
কোপে ইন্দ্র বরিষয়ে গোপের উপরে ।
মখ-ভঙ্গ মনে করি দয়া নাহি করে ॥
গোপ বলে ইন্দ্রপূজা করিল বারণ ।
সেকারণে দেবরাজ হৈল কোপমন ॥
তুমার বচনে ইন্দ্র-মখ ভঙ্গ কৈলু ।
তুমার বচনে গোবর্দ্ধনে পূজা দিলু ॥
সেই কোপে করে ইন্দ্র ঝড় বরিষণ ।
এখন আপনে রাখ দেব নারায়ণ ॥
হের দেখ বৎস গাভী শীতে কম্প হঞা ।
বাছা কোলে করি আছে তুমা পানে চাঞা ।
গোকুলে প্রমাদ দেখি দেব দামোদর ।
ইন্দ্র-অমর্য্যাদা হেতু চিন্তিল অন্তর ॥
বুদ্ধি নাহি ইন্দ্র করে আমা সনে বাদ ।
আজি আমি না খণ্ডিব তার অপরাধ ॥
এত বলি সংভ্রমে উঠিয়া নরহরি ।
নখে বিদারণ কৈলা গোবর্দ্ধন গিরি ॥
শিখর-উপরে উঠে চূড়ে দিল টান ।
নখ-রেখ-চিহ্নে গিরি হৈলা দুইখান ॥
রহিল অর্দ্ধেক গিরি ধরণী মিশাঞা ।
উপরে রহিল অর্দ্ধ ছত্রাকার হঞা ॥
ব্রজবাসী রক্ষার কারণে গদাধর ।
ধরিল পর্ব্বত-কটি অঙ্গুলি উপর ॥
পর্ব্বতের মাঝে রহি বলে ভগবান্ ।
শিশু বৎস লঞা এথা করহ পয়ান ॥
পর্ব্বত পড়িব বলি না করিহ ভয় ।
দেবরূপী গিরিবর পড়িবার নয় ॥
গোবিন্দের বোলে গোপ পর্ব্বতে আসিঞা ।
ধেনু-বৎস লঞা সুখে রহিলা বসিঞা ॥
উপরে ছত্তর হেন হেঠে কাচ চাল ।
হেন স্থলে বসিয়া রহিলা রাখআল ॥
বাছা-সম্বলিত ধেনু রহিল বসিয়া ।
শিশু কোলে করি নারী নিদ্রা যায় শুঞা ॥
সর্ব্ব জীব-জন্তু দেখি পর্ব্বত মাঝারে ।
পর্ব্বতের চূড়ে ইন্দ্র উঠিলা সত্বরে ॥
ঐরাবতে চড়িঞা পর্ব্বতে দিলা ঘা ।
অতি কোপে বজ্রে ছিড়ি পাষাণ-শিখর ॥
একে আনন্দের ভয় আর বজ্রাঘাত ।
তবু না খসিল তথা তৃণের যে পাত ॥
বরিষয়ে বাসব মুষল-ধারা করি ।
রাখিলা গোকুল হরি গোবর্দ্ধন ধরি ॥

সাত দিন বৃষ্টি হৈল পর্ব্বত-শিখরে ।
সুখে জীব-জন্তু আছে পর্ব্বত মাঝারে ॥
লাখে লাখে গোপ-গোপী লাখে লাখে ধেনু ।
পর্ব্বত ধারণ কৈলা সভে একা কানু ॥
অঙ্গুলি ঠেকনে ধরি পর্ব্বত-শিখর ।
হেন জনা সনে বাদ করে পুরন্দর ॥
সাত দিন নব রাত্রি বরিষণ করি ।
অবসাদ পাইল সেই অসুরের বৈরী ॥
হেন বেলে সর্ব্বগোপ যুক্তি কৈল সার ।
পর্ব্বত পড়িলে কারো নাহিক নিস্তার ॥
সর্ব্বগোপ মেলি দেহ লড়ির ঠেকনে ।
খানি এক অবসর দেহ নারায়ণে ॥
যেই লড়ি দিয়া গোপ পর্ব্বত ধরিল ।
দেখিয়া গোবিন্দ কিছু তার ছাড়ি দিল ॥
পর্ব্বত চাপনে গোপ প্রাণ নাহি ধড়ে ।
অতিভরে মুখে হৈতে ধারে রক্ত পড়ে ॥
ভয় দেখি সর্ব্বগোপ পাইল তরাস ।
তা দেখি গোবিন্দ মনে উপজিল হাস ॥
রাখ কৃষ্ণ বলি ডাকে সকল গোআলা ।
প্রাণদান দেহ বাপু শুন নন্দবালা ॥
গোপগণে কাতর দেখিয়া নারায়ণ ।
অঙ্গুলি ঠেকনে গিরি করিলা ধারণ ॥
সম্বিৎ পাইঞা গোপ নঞা দুর্ব্বা ধান ।
শিরে হস্ত দিয়া কৈল গোবিন্দ-কল্যাণ ॥
গোপ বলে শুন হে ব্রহ্মার শিরোমণি ।
তোমার কৃপাতে দেহে রহিল পরাণি ॥
তোমার প্রসাদে রক্ষা পাইল ধেনুগণ ।
নিশ্চয়ে জানিল তুমি ব্রহ্ম সনাতন ॥
অতিবৃষ্টে দেবরাজ বুঝি নিজ বল ।
বলিতে নারিয়া মনে হইল বিকল ॥
হেন বেলে মেঘ বাউ একত্র মেলি করি ।
কান্দিয়া ইন্দ্রের ঠাঞি করিল গোহারি ॥
শুন শুন শুন ওহে দেব পুরন্দর ।
ধরাণে মানুষ নহে নন্দের কুঙর ॥
সাত দিন শিলাবৃষ্টি করিল গোকুলে ।
পর্ব্বত ধরিয়া রক্ষা করিল গোপালে ॥

হেন জন সনে বাদ কর পুরন্দর ।
কন মতে জিনিতে নারিনু গদাধর ॥
বাম হাতে ধরে গিরি সহস্র শিখরে ।
জিনিতে নারিনু হরি বলিনু তুমারে ॥
নাহি জল নাহি বল শুন সুরেশ্বরে ।
মেঘ-মুখে কথা শুনি দেব পুরন্দরে ॥
চিন্তিয়া বিচার কৈল আপন অন্তরে ।
পরব্রহ্ম নারায়ণ নন্দের মন্দিরে ॥
বালকের রূপ হরি নন্দের মন্দিরে ।
আপনা খাইয়া না জানিনু অহঙ্কারে ॥
ভারাবতারণে হরি দেব চক্রপাণি ।
দৈবকী-উদরে জন্ম আছে দেববাণী ॥
এত বলি মেলানি করিয়া মেঘগণে ।
কৃষ্ণ-দরশনে ইন্দ্র করিলা গমনে ॥
সূর্য্যের উদয় নাহি ঝড় বরিষণ ।
দেখি আনন্দিত সর্ব্ব গোপ-গোপীগণ ॥
গোপ বলে শুন কৃষ্ণ নন্দের কুমার ।
বড়ই বিপাকে তুমি করিলে উদ্ধার ॥
এবে কি করিব কহ যশোদাতনয় ।
তোমার প্রসাদে লোক হইল নির্ভয় ॥
চন্দ্র-সূর্য্য উদয় হইল দিবা রাতি ।
আজ্ঞা কর দেখি যাঞে আপন বসতি ॥
কৃষ্ণ বলে শুন শুন নন্দ মহাশয় ।
সত্বরে দেখিয়া আইস আপন আলয় ॥
পুরী যদি তোমাদের আছএ নির্ম্মাণ ।
তবে ধেনু বাছা লয়া করিবে গমন ॥
আসিয়া দেখিল পুরী অশেষ বিশেষে ।
এত ঝড়ে বৃক্ষের পাত নাহি খসে ॥
পুরী দেখি নন্দ বলে শুনহ শ্রীহরি ।
তোমার প্রসাদে আছে সুস্থ সর্ব্বপুরী ॥
তোর পুণ্যে নাহি খসে বৃক্ষের যে পাত ।
তুমি প্রাণ তুমি ধন তুমি পুত্র তাত ॥
নন্দ-স্তব শুনি হরি মনে মনে হাসি ।
শীঘ্রগতি বাহির করিলা ব্রজবাসী ॥
শিশু বৎস লয়া গোপ করিল গমন ।
এথা গিরিবর ছাড়ে দেব জনার্দ্দন ॥

গোবর্দ্ধন ছাড়িয়া বসিলা জগন্নাথ।
হেন বেলে আইলা ইন্দ্র জোড় করি হাথ॥
ইন্দ্র দেখি কুশল পুছেন নারায়ণ।
কহ কি কারণে এথা করিলা গমন॥
ইন্দ্র বলে শুন প্রভু সংসারের সার।
আমি কি বলিতে পারি মহিমা তুমার॥
তোমার প্রসাদে প্রভু ইন্দ্র-পদ খ্যাতি।
তুমার প্রসাদে পুরী সে অমরাবতী॥
তুমার প্রসাদে শচী আমার ঘরণী।
তোমার মহিমা গুণ আমি কিবা জানি॥
কত কত জন্মে হর-গৌরী আরাধিয়া।
দেখিলু তুমার তনু নয়ান ভরিঞা॥
বাসবের স্তব শুনি দেব নারায়ণ।
অঙ্গ ভরি দিল ইন্দ্রে গাঢ় আলিঙ্গন॥
গোবিন্দে প্রণাম করি কশ্যপ-তনয়।
চলিলা অমরাবতী হইয়া নির্ভয়॥*॥

—০—

এক দিন নন্দঘোষ বাহির হইয়া।
যমুনা-সিনানে গেলা দ্বাদশী পাইয়া॥
রাক্ষসী বেলাতে স্নানে গেলা নন্দঘোষ।
বরুণের দূতে আসি দেখিল মানুষ॥
ধরিয়া লইল নন্দ অতি কোপমনে।
সত্বরে দিলেক নঞা বরুণের স্থানে॥
নন্দ দেখি জলপতি হরষিত মনে।
করিল প্রণাম কোটি নন্দের চরণে॥
জলপতি বলে নন্দ করি নিবেদন।
তোর ঘরে আপনে আছেন নারায়ণ॥
পাদপদ্ম না দেখিয়া হয়্যাছি হতাশ।
তে কারণে তোমারে আনিল নিজ পাশ॥
বরুণে রাখিলা নন্দ গোবিন্দ কারণে।
জলে নন্দ না দেখিয়া শিশুর সদনে॥
শিশু বলে শুন কৃষ্ণ যশোদা রোহিণি।
যমুনার জলে নন্দ ফেলিল পরাণি॥
পিতার মরণ শুনি রাম দামোদর।
[illegible]॥

জলে খোজ না পাইয়া ব্রজের ঈশ্বর।
সংভ্রমে চলিয়া গেলা বরুণের ঘর॥
গোবিন্দ দেখিয়া জলপতি হরষিত।
অসংখ্য প্রণাম কৈল পড়িয়া ভূমিত॥
গোকুলে আসিয়া তুমি কৈলে অবতার।
তুমা না দেখিয়া দুঃখ হইল আমার॥
কিমতে দেখিব তুমা মনেতে চিন্তিয়া।
জলে হৈতে নন্দঘোষ আনিল ধরিয়া॥
সফল জনম হৈল তোমা দরশনে।
পিতা লয়্যা গমন করহ বৃন্দাবনে॥
নন্দ উদ্ধারিলা হরি যমুনার জলে।
ঘরে আসি দুহাঁ নমস্কারি একু বেলে॥
হরি কোলে করি পুছে যশোদা রোহিণী।
কেমতে আনিলে পিতা কহ চক্রপাণি॥
নন্দ বলে শুন রাণি আমার বচন।
স্বরূপে মানুষ নহে তোমার নন্দন॥
দ্বিতীয় প্রহর বেলে যমুনার জলে।
স্নান সন্ধ্যা করি আমি অতি কুতূহলে॥
হেন বেলে আসিয়া বরুণের অনুচর।
আমা লয়্যা দিল শীঘ্র বরুণ গোচর॥
আমা দেখি জলপতি আনন্দিত হয়্যা।
করিল প্রণাম কোটি ভূমিতে পড়িয়া॥
হেন বেলে তথা গেল রাম দামোদর।
তারে কৃপা করি আমা আনিল সত্বর॥
গোবিন্দের কথা শুনি নন্দের বদনে।
আপনাকে আপুনি কৃতার্থ করি মানে॥
নন্দ বলে যশোমতি শুনহ বচন।
সত্য করি জান গর্গ মুনির বচন॥*॥

—০—

[illegible] গৌরাঙ্গ যেন [illegible] ।
[illegible] রূপ হইল আদি [illegible]॥
[illegible] রূপ [illegible]।
[illegible] নীল নব [illegible]॥
[illegible]।
[illegible]॥

পূর্ণিমার চন্দ্র জিনি শ্রীমুখের শোভা ।
অম্বুজ ভ্রমে কত অলি করে লোভা ॥
নাসা-স্থলে গজমতি অতি নিরমল ।
রত্নের কুণ্ডল কর্ণে অধিক উজ্জ্বল ॥
কটি পীত বসন জিনিঞা সৌদামিনী ।
তাহার উপরে শোভে সোনার কিঙ্কিণী ॥
বিচিত্র মঞ্জীর শোভে চরণ উপরে ।
অপরূপ ধ্বনি করে সোনার ঝঙ্কারে ॥
চূড়ার উপরে শোভে সোনার শিকলি ।
নব ঘন মেঘে যেন পড়িছে বিজুরি ॥
অপরূপ বেশ বনাইঞে নারায়ণ ।
হাতে বাঁশী করিঞা চলিলা বৃন্দাবন ॥
সেই বৃন্দাবনে নানাজাতি ফল ফুল ।
তাহাতে নিভৃত স্থল যমুনার কূল ॥
তটের উপরে গাছ অতি মনোহর ।
আম্র নারিকেল কলা গুবাক সুন্দর ॥
মাধবী মালতী যূথী জাতি তরু-লতা ।
তুলসী তমাল মেঘ-বর্ণ যার পাতা ॥
আঙলি কাঞ্চন ধাত্রী মল্লিকা সেহালি ।
কুন্দলতা গুঞ্জালতা পলাশ শিহলি ॥
কদম্বের গাছ তলা অতি মণিময় ।
যার তলে নিত্য বৃন্দাবনের উদয় ॥
মন্দ মন্দ পবন তথা বহে নিরন্তর ।
সূর্য্য মন্দ কিরণে উদিত মনোহর ॥
পূর্ণচন্দ্র অনুক্ষণ উদয় সেখানে ।
হেন স্থানে খেলা লীলা করে নারায়ণে ॥
তরুমূলে বসি মুরলীতে দিল সান ।
ধ্বনি শুনি কুলবতী না ধরে পরাণ ॥
জানিল গোবিন্দ বংশী বৃন্দাবনে পুরে ।
বেগ-চিত্তে চলিলা বাঁশীর অনুসারে ॥
কেহ ঘরে পতি সঙ্গে আছিল শুতিয়া ।
কেহ দাস-বেশ করে দর্পণ ধরিয়া ॥
কেহ পূর্ব্বে ছিল নিজ বেশ বনাইয়া ।
* * * * * ॥
কেহ বেশ করিবারে হইল বিকল ।
কেহ মুরলীর রব হইল চঞ্চল ॥

গোবিন্দে আসক্ত চিত্ত বাহ্য নাহি জানে ।
ললাটে কাজল কেহ সিন্দুর নয়ানে ॥
বাহুর কঙ্কণ কেহ চরণে পরিল ।
* * * * * ॥
মকর কুণ্ডল কারো অধ শ্রুতিমূলে ।
অলক তিলক কারো অর্দ্ধেক কপালে ॥
হেনমতে ব্যতিক্রমে বেশ বনাইঞে ।
কুঞ্জর-গমনে গোপী চলিল ধাইঞে ॥
ঘরে হৈতে গেলা গোপী পবন-গমনে ।
আসিয়া দেখিলা গোপী সেই বৃন্দাবনে ॥
গোবিন্দের মুখ হেরি চিত্ত কম্পিত হইয়া ।
অনিমিখ করপুটে রহিল দাণ্ডাঞা ॥
কামে হতচিত্ত গোপী মুখে নাঞি বাণী ।
অনুভবি জানিলা ব্রহ্মার শিরোমণি ॥
গোপীর নিবিড় ভক্তি দেখি মহাশয় ।
কহিতে লাগিলা কিছু হইয়া নির্দ্দয় ॥
কৃষ্ণ বলে শুন গোপি আমার বচন ।
কেমন সাহসে এথা করিলে গমন ॥
নিবিড় আন্ধার রাতি না করিলে ভয়ে ।
এতেক সাহস কুলবতী নাঞি করে ॥
না কর সাহস শুন আমার বচন ।
ঘরে যাঞে নিজ পতি কর সম্ভাষণ ॥
দুঃশীল দুর্ভাগ্য যদি হয়ে নিজ পতি ।
তথাপি আসক্তি করে তাহার সংহতি ॥
প্রতিব্রতা সম ধর্ম্ম নাঞিখ সংসারে ।
মোর বোল শুনিঞা চলিয়া যাহ ঘরে ॥
আপন মন্দিরে যাহ শুনহ যুবতি ।
হেন জনা সনে নহে আমার পিরিতি ॥
শ্রীমুখের কথা শুনি বলে গোপীগণ ।
কোন দোষে নিগ্রহ করহ নারায়ণ ॥
তিয়াগিল পতি-পুত্র শুন চক্রপাণি ।
তোমার লাগিয়া প্রাণ ছাড়িব এখনি ॥
গোপীর নিবিড় ভক্তি দেখি নারায়ণ ।
অঙ্গ ভরি ব্রজাঙ্গনে দিল আলিঙ্গন ॥
করিলা বিবিধ রস গোপিকার সনে ।
রতির আলসে রাত্রি দিন নাহি জানে ॥

অতিরঙ্গে রসাবেশে অনঙ্গযুক্ত কলেবর।
ব্রজাঙ্গনা সঙ্গে ক্রীড়া করে গদাধর ॥
যত গোপী তত কৃষ্ণ হয়্যা বৃন্দাবনে।
করএ বিবিধ ক্রীড়া গোপিকার সনে ॥
হেন বেলে রসাবেশে দেব নারায়ণ।
এক গোপী লঞা দূরে করিল গমন ॥
শত শত গোপিনী রহিল রসভরে।
লইয়া অনেক গোপী কৃষ্ণ গেলা দূরে ॥
বিবিধ বিনোদ রস করি তার সনে।
মন বুঝিবারে মায়া কৈল তার সনে ॥
হেন বেলে সে গোপিনী মনে হেন কবি।
আমা বিনা অন্য জনা না জানে মুরারি ॥
মদে মত্ত হৈয়া গোপী বলে গদাধরে।
চলিতে না পারি লেহ কান্ধের উপরে ॥
নিকুঞ্জে বসিয়া গোপী বলে প্রিয়-বাণী।
কথা শুনি মনে মনে হাসে চক্রপাণি ॥
গোপী-মন জানিবারে গোবিন্দ বসিল।
কান্ধে চড়িবার আসে গোপিনী আইল ॥
কান্ধে আরোহণ যেই করিব গোপিনী।
হেন বেলে অন্তর্দ্ধান হৈল চক্রপাণি ॥
কৃষ্ণ না দেখিয়া হৈলা কাতর পরাণি।
একাকী রোদন করে লোটাএ ধরণী ॥
ধরণী লোটাএ কান্দে ধুলাএ ধূসরে।
কান্দিতে কান্দিতে গোপী হাহাকার করে ॥
হাথে নিধি দিয়া বিধি বিড়ম্বিল মোরে।
মনের বিয়োগ-কথা কহিব কাহারে ॥
কুবুদ্ধি লাগিল কিবা বিধাতা বঞ্চিল।
তেকারণে গোবিন্দেরে হেন বোল বৈল ॥
হরি হরি প্রাণ মোর আছয়ে শরীরে।
কোথা গেলে পাব আমি মনের কুমারে ॥
গোপী বলে সভারে বঞ্চিল আমি নারী।
তেকারণে আমা পরিহরি নরহরি ॥
করুণায় সে গোপিনী হইল অচেতন।
হেন বেলে তথা গেলা সর্ব্ব গোপীগণ ॥
একলি গোপীর কথা শুনি ব্রজাঙ্গনা।
হা-কান্ত কান্তবলে কান্দে করিয়া করুণা ॥

হাহা প্রাণনাথ কথা গেলা নরহরি।
তোমা না দেখিয়া প্রাণ ধরিতে না পারি ॥
অনুক্ষণ গোপিকার আন নাহি মনে।
হরি অন্বেষণ করি বুলে বনে বনে ॥
গাছে গাছে পুছে গোপী হইয়া ব্যাকুল।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি গোপী হইল আকুল ॥
কথোক দূরে তুলসী দেখিয়া গোপীগণ।
আপনে কি দেখিয়াছ দেব জনার্দ্দন ॥
শুন শুন যাতি যুথি মল্লিকা মালতি।
তোমরা দেখিয়া থাক দেব শ্রীরপতি ॥
শ্বেত রক্ত করবী চাম্প নাগেশ্বর।
তুমরা দেখিয়া থাক দেব দামোদর ॥
শ্রমে অচেতন গোপী বুলে বনে বনে।
একে একে প্রশ্ন কৈল সর্ব্ব তরুগণে ॥
কারো ঠাঞে না পাঞে গোবিন্দ অন্বেষণ।
বনমধ্যে করে যত কৃষ্ণের করণ ॥
স্তনে বিষ মাখে কেহ হৈল বকাসুরী।
চুম্বক মারিয়া কেহ তাহাকে সংহারি ॥
তৃণাবর্ত্ত হৈয়া কেহ হইল বাতাস।
কৃষ্ণ হৈয়্যা কেহ তার করিল বিনাশ ॥
কেহ বকাসুর হৈল যমুনার নীরে।
কেহ কৃষ্ণ হৈয়্যা ওষ্ঠ করিল বিদারে ॥
কালি নাগ হৈয়া কেহ কামড় মারিল।
কৃষ্ণ হৈয়া কেহ তার ফণাতে বসিল ॥
নিরর্থক বাসনা করএ গোপীগণ।
করিয়া শ্রীকৃষ্ণলীলা না রহে জীবন ॥
পুনরপি বিরহ-আনল-তাপ হৈল।
হা কৃষ্ণ বলি গোপী কান্দিতে লাগিল ॥
হেন বেলে নিশা ভোরে স্বর্গ-বিদ্যাধরী।
রক্তের প্রদীপ জ্বালি পুজে মাহেশ্বরী ॥
দূরে রহি দেখে কাত্যায়নীর অর্চ্চন।
মন করি তথাকারে করিল গমন ॥
পূজিল দেবীর পূজা বিদ্যাধরী আগে।
কৃপা কর কাত্যায়নি শরণ চরণে ॥
সেহ কৃষ্ণ-নাম-লেখি করি পূজিলে।
জন্মে জন্মে দাসী হৈয়া থাকিব তোমার ॥

ধূপ ধুনা সংযোগে জ্বালিয়া দিল বাতি।
বিবিধ নৈবেদ্যে পূজে দেবী ভগবতী॥
পূজাতে সন্তোষ হৈয়া পর্ব্বত-নন্দিনী।
কৃপা করি বলে শুন ব্রজের রমণি॥
পাইবে গোবিন্দ মোর পূজার কারণে।
পুনরপি খোজ কর এই বৃন্দাবনে॥
পুনরপি ব্রজাঙ্গনা বনেতে প্রবেশি।
পাতে পাতে খোজ করে তরুমূলে বসি॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া হরি দেখিতে না পায়।
পুনরপি ব্রজাঙ্গনা কান্দে উভরায়॥
গোপী বলে কথা গেলে পাব নরহরি।
তোমা না দেখিয়া প্রাণ ধরিতে না পারি॥
যখন গোবিন্দ মুরলীতে দেই গান।
পশু মুরছিত ঝরে নীরস পাষাণ॥
যখন মুরলী হরি তরুমূলে পূরে।
ধ্বনি শুনি গোপী সব রহিতে না পারে॥
কি করিব কোথা যাব কি বুদ্ধি করিব।
কোন দেশে গেলে তুয়া দেখিবারে পাব॥
তোমা না দেখিএ যদি দণ্ড দুই চারি।
কত শত যুগ গেল হেন মনে করি॥
হা কৃষ্ণ বলিয়া গোপী পড়ে খিতিতলে।
হেন বেলে গোবিন্দ দেখিল তরুমূলে॥
কৃষ্ণ দেখি চেতন পাইল গোপীগণ।
মইল শরীরে যেন সঞ্চরে জীবন॥
সত্বরে চলিয়া গেলা যথা দামোদর।
স্তব করে ভূমেতে পড়িয়া দামোদর॥
প্রণাম করিয়া বলে শুন ভগবান্।
জানু মতে খণ্ডিলে সভার অভিমান॥
সকল ছাড়িয়া যেন তোমা করি সার।
তেন গোপীগণে দুঃখ দেহ বারবার॥
না বাইব বলে শুন শুন চক্রপাণি।
তোমার উদ্দেশে প্রাণ ছাড়িব এখনি॥
গোপীর বিষাদ দেখি দৈবকী-নন্দন।
অভিনব আনন্দেতে হইলা মগন॥
হইলা আনন্দ-রস গোপিকার সনে।
রস পরকাশি করে রসের আস্বাদনে॥

যত গোপী তত কৃষ্ণ হৈয়া একুই বেলে।
করএ পরম রস শ্রীরাসমণ্ডলে॥
একেক তরুর মূলে একেক অবলা।
নীলগিরি বেড়ি যেন কনকের মালা॥
কানু মরকত রাই যেন হেমমণি।
যেন নব ঘন-মাঝে স্থির সৌদামিনী॥
যুথারাম নাম হরি বিদিত সংসারে।
হেন কৃষ্ণ গোপী সনে আদিরস করে॥
অতি-রসে অবশ শরীর সভাকার।
উথলিল মদন সমরে নাহি পার॥
কানড় কুসুম সম শ্যাম-কলেবর।
কনক-পুতলি রাই অতি মনোহর॥
শ্যাম তমাল রাই সোনার পুতলি।
নিবিড় আন্ধারে যেন পড়িছে বিজুলি॥
দুই দিগে গোপী মধ্যে মধ্যে নারায়ণ।
বাহু বাহু জুড়ি রাস-মণ্ডলী শোভন॥
একটি মুরলী-রন্ধ্র দুই জনে বাজায়।
কানু স্তুতি করি ধনি বহু গুণ গায়॥
কন গোপী বসাইল গোবিন্দের স্বরে।
অন্যোন্যে প্রশংসা করে কেহো নমস্কারে॥
দেখিয়া শ্রীরাস-রস সর্ব্ব দেবগণে।
তরু-লতা হৈয়া তারা করিলা গমনে॥
পশু পক্ষী আদি করি আনন্দিত চিত্তে।
আন তরু আন বন ফুল ফুলিতে॥
অতি সুখে নাচে শিখী ধরিয়া পেখম।
শারি শুক ডালে বৈসে বলে নারায়ণ॥
নব কুসুমিত তরু নব বৃন্দাবন।
নব নব ব্রজবধূ নব নারায়ণ॥
নব নব পল্লব নীরস তরুবরে।
নবীন মধুপ তাহে রসনা ঝঙ্কারে॥
নবীন কোকিল ডালে বসি করে ধ্বনি।
নবীন কপোত-শব্দ সুমধুর শুনি॥
অতি অপরূপ রূপ রাস পরকাশে।
তাহে অতি অপরূপ গোপীর সম্ভাষে॥
অতএ গোবিন্দ গোপী ইথে নাহি আন।
ইহাতে অশেষ শাস্ত্র আছয়ে প্রমাণ॥

মনস্তরে অবশ হইল গোপনারী।
অন্তরে জানিলা তাহা ঠাকুর মুরারি॥
জলকেলি করিবারে করিলা পয়ান।
গোপী সনে জলকেলি করে ভগবান্॥
জল-কেলি কৈল হরি ব্রজ-বধূ মেঞে।
ঘুচিল নিদাঘ জল-বিহার করিঞে॥
তটে উঠে গোপীরে বলিল নারায়ণ।
মোরে হৃদে করি ঘর করহ গমন॥
আসিহ যখন বংশী পূরি তরুমূলে।
এখন আপন ঘর যাহ কুতূহলে॥
গোবিন্দের আজ্ঞা পাঞে ব্রজ-রমণী।
নিশা যোরে ঘর গেলা কেহ নাঞি জানি॥
শয়ন করিল ঘরে পতি-পুত্র সয়ে।
সুপ্রভাত করিল গোবিন্দ-গুণ গাঞে॥০॥

—০—

এক দিন পাটে বসি কংস নৃপবর।
ইন্দ্র-মখ-ভঙ্গ শুনি কাঁপিল অন্তর॥
কংস বলে দৈত্যগণ শুন মন দিয়া।
গোবর্দ্ধন পূজা করে ইন্দ্রকে লঙ্ঘিয়া॥
গোবর্দ্ধন ধরে কড়ি অঙ্গুলি-ঠেকনে।
এত বলবন্ত শত্রু হৈল বৃন্দাবনে॥
রাজা বলে শুন শুন সর্ব্ব দৈত্যগণ।
কি উপায়ে মারি সেই নন্দের নন্দন॥
অনুচর বলে শুন কংস মহাশয়।
অরিষ্ট ডাকিয়া আন আপন আলয়॥
অনুচর বচন শুনিয়া দৈত্যবরে।
সত্বরে অরিষ্ট ডাকি নিল নিজ ঘরে॥
রাজা বলে শুন হে অরিষ্ট মহাশয়।
বিপরীত কর্ম্ম করে নন্দের তনয়॥
তাহারে মারিতে কারো নহিল শকতি।
সত্য হৈল যে বলিলা দেবী ভগবতী॥
ছা(?) প্রেতের বেলে তারে নারিনু মারিতে।
যত্ন নিকট মোর জানিলাম চিতে॥
বড় বড় বীর আছে যত্নতে বসিয়া।
আমি [illegible] তুমি [illegible]॥

কাতর হইয়া বলি রাজা এত বৈল।
হাসিয়া অরিষ্ট তারে প্রত্যুত্তর দিল॥
চিন্তা না করিহ শুন কংস মহারাজ।
গোকুলে মারিব হরি কত বড় কাজ॥
আমি সব থাকিতে পাঠাহ অন্য জনে।
মারিতে না পারে তারা যোঝে অকারণে॥
এত বলি বন্দনা করিয়ে দৈত্যেশ্বর।
গোবিন্দ মারিতে যায়ে গোকুল নগর॥
ধরিল বিশেষ রূপ শ্যামল বরণ।
দুই শৃঙ্গ শিরোপর অতি বিলক্ষণ॥
ছাড়িয়া চামর জিনি পুচ্ছ শোভা করে।
পিঠের উপরে ঝুট অতি মনোহরে॥
অতি উচ্চ বেশ হৈল পাতি মায়াজাল।
দেখি কম্পবান্ হৈল সকল গোয়াল॥
বিপরীত শব্দ নাদে উভ করি কান।
খুরের আঘাতে ক্ষিতি করে খান খান॥
তিন তাল উচ্চ হৈল মায়ার কারণে।
মাথা নাড়ি লাফসাট মারে ঘনে ঘনে
গোপ বলে শুন কৃষ্ণ বলাই সুন্দর।
এত কালে নষ্ট হৈল গোকুল নগর॥
শিশুরে কাতর দেখি বলে নরহরি।
মরিতে আইল দৈত্য মায়ারূপ ধরি॥
অসুর দেখিয়া সেই দেব দামোদর।
লম্ফ দিঞে উঠে তার পৃষ্ঠের উপর॥
উপাড়িয়া দুই শৃঙ্গ বাম হাতে করি।
লাফ দিঞা পড়িলা শিশুর বরাবরি॥
শৃঙ্গ হৈতে রক্ত পড়ে কমলে কমলে।
তথাপি আইসে কৃষ্ণ মারিবার আগে॥
আসিয়া মারিল ঢেলা তার কলেবরে।
ঢেলা মারি গোবিন্দ তাহার কেশ ধরে॥
পেকে ধরি আকাশে ফিরাঞে আনিয়া।
আছাড় মারিল শিলা প্রাঙ্গণ উপর॥
আছাড় মারিলা দৈত্য-না নিজ যত বাণী।
ছট্ ফট্ করি প্রাণ ছাড়িল তখনি॥
দেব দেবে আনন্দ [illegible]॥
[illegible] করে নির্ভয় হইঞে॥

শুন শুন শুন উগ্রসেনের নন্দন।
মহারণে অরিষ্টের হইল মরণ॥
অরিষ্টের মরণ শুনি কংসরায়।
পাটে বসি কান্দিতে লাগিল উভরায়॥
আপন মরণ রাজা চিন্তে মনে মনে।
শোকাকুল হৈয়া পড়িয়াছে অচেতনে॥
হেন বেলে সেখানে আইল মুনিরাজ।
নারদ দেখিয়া হৈল দৈত্যের সমাজ॥
চেতন পাইল রাজা দেখি মুনিবর।
অসংখ্য প্রণাম করে হৈয়া তৎপর॥
কংস বলে মহামুনি করি নিবেদন।
নিরন্তর কৈল মোরে নন্দের নন্দন॥
শুনিঞা রাজার কথা বলে মুনিবর।
যখন বলিল তোরে নহিলি তৎপর॥
এখন বাড়িলা হরি গোকুল নগরে।
এবে কি করিবে কথা কহ না আমারে॥
নারদের মুখে কথা শুনি নিপবর।
ডাক দিয়া পাত্র-মিত্র আনিল সত্বর॥
বসুদেব দেবকী আনিল ডাক দিয়া।
অতি তিরস্কার করে ক্রোধাবেশ হৈয়া॥
কংস বলে নিজ পুত্র থুঞা নন্দাগারে।
যশোদার কন্যা আনি ভাণ্ডিলে আমারে॥
মুনি-মুখে শুনি আমি এ সব উত্তর।
আজি মোর খড়্গে যাহ শমনের ঘর॥
এত বলি দুজনার চিকুরে ধরিয়া।
তাহার খাণ্ডা নিল বাহির করিয়া॥
কাটিতে তুলিল খড়্গ সেই দৈত্যবরে।
হেন বেলে নিষেধ করিল মুনিবরে॥
মুনি বলে শুন রাজা আমার যুগতি।
যে তুমার শত্রু তারে মার শীঘ্রগতি॥
মুনির বচনে রাজা ক্রোধ সম্বরিয়া।
কারাগার-ঘরে দোহে রাখিল বান্ধিঞা॥
হেন বেলে কেশী দৈত্য আছিল সেখানে।
তারে পরিহাস কৈল সর্ব্ব দৈত্যগণে॥
কংসের বচন শুনি সে কেশী অসুর।
রাজার সাক্ষাতে মুষ্টি ধরিল প্রচুর॥

চলিল অসুর কেশী গোকুল নগরে।
কম্পবান বসুমতী যার পদ-ভরে॥
অতি তেজে আস্তে বীর যেন বিঞে ঝড়।
আসিঞা কৃষ্ণের বুকে মারিল চাপড়॥
চাপড় মারিঞা হরি মারে মালসাট।
দেউল বেহারে যেন লাগিল কপাট॥
নিজ করে মুটুকি বান্ধিয়া গদাধর।
বজ্র মুটুকি মাইল কেশীর উপর॥
চুলে ধরি আকাশে ফিরাঞে দিল ছাড়ি।
পড়িল কংসের দূত যায় গড়াগড়ি॥
ভূমেতে পড়িবা মাত্র ধরি ভগবান্।
পাথরে মুখানি ঘষি লইলা পরাণ॥
কেশীর নিধন শুনি কংস নিপবর।
কৃষ্ণ মারিবারে ব্যোম পাঠায় সত্বর॥
যমুনাতে জলক্রীড়া করে দামোদর।
আসিয়া মিলিল ব্যোম শিশুর ভিতর॥
বিরে বিরে খেলা করে হয়্যা অলখিতে।
চুরি করে শিশু লঞে থুঞে এক ভিতে॥
পর্ব্বতের গুহামধ্যে শিশুগণ থুঞে।
সত্বরে খেলার স্থানে আইল ধাইঞে॥
লঘুতর বালক দেখিয়া নরহরি।
ধ্যানেতে জানিল ব্যোম শিশু করে চুরি॥
গুহার ভিতরে গেল দেব নারায়ণ।
কৃষ্ণ দেখি গোপশিশু হৈল সচেতন॥
ব্যোম নিজ মূর্ত্তি ধরে মায়ার কারণে।
করএ মুটুকি-যুদ্ধ গোবিন্দের সনে॥
মল্ল ছান্দে বস্তে হরি তা[হা]র শরীরে।
লইলা ব্যোমের প্রাণ মুটুকি-প্রহারে॥
হেন বেলে গোপশিশু বাহির হইয়া।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি তারা আইল ধাইয়া॥
দূত-মুখে শুনি কংস ব্যোমের মরণ।
ত্রাস মোহ পাঞে রাজা জুড়িল ক্রন্দন॥
অচেতন হৈল কংস দৈত্যের সমাজ।
হেন বেলে সেখানে আইলা মুনিরাজ॥
নারদ দেখিয়া রাজা হৈয়া সচেতন।
সংভ্রমে উঠিয়া কৈল চরণ বন্দন॥

মুনি বলে দেখি আজ্ঞা কেমন বিপরীত।
আজি কেমন দেখি তোর উনমত্ত চিত্ত ॥
কংস বলে শুন মুনি মোর নিবেদন।
গোকুলে মইল মোর সব দৈত্যগণ ॥
নন্দ-ঘরে রহি কৃষ্ণ করে বলিহারি।
হেন রাম-কৃষ্ণ আমি কি উপাএ মারি ॥
কহ কহ মুনিরাজ পড়হু চরণে।
কি উপাএ হেথাকে আনিব দুই জনে ॥
রাজাকে কাতর দেখি বলে মুনিবর।
অক্রুরে পাঠাএে দেহ গোকুল নগর ॥
ধনুর্দ্ধর যজ্ঞ করি ফিরাহ ঘোষণ।
তা দেখিতে এখানে আসিব নারায়ণ ॥
মুনির চরণে কংস প্রণাম করিয়া।
অন্তঃপুরে অক্রুরে আনিল ডাক দিয়া ॥
করে ধরি বলে উগ্রসেনের নন্দন।
আপনার গুণে মোর রাখহ জীবন ॥
শুন শুন পাত্রবর বচন আমার।
মায়া করি আন হেথা নন্দের কুমার ॥
বিলম্ব না কর শুন শফল্কের সুত।
দিনে দিনে কৃষ্ণের শুনিএ অদভুত ॥
রাজ-আজ্ঞা পাইয়া কহে শফল্কতনয়।
অচিরে আনিব হরি শুন মহাশয় ॥
পাত্র-কথা শুনি কংস হরষিত মন।
শরীর ভরিয়া দিল রাজ-আভরণ ॥
নানাবিধি আভরণ নানাবিধি বস্ত্রে।
উত্তম তুরঙ্গ দিল নানাবিধি অস্ত্রে ॥
রাজ-আভরণ পাএে সেই পাত্রবর।
রাজ-পরিচ্ছদে যাএ আপনার ঘর ॥
ঘরে যাএে সেই রাজ-আভরণ থুয়া।
নয়ানের জলে তনু দিল ভাসাইয়া ॥
কৃষ্ণ-দরশন আশে বাড়িল আরতি।
অন্তর নয়নে কান্দে লোটাইয়া ক্ষিতি ॥
পরম পাতকী আমি অসুর-নন্দন।
হেন পাপী কিমতে পাইব নারায়ণ ॥
বড় ভাগ্যে কংসে মোরে দিলেক আরতি।
কত ভাগ্যে মোর ব্রজের বসতি ॥

যে দিন হইব মোর কৃষ্ণ দরশন।
সে দিন সফল করি মানিব জীবন ॥
ভাল হৈল নিশতি আরতি দিল মোরে।
দেখিব পরম ব্রহ্ম নন্দের দুয়ারে ॥
এত বলি হরিষ-বিষাদ পাত্রবর।
শুভ ক্ষণে যাত্রা কৈল বেদের গোচর ॥
রাজারে সাজন করে নানা পরকারে।
কৃষ্ণ ভেটিবারে লেই নানা উপহারে ॥
আনন্দের রাতি পোহাইতে নাঞি জানে।
এক দণ্ড মানে এক যুগের সমানে ॥
কৃষ্ণ-পরিচয়-রস বাড়িল আরতি।
কত অনুমান করে ভর্চ্ছিয়া যে রাতি ॥
অনিবার পাপ রাত্রি পুহাইতে নাঞি।
কত পুণ্যে দেখিবারে পাইব কানাঞি ॥
সে হরি পরম ব্রহ্ম বেদ অগোচর।
মুঞি হীনজাতি পাপ মানুষ পামর ॥
ইহাতে দেখিতে পাব না বুঝি লক্ষণ।
শুভ কার্য্যে বিঘ্ন পড়এ মনে মন ॥
হেন মতে উঠি বসি পুহাইল রাতি।
প্রভাতে চলিয়া যায় পাত্র মহামতি ॥
রাজ-পরিচ্ছদে যাএ সেই পাত্রবর।
বিমানে চড়িয়া যায় গোকুল নগর ॥
চলিতে বিদরে মন দেখিয়া নয়নে।
আপনাকে আপুনি কৃতার্থ হেন মানে ॥
পুলকে পুরিল তনু আঁখি ঝর-ঝরে।
তিল আধ কত বার দণ্ডবত করে ॥
জনম সফল মোর করিব গোসাঞি।
আজি ত নয়ানে ভরি দেখিব কানাঞি ॥
শিব সনকাদি যারে ধিয়ানে না পায়।
সে হরি ভেটিব আজি নন্দ আঙ্গিনায় ॥
যাহার চরণ সেবে মুনিগণ জপে।
সমুখে তাহার সনে করিব আলাপে ॥
পরিজন বলিয়া তুলিব হাতে ধরি।
সুখের সাগরে আমি বুলিব পাকলি ॥
প্রথমে সম্ভাষা-রসে বাড়িব প্রণয়।
দূরে হৈতে [illegible] পুরিব অঞ্জলয় ॥

অনেক প্রকৃতি যাব তাহার নিকটে ।
দণ্ডবৎ প্রণাম করিব করপুটে ॥
কদম্ব-কলিকা সম হব সব অঙ্গে ।
আগে পাছে ভাসি যাব লোহের তরঙ্গে ॥
প্রেমের তরঙ্গে হব গদগদ স্বরে ।
যে কিছু করিব স্তব অস্ফুট আক্ষরে ॥
তা দেখিয়া কৃপায় বিশেষে নরহরি ।
উঠ উঠ বলিয়া তুলিব করে ধরি ॥
তুলিতে বাজিব কর আমার কপালে ।
বিধির লিখন পুছা যাবে সেই কালে ॥
অক্রূর বলিয়া মোরে দিব সম্বোধনে ।
না জানি সে বেলে সুখ পাব কোন স্থানে ॥
এত অনুমান করি সেই পাত্রবরে ।
রথে হৈতে নামিয়া চলিলা ধীরে ধীরে ॥
দেখিতে দেখিতে পাত্র কথোক দূর যায় ।
আচম্বিতে গোবিন্দের চরণ-চিহ্ন পায় ॥
ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ আদি সর্ব্ব চিহ্ন দেখি ।
আষাঢ় শ্রাবণে যেন ঝরে দুটি আঁখি ॥
পদ-চিহ্নে প্রণাম করিয়া বারবার ।
সত্বরে চলিয়া গেল নন্দের দুয়ার ॥
কংস-পাত্র নাম শুনি চমকিত নন্দ ।
পাছু অক্রূরের নামে হইল আনন্দ ॥
সংভ্রমে চলিয়া নন্দ গেলা আগুসরি ।
দুঁহারে ভেটিল দুঁহা দুহেঁ নমস্করি ॥
চলিতে দুঁহার কেহো আগু নাঞি যাই ।
দুহেঁ দুঁহা অনুরোধে রহিল দাণ্ডাই ॥
হাসিয়া সেখানে দুহেঁ করিলা বিচার ।
হাথাহাথি চলিলা সোসরে অন্তঃপুর ॥
আদরে অতিথি পুজা কৈল যথাবিধি ।
জনম-দরিদ্র যেন পাইল রত্ন-নিধি ॥
করপুটে পাত্রে নন্দ করিল স্তবন ।
পাত্রের নিছুনি কৈল অনেক রতন ॥
বসিতে আসন দিয়া পুছিল কল্যাণ ।
কহ কি কারণে হেথা করিলে পয়ান ॥
এতেক নন্দের কথা শুনি পাত্রবর ।
হাসিয়া হাসিয়া কিছু দিলেন উত্তর ॥

শুন নন্দ যশোমতি কহিএ তোমারে ।
যে কারণে আমার গমন এত দূরে ॥
নৃপতি করিব ধনুর্দ্ধর মহোৎসবে ।
একযোগে সর্ব্ব গোপ দ্রব্য লইয়া যাবে ॥
পাত্রবর বলে শুন ব্রজের ঈশ্বরে ।
রাজার আজ্ঞাতে লয়া যাব দামোদরে ॥
রাম কৃষ্ণ দুই ভাই লেহ সঙ্গে করি ।
যজ্ঞ দেখিবারে চল সকল নগরী ॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত লেহ ভাজনে পুরিয়া ।
পরম আনন্দে চল রাম কৃষ্ণ লয়া ॥
রাম কৃষ্ণ নাম শুনি নন্দ অধোমুখী ।
নিশবদে রহিলা অন্তরে হয়্যা দুখী ॥
হেন বেলে আইলা ঘরে রাম দামোদর ।
অমরাতে বিরাজিত যেন পুরন্দর ॥
কৃষ্ণ দেখি পাত্রবর হরিল গেয়ানি ।
কি করিব কি বলিব হেন নাঞি জানি ॥
আনন্দে লোহের বাদে দেখিতে না পায় ।
যত পুছে ততেক উছলি চলি যায় ॥
অতিসুখে অনাবৃত সর্ব্বকলেবর ।
আনন্দে বাজিল জিহ্বা অস্ফুট আখর ॥
পাত্রবর অবশ দেখিয়া নারায়ণ ।
অতিসুখে দিলা তারে গাঢ় আলিঙ্গন ॥
আসনে থাপিয়া সেই কংস-পাত্রবর ।
কার্য্য বুঝি দুই ভাই না দিলা উত্তর ॥
হেন বেলে পাত্র মহা সঙ্কোচিত হয়্যা ।
কহিল যজ্ঞের কথা করপুট হৈয়া ॥
কথা শুনি বলভদ্র বড়ই উল্লাস ।
দেখি যশোমতী মনে উপজিল ত্রাস ॥
মাবাপের বিষাদ দেখিয়া দুই জনে ।
হাসিয়া হাসিয়া দুহে করিল সান্ত্বনে ॥
হরিষের কার্য্যে কেন ভাবিছ বিষাদ ।
বড় ভাগ্যে পাইলাম রাজার প্রসাদ ॥
কংসাসুর মহারাজা যার নাম করে ।
তার সম ভাগ্যবন্ত নাহিক সংসারে ॥
ঘরে ঘরে ঘোষণা দিয়াহ বারবার ।
মথুরা চলিব সভে করহ উপহার ॥

আমারে দেখিতে যদি চাহে নন্দপতি ।
আবজনে সিদ্ধ হব মনের যুগতি ॥
চিরদিন বাসনা যাইব মধুপুরে ।
সেই পুণ্যফলে তুমি আইলে মোর ঘরে ॥
বিবিধ স্তবনে তুষ্ট করি পাত্রবর ।
বিদায় হইয়া সর্ব্ব গোপ গেলা ঘর ॥
হেন বেলে রাধা আদি গোকুল-নাগরী ।
সঙ্কেতে নিকুঞ্জ যাএ রাস-বেশ করি ॥
গোপীর গমন দেখি নন্দের নন্দন ।
সংভ্রমে চলিয়া গেলা যমুনা-কানন ॥
দেখিলা সেখানে গোপী বসিয়া বিমন ।
করে ধরি কুশল পুছিলা নারায়ণ ॥
আজি কেনে সভাকার বিরস বদন ।
হেট মাথে নিশ্বাস ছাড়িছ ঘনে ঘন ॥
ভালমতে মুখ তুলি কেনে নাহি চায় ।
কি কারণে হাস্য-মুখে কথা নাহি কয় ॥
একে একে সভারে পুছিল গোপীরায় ।
সম্মতি না দেই গোপী কান্দে উভরায় ॥
হেন বেলে নরহরি গোপী করি কোলে ।
মুখ তুলি লোহ পুছে নেতের আচলে ॥
হাসিয়া মধুর বোল পুছি ঘনে ঘন ।
মিছা কাজে কেনে গোপি করিছ রোদন ॥
গোবিন্দের কথা শুনি কহে ধীরে ধীরে ।
হাসাহ কান্দাহ তুমি কি বুঝিব পরে ॥
যেখানে সে রূপে গুণে মথুরা-নাগরী ।
সেখানে কেমনে লাগে গোপ বনচারী ॥
তাবত ভ্রমরা কুটজ-মধু পিয়ে ।
যদবধি মালতীর গন্ধ নাহি পায়ে ॥
সবে এক বড় মনে রহিল পোড়নি ।
কংসদূত বলি মিথ্যা আগুড় গোপিনি ॥
কুলবধূ হয়্যা নিজ পতি নাহি জানি ।
স্বপনেতে না শুনিল আনের কাহিনী ॥
ছায়া হেন দুয়ারে না ছাড়ি রাত্রি দিনে ।
তোমা বিনু ব্রজাঙ্গনা অন্য নাহি জানে ॥
কৃষ্ণ বলে গোপনারি শুন মন দিয়া ।
মথুরা যাইব তুমা সভা না বলিয়া ॥

আজনম কংস আমা মারিবারে আশে ।
মায়ারূপে অসুর পাঠায় রাত্রি-দিশে ॥
সিংহ হঞা কেবা যায় শত্রুর কাছে ।
হাতে হাতে প্রাণ দেই হেন কেবা আছে ॥
এতেক মধুর বোলে তুষি গোপীগণ ।
করিল বিবিধ রস অতি বিলক্ষণ ॥
নিশি অবশেষ বুঝি দৈবকী-নন্দন ।
নানা মত প্রকারে তুষিল গোপীগণ ॥
হবেক বিরহ-দুঃখ মনেতে ভাবিয়া ।
দৃঢ় আলিঙ্গন দিল নিশ্বাস ছাড়িয়া ॥
বচনবিশেষে তুষি সর্ব্ব গোপীগণে ।
অলখিতে আইলা পাত্রের সন্নিধানে ॥
প্রভাতে গোকুল ভরি পড়িল ঘোষণা ।
নন্দের দুয়ারে আইল শফল্ক-নন্দনা ॥
পাত্রবর বলে নন্দ কর অবগতি ।
রামকৃষ্ণ লঞা রথে চড় শীঘ্রগতি ॥
পাত্রবর-কথা শুনি যশোদা রোহিণী ।
সংভ্রমে চলিয়া গেল যথা চক্রপাণি ॥
কৃষ্ণ কোলে করি গেলা অক্রূরের ঠাঞি ।
হাতে হাতে সমর্পণ কৈল গোবিন্দাই ॥
নন্দের ঘরণী বলে শুন গোবিন্দাই ।
নিরবধি একত্রে রহিব দুই ভাই ॥
তার পাছু বলে শুন শুন পাত্রবর ।
কৃষ্ণের চরিত্র নহে তুমার গোচর ॥
আজনম শিশু লঞা বনে করে খেলা ।
অনুক্ষণ থাকে সেই বট-ভাণ্ডিতলা ॥
সভামধ্যে বসিবাকে শিখাবে আপনে ।
সতত আপন সঙ্গে রাখিবে দুজনে ॥
মোর পুত্র বলি নহে গোকুলের প্রাণ ।
দুঃখ শোক বিপদে সভার পরিত্রাণ ॥
হের দেখ বাল বৃদ্ধ যত পুরজন ।
গোবিন্দ বিহনে সব তেজিব জীবন ॥
এতেক বলিয়া রাণী হইলা বিদায় ।
হেন বেলে রথে চড়ি সে-গোবিন্দ রায় ॥
রথে কৃষ্ণ দেখি মোহ পাইল গোপীগণ ।
কান্দ্যা উচ্চস্বরিয়া পাঠায় ভাসিয়ে [illegible] ॥

ভাল পাত্রবর বলি কৈলে ঠাকুরাল।
ভাল মন্দ মানুষ চিনিতে গেল কাল॥
লোক ভাণ্ডিবারে কর কপট আচার।
তুমা হেন দুষ্ট নাঞি ধরণী ভিতর॥
চণ্ডালে হরিণী হেতু পাতক না করে।
লাখ গোপী মারি তুমি লইলে দামোদরে॥
এ বার এড়িয়া যাহ শুন পাত্রবর।
তুমার প্রসাদে গোপী সুখে বাকু ঘর॥
আজি সে মরিব গোপী কৃষ্ণ না দেখিয়া।
তুমার হইল গালি জগত ভরিয়া॥
আগু মরি পাছু মরি সেহ অল্প কথা।
সভাকার হৃদয়ে রহিল বড় বেথা॥
এখন অক্রূর বলি জনমে যশ রাখ।
তুমার প্রসাদে জিউক গোপী লাখে লাখ॥
তখন রসিক-গুরু ছিণ্ডি বনমালা।
সান্ত্বনা করিল ফুলে সব বনবালা॥
রস বুঝি পাত্রবর চালাইল রথে।
অধোমুখে গোপিনী রহিল রাজপথে॥
কথোক দূরে যাঞে হরি বলে ডাক দিঞা।
ঘরকে যাহত আমা হৃদয়ে ধরিয়া॥
এ কথা শুনিঞা বলে সকল গোপিনী।
বিরহ-আনলে কত দগধ পরাণী॥
ইহা শুনি নিশ্বাস ছাড়িয়া হরি যায়।
পতি পুত্র বলে সব গোপিনী রহায়॥
দূরে রথ দেখি গোপী বলে উচ্চস্বরে।
অসহায় গোপী এড়ি যাহ কথাকারে॥
অকালের বজ্র পড়ুক অক্রূরের মাথে।
কি লাগি পবন-বেগে চালাইলা রথে॥
আপন আখির জল সেহ হইল বৈরি।
অনিমিখ কৈলে প্রভু দেখি আখি ভরি॥
এতেক বিলাপ করি গোপীর বিকলি।
দাণ্ডাঞে রহিল যেন কাঠের পুতলি॥
রথে সে রথের ধ্বজ দেখিতে না পাই।
পদে পদ দিয়া গোপী রহে চাহি চাহি॥
সাত পাঁচ গোপী মিলি এক গোপী তুলে।
সে গোপী দেখিঞা সব গোপিকারে বলে॥
যখন রথের ধ্বজা দেখিতে না পাইল।
মূর্চ্ছিত হইয়া গোপী ধূলে লোটাইল॥
পরিজনে সভাকারে প্রবোধিয়া আনে।
অরুণ নয়নে গোপী কৃষ্ণকে বাখানে॥
সেই বটভাণ্ডি সেই যমুনার তীর।
সেই বৃন্দাবন সেই সকল আহীর॥
সেই ধেনু সেই বৎস সে বসন্ত কাল।
সেই গোপী সেই গোপ সেই রাখোয়াল॥
গোবিন্দ বিহনে সব দেখি আন রীতে।
হা কৃষ্ণ বলিয়া গোপী পড়িল ভূমিতে॥
গোপীর রোদনে কান্দে যশোদা রোহিণী।
কে মোরে হরিয়া নিল কোলের বাছুনি॥
যদি দণ্ড দুই তিন না দেখি মুখানি।
তবে তিল তিল যুগ সকল করি মানি॥
কোথা গেলা নরহরি বলাই সুন্দর।
তুমা পাঠাইঞে কিবা লঞা যাব ঘর॥
আস্ত আস্ত বাছা আজি বাছ পসারিঞে।
অভাগীর প্রাণ কাটে তুমা না দেখিঞে॥
এতেক বিলাপ যদি কৈল নন্দরাণী।
তা দেখিয়া গড়াগড়ি দিছেন রোহিণী॥
যশোমতী রোহিণীর হাতাস দেখিয়া।
সংভ্রমে সেখানে গেল পুরজন ধাঞা॥
পুরজন প্রবোধ করিয়া নন্দরাণী।
আনিল গোকুল পুরী সংহতি রোহিণী॥
শ্রীকৃষ্ণ বিলাস-রস গোবিন্দ পরানে।
যা শুনিলে ভকতের বিদরে পরাণে॥
অক্রূরের আগমন ভাগবত-সার।
শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর ভণে ভক্তি অনুসার॥ ০॥

—০—

আগে নন্দ আদি করি গোপের সমাজ।
কথোক দূরে বসি আছে কৃষ্ণের সমাজ॥
হেন বেলে আইল কৃষ্ণ সঙ্গে পাত্রবর।
হাস্য পরিহাসে যায় রথের উপর॥
আচম্বিতে উত্তরিলা যমুনার তটে।
দেখিল পুলিন-ঘাটে মথুরা নিকটে॥

মধ্যাহ্ন সময় দেখি বলে পাত্রবর।
আজ্ঞা কর স্নান সন্ধ্যা করি গদাধর॥
শুনিঞা পাত্রের কথা দিলা অনুমতি।
আজ্ঞা পাঞা জলেতে নাম্বিলা নরপতি॥
স্নান করিবার আগে ডুব দিল নীরে।
রামকৃষ্ণ দেখি সেই জলের ভিতরে॥
মাথা তুলে সংভ্রমে দেখিল রথখানি।
রথের উপরে দেখে সেব চক্রপাণি॥
রথের উপরে দেখি রাম নারায়ণ।
পুনরপি জলে ডুব দিল তপোধন॥
ডুবিয়া মনন পূজা করিয়া তুরিতে।
লক্ষ্মী-নারায়ণ দেখে অনন্ত-শয্যাতে॥
মনে অনুমান করে শফল্ক-নন্দন।
কৃপা করি সংশয় ভাঙ্গিলা নারায়ণ॥
জল তেজি তীরেত উঠিলা পাত্রবর
হাসিয়া পুছিল কথা রাম দামোদর॥
প্রণাম করিয়া পাত্র চড়ি নিজ রথে।
অশেষ আলাপ করি যায় রাজপথে॥
আগে রাম-কৃষ্ণের বিলম্ব লখি নন্দে।
মথুরা নিকটে আছে পরম আনন্দে॥
যজ্ঞশালা নিকটে সভারে দিয়া বাসা।
তবে মহাপাত্র কৈল রাজার সম্ভাষা॥
একে একে কথা কহে চাতুরি প্রবন্ধ।
শুনিয়া রাজার মনে হইল আনন্দ॥
পাত্র বলে রাম-কৃষ্ণ আছে সর্ব্ব পাছে।
নন্দাদি আহীরে বাসা দিলাম যজ্ঞ কাছে॥
বেলা অবশেষ বুঝি সঙ্গে কৈল বাসা।
প্রভাতে তুমারে আসি করিব সম্ভাষা॥
এত বলি পাত্র আইল যথা গদাধর।
তথা সাবধানে কর্ম্ম করে দৈত্যেশ্বর॥
এথা পথ-পরিশ্রমে রাম দামোদর।
সিংহদ্বার সংস্থিত বসিলা সরোবর॥
সে ঘাটে রাজার নানা জাতি পুষ্পবন।
হেন ঘাটে জলক্রীড়া করে নারায়ণ॥
সে ঘাটে রজক এক অতি দুরাচার।
বসিয়া রাজার বস্ত্র করে নমস্কার॥

হেন কালে তাহারে ডাকিয়া নারায়ণ।
আজ্ঞা কৈল দেহ আনি রাজার বসন॥
গোবিন্দের কথা শুনি সেই দুষ্ট জন।
অতি তিরস্কারে গালি দিল ততক্ষণ॥
আহীর-বালক আরে জনম-রাখাল।
বনে গরু চরাইঞে গেল সর্ব্বকাল॥
আপন মরণ এত দিন নাহি জান।
গোপপুরী হেন কংস-পুরী অনুমান॥
রজকের বোল শুনি হাসে চক্রপাণি।
তা দেখিয়া বলাই রুষিয়া বলে বাণী॥
বলদেব-কোপ দেখি সেই নিশাচরে।
কহিতে লাগিল কথা অতি তিরস্কারে॥
রজক বলিছে শুন গোপের নন্দন।
কি গুণে পরিতে চাহ রাজার বসন॥
বিবিধ বসন আছে রাজার ভাণ্ডারে।
সেই সব বস্ত্র আমি করি সমস্কারে॥
কনক-রচিত বস্ত্র মাণিক খেচনি।
তন-সুখ আদি করি বস্ত্র পাটখুনি॥
তোমরা গুআলা জাতি থাক বনবাসে।
হেন বস্ত্র দেখিয়াছ কেমন পুরুষে॥
রজকের কটূত্তর শুনি নারায়ণ।
অস্ত্রাঘাতে মস্তক কাটিলা ততক্ষণ॥
পড়িল রজক সে রাজার সরোবরে।
কাড়িয়া আনিল বস্ত্র যত ছিল ঘরে॥
নীল পীত বস্ত্র দুই ভায়ের ভূষণ।
মনোহর বস্ত্র পরি গোপের নন্দন॥
অবশেষে বস্ত্র থুয়্যা ক্ষিতির উপরে।
ধরণী আশ্বাস করি ঢুকিল নগরে॥
বিবিধ চাতুরি করি বুলে দুটি ভাই।
আচম্বিতে মালাকার দেখিল তথাই॥
হরি বলে শুন শুন [ওহে] মালাকার।
দেবের দুর্লভ ফুলে গলয়া কুমার॥
কার তরে মালা গাঁথ আর ফুলি মালী।
কৃপার বিলেবে পুছে যেন বনমালী॥
গোবিন্দের কথা শুনি সেই মালাকার।
আনন্দ-সাগরে ভাসে না জানে সাঁতার॥

ঘরে হৈতে পুষ্প আনি সেই মালাকারে।
নিজ হস্তে পরাইল দোঁহার শরীরে॥
মালাকারে প্রসাদ করিয়া নরহরি।
আনন্দে চলিলা পথে শিশু সঙ্গে করি॥
কথোক দূরে দেখেন ত্রিবঙ্ক এক নারী।
তা দেখিয়া দয়াতে পুছিলা নরহরি॥
তিন ঠাঞে বাঁকা কুব্জে দেখিতে কুঠান।
দেখি হাসে গোপশিশু না ধরে পরাণ॥
হাস্য নিবারিয়া পুছে দেব নারায়ণে।
কাহার বনিতা তুমি কহ মোর স্থানে॥
ত্রিবঙ্ক আমার নাম শুন চক্রপাণি।
জাতিয়ে বাড়ল কংস রাজার যোগানি॥
অতি দুষ্ট রাজা সেই কংস নিপমণি।
তারে গন্ধ দিয়া তৃপ্ত নহে মোর প্রাণী॥
যে করু সে করু রাজা ঠানি লু মরণে।
শ্রীঅঙ্গে কুঙ্কুম দিয়া দেখিব নয়নে॥
এত মনে করি করে লইয়া চন্দন।
আপাদ মস্তক ভরি করিল লেপন॥
একে শ্যাম অঙ্গ তায় কুঙ্কুম কস্তুরি।
নব ঘন মেঘে যেন পড়িছে বিজুরি॥
অতি কমনীয় রূপ দেখিঞা ত্রিবঙ্কা।
আনন্দে বিলসে কংসে না করিঞে শঙ্কা॥
কুবুজীর নিবিড় ভক্তি দেখি নরহরি।
মনে কৈল ইহার ত্রিবঙ্ক উজু করি॥
হাসি হাসি চিকুরে ধরিয়া নারায়ণ।
কুবুজীর পদে পদ দিলা ততক্ষণ॥
উভ করি টানিয়া আউঠ দিয়া বুকে।
একবারে উজু করাইল তিন বাঁকে॥
হরি পরশনে কুবুজী হৈল বিদ্যাধরী।
আনন্দে বিলসে কত পরণাম করি॥
প্রণাম করিয়া কুবুজী বলে বারবার।
আজি মোর ঘরে থাক শ্রীনন্দকুমার॥
কুবুজীর স্থানে হরি সুমধুর বোলে।
রহিব তোমার ঘরে আগমন কৈলে॥
ঘরে যাহ কুবুজী না হও অসন্তোষে।
আমরা তুরিতে যাব রাজার সন্তোষে॥
এত বলি সুদামের কান্ধে দিয়া হাত।
রাজপথে যায় কৃষ্ণ ত্রিদশের নাথ॥
নগর চাতর নীল-মাণিক কাচ-ঢালা।
আশে পাশে মঙ্গল-পতাকা জয়মালা॥
পুরনারীগণ কৃষ্ণ আগমন শুনি।
সংভ্রমে ধাইল আগু-পাছু নাহি জানি॥
কেহ কেহ ত্বরাএ তিলেক নাঞি রহে।
যথা কৃষ্ণ তথা প্রাণপনে চাহে॥
কেহ মুখে গুআ দিয়া পান নাহি খায়।
কেহ মুখে পান দিয়া সেই মতে ধায়॥
হেন মতে চলি যায় মথুরা-নাগরী।
যেখানে সেখানে কুলবধূ সারি সারি॥
শতে শতে মথুরা-নাগরী এক ঠাঞি।
নয়ন ভরিঞা দেখি সুন্দর কানাঞি॥
কেহ বলে দুই আখি কি দেখিব রূপে।
বিধাতা না দিল আখি প্রতি লোমকূপে॥
কেহ বলে বিধির মাথায় পড়ুক বাজে।
আখিমধ্যে নিমিষ সৃজিল কোন কাজে॥
কমলের বনে যেন ভ্রমরের মেলা।
তেমতি বিলসে মথুরার কুলবালা॥
হেন মতে সভারে মোহিয়া গোপীরায়।
দুদিগ নেহালে কুলবধ পানে চায়॥
চলিতে চলিতে যজ্ঞ-ধূম-গন্ধ পাঞে।
ক্রোধ করি যজ্ঞশালে উত্তরিল গিয়ে॥
পুছিতে পুছিতে প্রবেশিঞা যজ্ঞ-ঘরে।
দেখিল ধনুক এক ঘরের ভিতরে॥
ঘরের ভিতরে ধনু দেখিয়া চমকি।
ক্ষীরোদের তীরে যেন সুতিল বাসুকি॥
দেবের অধিক দেখি ধনুক পূজনে।
ঈষত হাসিয়া হরি পুছে দূতগণে॥
ধনুক আকার এক কংসের কন দেখা।
হেন উপহারে কত কাল করে সেবা॥
ইহা দেখিলে লোক পায় কোন সিদ্ধি।
এই ধনু নিরমাণ কৈল কোন বিধি॥
গোবিন্দের কথা শুনি বলে অনুচরে।
আমি কি কহিব কথা তোহেন উত্তরে॥

কেবল রাখাল থাক গোকুল নগরে।
আবোলানে প্রবেশ করহ যজ্ঞ-ঘরে॥
না কহিলে দেবতা জানিব কন পাঁকে।
ইহাকে বলিয়ে গোপ শিবের পিনাকে॥
ত্রিপুর দহন করি দেব ত্রিলোচনে।
থুইল কংসের ঠাঞি সেবক গেয়ানে॥
ত্রিভুবনে হেন বীর হইল না হবে।
শিব বিনে হেন জনে ভূমি ছাড়াইবে॥
যত যত বীর আইল তুলিবার আশে।
ধনুক দেখিয়া তারা পাইল তরাসে॥
অনুচর-বচনে কুপিলা নরহরি।
তুলিলা হরের ধনু বাম হাতে করি॥
গুণ যুড়ি আকর্ণ পুরিয়া দিল টান।
ঈষত লীলায় ধনু কৈল খান খান॥
শিবের পিনাক-ভঙ্গ শুনি দৈত্যবর।
অন্তঃপুরে রহিয়া হইয়াছে গোচর॥
ধনুক ভাঙ্গিয়া হরি গেলা নিজ বাসা।
স্বর্গে রহি দেবগণ করএ প্রশংসা॥
আনন্দে রহিলা নন্দ পুত্র করি কোলে।
প্রভাতে করিলা নিশি ক্রীড়া-কুতূহলে॥
করিলা মল্লের বেশ বিবিধ বন্ধনে।
উভ করি চূড়া বান্ধি নাগরী-দলনে॥
প্রভাতে উঠিয়া সেই রাম নারায়ণে।
যাহার উপরে শিখি-চান্দের ভূষণে॥
গলে মালতীর মালা অতি মনোহর।
যাথে বসি মধু পিয়ে মত্ত মধুকর॥
এত বেশে রাজ-দরশনে যায়ে হরি।
ভুবনমোহন রূপে পড়িছে বিজুরি॥
চলিতে চলিতে গেলা রাজার দুয়ারে।
সেখানে দেখিলা গজ অতি মনোহরে॥
কুবলয়াপীড় নাম পর্ব্বত আকার।
আকৃতি প্রকৃতি যেন ঐরাবত সার॥
দুগোটা দশন যেন কৈলাসের শৃঙ্গ।
মেঘের বরণ জিনি কত শত ভৃঙ্গ॥
সিন্দুরে রঞ্জিত কুম্ভস্থলের শোভন।
রতন অঙ্কুশে তাহা করিছে দমন॥

পবনের বেগে আইসে কৃষ্ণ মারিবারে।
তা দেখি ঈষত-গতি হাসে দামোদরে॥
ফিরায়ে সুদীর্ঘ শুণ্ড গগনমণ্ডলে।
সে শুণ্ড দেখিয়া গোবিন্দের কুতূহলে॥
অলক্ষিতে দন্তমধ্যে যাএ নারায়ণ।
ধরিলা দুগোটা দন্ত বজ্র নিরূপণ॥
যে বেগে সুমেরুশৃঙ্গ পবনে ভাঙ্গিল।
সে বেগে ধরিয়া দুই দন্তে টান দিল॥
হেলায় উপাড়িলা দন্ত দেব নারায়ণে।
দন্ত-ভঙ্গ-শব্দ শুনি কাঁপে ত্রিভুবনে॥
দন্ত অনুতাপে গজ উভ শুণ্ড করি।
বীরদাপে আইল গোবিন্দ বরাবরি॥
তা দেখিয়া নেজ ধরি দেব নারায়ণ।
সুমুড়িয়া পোকা হেন করএ ভ্রমণ॥
ফিরাইয়া আছাড় মারিলা ক্ষিতিতলে।
নিধন করিল গজ নিজ বাহুবলে॥
কুবলয় পড়িল শুনিল কংসাসুর।
অঝর নয়নে কান্দে বসি অন্তঃপুর॥
এক শ্বেত শ্যামল দোহাঁর কলেবর।
আর কুবলয়-দন্ত কান্ধের উপর॥
নীল পীত বাস দুই কটির উপর।
তাহে রুধিরের বিন্দু অতি মনোহর॥
রুধির-বরণ মাটি দোহাঁকার অঙ্গে।
মল্লবেশে হাসি হাসি গেলা সেই রঙ্গে॥
রণস্থলে দন্ত কান্ধে আইলা নরহরি।
গজ মারি আইলা যেন নবীন কেশরী॥
রাজ-অন্তঃপুরে যত ছিল কুলনারী।
সে সব আপন সুখে দেখিল মুরারি॥
তথি মধ্যে বিদগধ ছিল এক বহু॥
অঙ্গুলি দেখাএে কিছু কহে লহু লহু॥
এই কৃষ্ণ গোকুল নগরে প্রাণধন।
এই কৃষ্ণ ব্রজাঙ্গনা করিল রমণ॥
এই মহাপুরুষের জানি বড় বশে।
যা দেখিলে কুলবধূ স্বামী না পরশে॥
কেহ কেহ নিশ্বাস ছাড়িয়া কহ কথা।
হরি হরি না জানি কি জানি হয়ে এথা॥

কেবল মধুর কৃষ্ণ কংস দুরাশয়ে।
রাহু চন্দ্রে দরশন না জানি কি হয়ে॥
আগুন লাগুক রাজা কংসের বদনে।
এহেন মধুর কৃষ্ণ মারিবারে আনে॥
তথি মধ্যে এক নারী ছিল বিচক্ষণ।
সর্ব্ব সখী প্রবোধিয়া কহিছে বচন॥
তেজ না জানিঞা কেন করিছ বিষাদ।
এই কৃষ্ণ অসুর-কুলের পরমাদ॥
এহো সে পুতনা বধ কৈল স্তন-পানে।
এই কৃষ্ণ শকট করিল খান খানে॥
জমল অর্জ্জুন ভঙ্গ এহোঁ সে করিল।
এই কৃষ্ণ বনে মহাদাবাগ্নি ভুখিল॥
বৎসক মারিল এহোঁ সেই বৃন্দাবনে।
অলখিতে কৈল এহোঁ ব্রহ্মার মোহনে॥
এহো সে ধরিল গিরি অঙ্গুলি ঠেকনে॥
এই কৃষ্ণ সে কালিয় করিল দমনে॥
এই গোবিন্দের তেজ কে কহিতে পারে।
এখনি মারিলা গজ রাজার দুয়ারে॥
অযুত গজের বল ধরে কুবলয়।
হেন গজ অবহেলে মাইল মহাশয়॥
চিরদিনে যে লোকের যে বাসনা ছিল।
সেই তেন মতরূপে গোবিন্দ দেখিল॥
বজ্রের সমান দেখে সর্ব্ব মল্লগণ।
নারীগণ দেখে নিত্য অভিন্ন মদন॥
রাজরাজেশ্বর দেখে নৃপতি-সমাজ।
কুপিল যমের সম দেখে কংসরাজ॥
বালকের রূপ দেখে জনক জননী।
ব্রহ্ম সনাতনরূপ দেখে সর্ব্ব জ্ঞানী॥
হেন মতে সভাকার পূর্ণ করি আশ।
রঙ্গভূমিমধ্যে প্রকাশিলা শ্রীনিবাস॥
রঙ্গভূমিমধ্যে দেখি রাম নারায়ণ।
মল্লযুদ্ধ কর আজি বলে ঘনে ঘন॥
রাজা বলে শুনহ চাণূর মল্লগণ।
বড় বড় বীর আছে আমার ভুবন॥
তথি মধ্যে প্রধান তুমরা দুই জনে।
আজি মল্লযুদ্ধ কর রাম কৃষ্ণ সনে॥
নিজ বলে আসিয়াছে নন্দের নন্দন।
হেন যুদ্ধ কর যেন ঘোষে জগজন॥
রাজার বচন শুনি চতুর চাণূরে।
পাত্র সম্বোধিয়া কিছু করিল উত্তরে॥
শুন শুন পাত্রবর আমার বচন।
কি বিচারে আমার শিশুর সনে রণ॥
একে গোপজাতি আর জনম রাখাল।
বনে গোরু চরাঞে গেল সর্ব্বকাল॥
হেন জনা সনে যুদ্ধ কিসের বিচারে।
না করিব যুদ্ধ শুন শুন পাত্রবরে॥
শুনিয়া মল্লের এত মিছা আটখরি।
ঈষত হাসিয়া কিছু বলে নরহরি॥
তুমি কি জানিবে মল্ল আমার মহিমা।
কেহ সে কোথাউ মোরে না পাঞে সে সীমা॥
বাছুর হরিঞা ব্রহ্মা জানে মোর তেজে।
মোর চরণেব তেজ জানে বলিরাজে॥
মোর বাম ভুজ-বল জানে গিরিবর।
কেশী জানে দক্ষিণ ভুজের যত ভর॥
কুবলয়াপীড় জানে দন্তের উৎখাতে।
ইন্দ্র মখ-ভঙ্গে আমা জানিল সুরীতে॥
বক মহাবীর জানে ওষ্ঠ বিদারণে।
বকাসুরী জানে বিষ মাখি দুই স্তনে॥
কৃষ্ণ বলে শুন রে অসুর দুই ভাই।
সমবলে যুদ্ধ কর বালকের ঠাঞি॥
এখনি মরিবে শুন শুন মল্লগণ।
এই রঙ্গস্থলে তোর লইব জীবন॥
যদবধি নিরড় মরণ নাঞি হয়।
তদবধি দেখ ধাত্রী কলত্র তনয়॥
শুনিঞা কৃষ্ণের কথা মল্ল কোপে জ্বলে।
পতঙ্গ পড়িল যেন জ্বলন্ত আনলে॥
নিলক্ষে বিচিত্র দিয়া মারে মালসাট।
দেউল ধেহারে যেন লাগিল কপাট॥
রাম কৃষ্ণ আগে দুই মল্ল দাণ্ডাইল।
দেখিয়া গোকুলবাসী কম্পবান্ হৈল॥
নিজগণ কাতর দেখিয়া নরহরি।
টানিঞা বান্ধিল ধড়া কটির উপরি॥

তথির উপরে কাছে অতি নিরমল।
আশে পাশে শোভে তার এ ধড়া সকল ॥
মল্ল-ছান্দে বান্ধিল অঙ্গুলে রত্ন-ভুরি।
মত্ত গজমধ্যে যেন নবীন কেশরী ॥
কৃষ্ণ সঙ্গে চাণূর মুষ্টিকে বলরাম।
হাথাহাথি যুদ্ধ করে অতি অনুপাম ॥
ধরিতে ছাড়াএ হাত পায়ের বিমানে।
কারে কেহ নিবারিতে নারে কন জনে ॥
বিমানের ছান্দে বল পাড়িয়া মুষ্টিকে।
বজ্রমুষ্টি কিল মাইল মুষ্টিকের বুকে ॥
পচা কুষ্মাণ্ডের হেন বুকে হাত ভরি।
মত্ত বলরামে মুষ্টিকেরে মারি ॥
পড়িল মুষ্টিক বীর অসুরের তরাসে।
রঙ্গস্থলে দাণ্ডাএ হাসেন শ্রীনিবাসে ॥
হাসি মুখে কৃষ্ণ চাণূরের সঙ্গে।
একে একে বিনাশ কৈলা নানা রঙ্গে ॥
বিমানে ধরিয়া বুকে মারিল চাপড়ে।
চাপড়ে চাণূর মুখে ধারে রক্ত পড়ে ॥
পড়িল চাণূর দশ দিগ পরকাশ।
তর্জ্জন করিয়া ডাক ছাড়ে শ্রীনিবাস ॥
খানেক জীবন দেখি দেব হৃষীকেশে।
রক্ত পদ কৈল তার শরীরে প্রবেশে ॥
ভেকের আকৃতি করি রাখে রঙ্গস্থলে।
ধর ধর শবদে তর্জ্জনে কংস বলে ॥
রঙ্গস্থলে দেখিয়া সে গোবিন্দের রাগ।
হাথাহাথি করি ভঙ্গ দিল বীরভাগ ॥
বীরভাগ উদ্দেশিয়া বলে দৈত্যপতি।
ধর ধর বলে কৃষ্ণ মার শীঘ্রগতি ॥
রাম কৃষ্ণ দুহাঁ দূর কর মোর কাছে।
বিপক্ষ নিবার কত রঙ্গস্থলে আছে ॥
মারহ বসুদেব দৈবকী মহাশয়।
উগ্রসেন মারি মার শকল-তনয় ॥
মা-বাপের তিরস্কার শুনি গদাধর।
এক লাফে উঠে কৃষ্ণ মঞ্চের উপর ॥
কাছে কৃষ্ণ দেখি কংস হএ চমকিত।
আকর্ণ পুরিয়া শব্দ করে বিপরীত ॥

হেন বেলে চুলে ধরি পাক ফিরাইএ।
রঙ্গস্থলে আছাড়িলা সে মঞ্চে রহিএ ॥
সাত তাল উচ্চ মঞ্চ যেনক আকাশ।
তথা হৈতে পড়ে বীর পাইএ তরাস ॥
তথা হৈতে লাফ দিয়া আসি গদাধর।
বসিল কংসের বুকে হএ বিশ্বম্ভর ॥
বিশ্বম্ভর-ভরে মুখে রক্ত পড়ে ধারে।
ছাড়াইতে নারে বীর ছটপট করে ॥
খেনেক থাকিয়া কংস তেজিল জীবন।
মৃত পিণ্ড দেখিয়া ছাড়িলা নারায়ণ ॥
পড়িলা অসুর কংস দেবতার বৈরী।
গন্ধর্ব্বে গাইছে গীত নাচে বিদ্যাধরী ॥
আনন্দে দুন্দুভি বাজে প্রতি ঘরে ঘরে।
জয় জয় শব্দ হৈল সকল সংসারে ॥
গগন নির্ম্মল দশ দিগ পরকাশ।
সরিতে নির্ম্মল জল বহে সুবাতাস ॥
যতেক গোবিন্দ-গণ আনন্দে পাথার।
সুখের সাগরে ভাসে না জানে সাঁতার ॥
রঙ্গস্থলী ভরিয়া হইল কলকলি।
হেন বেলে পুরনারী দিলা হুলাহুলি ॥
শ্রীকৃষ্ণ-বিলাসে কংস-বধ অপরূপ।
তাহে কৃষ্ণ বএস সে মুরতি অনুপ ॥
তাহে কৃষ্ণ দেখিয়া বসুদেবের উল্লাস।
শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর ভণে গোবিন্দের দাস ॥*॥

—o—

কংস মারি কংসারি বসিলা সভা করি।
নিবিড় আন্ধারে যেন চান্দ অবতারি ॥
উগ্রসেনে সম্ভ্রমে আনিল ছাড়াইএ।
কোলাকোলি কৈল প্রেমে আলিঙ্গন দিএ ॥
যথাবিধি সম্ভাষা করিয়া একে একে।
আপনে গোবিন্দ উগ্রসেন অভিষেকে ॥
হেন দেখ স্বপথে থাকিলে হেন হয়ে।
উগ্রসেন রাজা হৈল মরে কংসরায়ে ॥
যবে কৃষ্ণ আকাশে ফিরিলা মঞ্চ উপরে।
মূর্চ্ছিত ধরণী একেবারেই কান্দে ॥

সনকাদি বলে শুন সূত মহাশয়।
এবে কোন কর্ম্ম কৈলা দৈবকী-তনয় ॥
আর এক কথা শুধাইতে বড় সাধ।
কৃপা করি কহ যেন ঘুচে অবসাদ ॥
পূর্ব্বে নন্দ যশোমতী কোন্ জাতি ছিল।
কোন্ তপস্যাতে কৃষ্ণ তারে কৃপা কৈল ॥
সূত বলে ভাল কথা পুছিলে আমারে।
কহিয়ে সকল শুন বসি নৈমিষেরে ॥
নৈমিষেরে ষাটি সহস্র মুনির বসতি।
তোমরা শুনিবে আমি পাইব পিরিতি ॥
সূত বলে সনকাদি শুন মন করি।
যে প্রকারে ধরা দ্রোণে কৃপা কৈলা হরি ॥
পূর্ব্বে নন্দ দ্রোণ বসুধরা যশোমতী।
সৃষ্টি করিবারে আজ্ঞা দিলা প্রজাপতি ॥
ব্রহ্মা বলে ধরা দ্রোণ শুনহ বচন।
মোর বোলে তুমরা সৃষ্টিকে দেহ মন ॥
পিতামহ-আজ্ঞা দোহেঁ করি শিরোপর।
করিল অনেক সৃষ্টি সংসার ভিতর ॥
সৃষ্টি চিন্তা করিতে বিরক্ত হৈল মন।
তপস্যা করিতে গেলা সে নন্দন-বন ॥
অনাহারে তপস্যা করিয়া চিরকাল।
তপোবলে সাক্ষাৎ করে শ্রীনন্দগোপাল ॥
সাক্ষাতে দাণ্ডাঞা প্রভু কহিলা দুজনে।
বর মাগ ধরা দ্রোণ যেবা লয় মনে ॥
গোবিন্দের মুখে কথা শুনি দুই জনে।
কি বর মাগিব প্রভু তুমা বিদ্যমানে ॥
তোমা লাগি তপ কৈল জাগিতে ঘুমিতে।
দ্বাদশ সহস্র বর্ষ দেব-পরিমিতে ॥
তবে যদি বর দিবে শুন মহাশয়।
তোমা হেন পুত্র যদি মোর গর্ভে হয় ॥
লালন পালন করি দিবস রজনী।
এই বর মাগি আমি শুন চক্রপাণি ॥
হরি বলে ধরা দ্রোণ কহিয়ে তোমারে।
অবিচ্ছিন্ন তপে পুত্র হইব দৈব জোরে ॥
তিন বার পুত্র হব বলি দিল বরে।
সেই অঙ্গীকারে বদ্ধ মোর কলেবরে ॥
পূর্ব্বকল্পে পৃশ্নি-গর্ভে দ্বিতীয়ে বামন।
তৃতীয়ে শ্রীমধুপুরে দৈবকী-নন্দন ॥
কেবল জনম মাত্র দৈবকী-উদরে।
বিহার করিব যাঞা গোকুল নগরে ॥
তোমরা দুজনে নন্দ যশোমতী হৈয়া।
জনম লভহ সেই ব্রজপুরে যাঞা ॥
দ্বাদশ সহস্র বর্ষ তোর গর্ভে স্থিতি।
করিব অশেষ লীলা ব্রজের বসতি ॥
প্রলম্বাদি সর্ব্ব দৈত্য করিয়া নিধন।
অক্রূরের সঙ্গে যাব সেই মধুবন ॥
মধুপুরে কংসবধ জননী মোক্ষণ।
কহিল সকল কথা শুন দুই জন ॥
শ্রীমুখের কথা শুনি নন্দ যশোমতী।
চরণে বিদায় হৈল করিয়া প্রণতি ॥
সূত বলে সনকাদি কহিল তুমারে।
যত ক্রীড়া কৈল হরি গোকুল নগরে ॥
কহিল গোকুল-লীলা শুন চারি জন।
কহিয়ে এখন যে করিলা নারায়ণ ॥
উগ্রসেনে রাজা করি দেব দামোদরে।
ঘোষণা ফিরাল্য সর্ব্ব নগর চত্বরে ॥
রাজপাত্র কোটাল করিয়া নিরূপণ।
রাজার দোহাই দিয়া গেলা নারায়ণ ॥
নগরে চত্বরে হইল রাজার দোহাই।
কাড়া জয়ঢাক বাদ্য বাজে ঠাঞি ঠাঞি ॥
আনন্দে সকল লোক হইল উতরোল।
কর্ণ পাতি নাঞি শুনি কেহ কার বোল ॥
হেন বেলে কান্দে কংস রাজার রমণী।
যাহার বিলাপ-কথা কহিতে না জানি ॥
যার অঙ্গ চন্দ্র সূর্য্য দেখিতে না পায়।
সে সকল কন্যা এবে ধরণী লোটায় ॥
কান্দিয়া বিকলি যত কৈল কংস-রাণী।
তা দেখিয়া হৃদয়ে বেথিত চক্রপাণি ॥
রাজরাণী বলে শুন ঠাকুর গোপাল।
তোমারে কি দোষ দিব আপন কপাল ॥
পাত্রাপাত্র নিষেধিনু প্রভুর চরণে।
মরণ কারণে বাদ কৈল তুমা সনে ॥

সুরে প্রভু তুমারে ভাবিয়া করে কাজ।
তবে কেনে তার যুদ্ধে পড়িবেক বাজ॥
তোমার সেবনে হয়ে দুঃখ বিমোচন।
তোমার বৈমুখে সুখে আছে কোন্ জন॥
ভাল হৈল দোষ অনুরূপে দিল ফল।
এবে অবলারে প্রভু দিবে কন স্থল॥
তুমি পতি তুমি পুত্র তুমি বন্ধুজন।
তোমা বিনে আর কার লইব শরণ॥
নারীগণ-বিলাপ শুনিঞা চক্রপাণি।
ঈষত হাসিয়া তারে বলে প্রিয়বাণী॥
না কান্দ না কান্দ শুন মহাদেবীগণ।
ক্ষেমহ সকল দোষ দেখি নারায়ণ॥
গোবিন্দের আগে রাণী বিদায় করিয়া।
সত্বরে রাজার ঠাঞি উত্তরিল গিয়া॥
রঙ্গস্থলে পড়ি আছে কংস নিপবর।
আউদড় চুলে অঙ্গ ধূলায় ধূসর॥
রাজা দেখি রাণীভাগ কান্দে উভরায়।
বিলাপ শুনিতে কাষ্ঠ পাষাণ মিলায়॥
রাণীভাগ বলে শুন কংস নরপতি।
কাহারে এড়িয়া যাহ এ সব যুবতি॥
রঙ্গস্থলে হৈল বেলা তৃতীয় প্রহর।
সিংহাসনে কে বসিব তোমার সোসর॥
দশ দিক্‌পাল তোর ঘরের নফর।
হেন তুমি রঙ্গভূমি আছ একেশ্বর॥
সতী সাধে রবির কিরণ নাহি সহ।
মথুরা ছাড়িয়া অন্য স্থান নাঞি যাহ॥
সে তুমি মথুরা ছাড়ি যাহ কোথাকারে।
সম্মতি না দেহ কেনে কংস নিপবরে॥
দেবতা না চলে পথে তোমার কারণে।
সে তুমি পরাণ দিলে ব্রজের আজনে॥
গলাগলি করি সর্ব্ব রাণীভাগ কান্দে।
হাত্যাস করিয়া কান্দে বুক নাহি বান্দে॥
হেন বেলে জ্ঞাতিগণে রাণীরে প্রবোধি।
কংসের অঙ্গের কর্ম্ম কৈল যথাবিধি॥
সে বেলায় গোবিন্দের পড়ি গেলা মনে।
দেখিএ নয়ন ভরি মায়ের চরণে॥

পরঘরে যেবসা করিয়া চিরকাল।
এত দিনে ঘুচিল দেহের কুদ্রি জাল॥
এখন দেখিব পিতা মাতার চরণ।
এত বলি অন্তঃপুরে গেলা নারায়ণ॥
অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল নরহরি।
উদ্ধব অক্রুর দুহাঁ নিল সঙ্গে করি॥
বসুদেব দৈবকী দেখিয়া পুত্র-মুখ।
নিমিষেকে পাসরিল আজন্মের দুখ॥
দৈবকী করিলা কোলে দেব নারায়ণ।
বসুদেব-কোলেতে বসিলা সঙ্কর্ষণ॥
দোহেঁ দোহাঁ কোলে করি কান্দে উচ্চস্বরে।
হরিষ বিষাদে কথা কহিতে না পারে॥
খেনেক কান্দি দেবী শোক পাসরিল।
হৃদয়ের অনুতাপ কহিতে লাগিল॥
তোমা হেন পুত্রে মোর না হৈল পিরিতি।
আমি কারাগারে তুমি ব্রজের বসতি॥
দুঃখ শোক ভয়ের ভাজন কৈলে মোরে।
গোকুলে বলাহ তুমি যশোদা-কুমারে॥
কহিলে অনেক আছে শুন চক্রপাণি।
কহিতে কহিতে উঠে আগুনের খুনি॥
ধরণীর মধ্যে নাঞি মো হেন পাপিনী।
ধন্য যশোমতী তার তপস্যা বাখানি॥
মায়ের কাতর কথা শুনি নারায়ণ।
কহিতে লাগিল নিজ দুঃখ ততক্ষণ॥
শুন শুন মাতা সেই যশোদার কথা।
আমারে ফিরাঞে কার্য্য বলে যথা তথা॥
পর-পুত্র বলিঞা করুণা নাঞি মোরে।
মিছা বাদে উদুখলে সদ্যা বান্ধে করে॥
ননিচোর বলি মোরে দেই পরীবাদে।
খিধায়ে ভোজন না করএ সতিসাধে॥
কাকে পিকের বৎস যেন করয়ে পোষণ।
তেকারণে বলে লোক নন্দের নন্দন॥
গোবিন্দের কথা শুনি দৈবকী সুন্দরী।
গদগদ ভাবে অঙ্গ হৈল ঝলিহারি॥
আনন্দে দোহাঁরে দোহেঁ করিলা কল্যাণ।
রাম কৃষ্ণ নাহি শত ধেনু কৈলা দান॥

বিবিধ ব্যঞ্জনে অন্ন ভোজন করিয়া।
শয়ন করিলা সুখে রাম কৃষ্ণ লয়া॥
প্রভাতে উঠিয়া সেই দেবকী-তনয়।
সত্বরে চলিয়া গেলা নন্দের আলয়॥
আমি এই আসি বলি ঈষত হাসিয়া।
সর্ব্ব ব্রজবাসী দিলা বিদায় করিয়া॥
হরি বলে শুন নন্দ আমার কাহিনী।
যশোদারে বলিহ আসিছে চক্রপাণি॥
এত বলি বিদায় করিয়া নন্দ ঘোষে।
সভাতে বসিলা কৃষ্ণ পরম সন্তোষে॥
নিজ রাজ্য বিচার করিল করতলে।
প্রতাপে করিল বশ নিপতি সকলে॥
দিবা প্রদীপের হেন উগ্রসেন রাজা।
গোবিন্দের গুণে সব নিবসয়ে প্রজা॥
হেন মতে মহাসুখে বঞ্চি রাত্রি দিনে।
লীলায়ে বিহরে কৃষ্ণ কেহ নাঞি জানে॥
এক দিন বৃন্দাবন-চান্দ বেশ পরি।
মথুরা নগরে দেখে আওারি আওারি॥
ভুবন-মোহন বেশ রাম দামোদরে।
আচম্বিতে উত্তরিলা অক্রূরের ঘরে॥
কৃষ্ণ দেখি উলসিত শফল্ক নন্দন।
স্বগণ সহিত কৈল চরণ বন্দন॥
যে জন ত্রিলোক নাহি রহে যোগি-মনে।
সে জন অক্রূর-ঘরে বসিয়া আসনে॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া বলে শফল্ক-নন্দন।
মো ছার অধম তুমি ব্রহ্ম সনাতন॥
অক্রূর করিল যদি অতি সবিনয়।
প্রেমে আলিঙ্গন দৃঢ় দিল মহাশয়॥
অক্রূরে কৃতার্থ করি দেব নারায়ণ।
মথুরা চাত্বর-পথে করিলা গমন॥
চলিতে চলিতে গেলা ত্রিবক্রার ঘর।
কৃষ্ণ দেখি পাদ্য অর্ঘ্য দিলেক সত্বর॥
কুব্জীরে কৃপা করি দেব দামোদর।
হাসিতে খেলিতে গেলা পুরীর ভিতর॥
পুরীমধ্যে যাঞা কৈল পালঙ্কে শয়ন।
হেন বেলে নন্দ গেলা আপন ভুবন॥
নন্দ দেখি যশোদা আইলা অতি রঙ্গে।
কৃষ্ণ না দেখিয়া প্রাণ না রহিল অঙ্গে॥
শুন শুন শুন নন্দ আমার কাহিনী।
কেমনে এড়িঞে আইলে আমার বাছুনী॥
যদি তিল আধ না দেখিএ নরহরি।
তবে নিজ জীবন হীন মনে করি॥
কি বলিব নন্দ তোর পাষাণ হৃদয়।
হরি এড়ি কেমনে আইলে নিজালয়॥
যে বেলে গোবিন্দ তোমা বিদায় করিল।
সে বেলে তুমার প্রাণ কেমনে রহিল॥
যশোমতী-রোদন দেখিয়া শিশুগণ।
গড়াগড়ি দিয়া ঘন বলে নারায়ণ॥
শিশু বলে কথা গেলা দেব নরহরি।
তোমা না দেখিয়া প্রাণ ধরিতে না পারি॥
শিশুর রোদনে আইল ব্রজের রমণী।
অঝর নয়নে কান্দে লোটাঞে ধরণী॥
গোপী বলে নন্দঘোষ কহ কহ বাণী।
মথুরাতে নিশ্চয়ে রহিলা চক্রপাণি॥
আর কি যমুনার জলে না করিব কেলি।
কর্ণ পাতি না শুনিব মধুর মুরলী॥
শূন্য হৈল বৃন্দাবন কদম্বের তলা।
আঁখি ভরি না দেখিব চিকনিয়া কালা॥
সুগন্ধি পুষ্পের মালা দিব কার গলে।
আর না শুনিব বংশী রাধা রাধা বলে॥
ঘরে পরে চারে পাতরে ঘাট বাটে।
ঠাঞি ঠাঞি গোপীর ক্রন্দনে কান ফাটে॥
হেন মতে ব্রজপুরে সভার বিমন।
এথা মথুরাতে ক্রীড়া করে নারায়ণ॥
কংস-ভয়ে যত পালাইল নিজগণ।
সভাকে আনিলা কৃষ্ণ দৈবকী-নন্দন॥
আশ্বাসিয়া রাজ্যভার দিএ উগ্রসেনে।
অবন্তী নগরে গেলা বিদ্যার সন্ধানে॥
সে নগরে আছে দ্বিজ সান্দীপনি নাম।
তথা আরম্ভিল বিদ্যা অতি অনুপাম॥
পড়িলা চৌষট্টি বিদ্যা চৌষট্টি দিবসে।
দেখিয়া দ্বিজের মনে উপজিল ত্রাসে॥

হেন বেলে হরি বলে শুন দ্বিজবর।
বিদায় দক্ষিণা দিয়া যাব নিজ ঘর॥
গোবিন্দের কথা শুনি ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী।
দুজনে বলিছে শুন শুন চক্রপাণি॥
সাগরের জলে মোর মৈল পুত্রগণ।
সে পুত্র আনিয়া কর দক্ষিণা পালন॥
গুরুর বচনে গেলা সাগরের তীরে।
গুরুপুত্রে দেহ মোরে নদীর ঈশ্বরে॥
গোবিন্দের আজ্ঞা পাঞা বলে জলপতি।
এথা নাঞি বালক শুনহ যদুপতি॥
পঞ্চজন শঙ্খ আছে মোর অভ্যন্তরে।
এখানে থাকিয়া শঙ্কা নাঞি করে মোরে॥
সেই পঞ্চজন বিপ্র-কুমার আনিয়া।
নিধন করিল নীরে প্রহার করিয়া॥
জলে উফামারি থাঞে মৈল পুত্রগণ।
নিবেদন কৈল শুন নন্দের নন্দন॥
সাগরের বোলে হরি করিয়া বিশ্বাস।
জলমধ্যে শিশু খোজ করে শ্রীনিবাস॥
জলে শিশু না পাইয়া সেই মহামতি।
আঁখির নিমিষে গেলা শঙ্খের বসতি॥
দেখিল সে পঞ্চজন অতি মনোহর।
কৃষ্ণ দেখি জলে ডুব দিলেক সত্বর॥
জলে প্রবেশিঞে শঙ্খ ধরি নারায়ণ।
বন্দী কৈল পঞ্চজনে অতি বিলক্ষণ॥
প্রহার করিল বজ্র মুটুকি মারিয়া।
হেন বেলে পঞ্চজনে বলে ডাক দিয়া॥
যমপুরে আছে প্রভু ব্রাহ্মণ-কুমার।
নিরর্থক প্রাণ তুমি লইলে আমার॥
এত বলি পঞ্চজন তেজিল পরাণ।
কথা শুনি বেথিত হইলা ভগবান্॥
সেই পাঞ্চজন্য শঙ্খ লঞে দক্ষিণ করে।
সংভ্রমে লইঞা গেলা যমের দুয়ারে॥
নগর বাহিরে পাঞ্চজন্য-শব্দ কৈল।
ত্রাসে চমকিত যম করপুটে আইল॥
যম বলে আজি মোর সফল জীবন।
অনিমিখে দেখি প্রভু তুমার চরণ॥

ব্রাহ্মণের পুত্র মৈল সাগরের জলে।
চরণের আদেশ আমি শিশু কৈল কোলে॥
দেখিল শ্রীপাদপদ্ম শুন নারায়ণ।
গুরুপুত্র লয়্যা তুমি করহ গমন॥
গুরুপুত্র সঙ্গে হৈল কৃষ্ণের গমন।
গুরুর মন্দিরে আসি দিল দরশন॥
প্রণাম করিয়া পুত্র দিলা দ্বিজবরে।
পুত্র দেখি ভাসে বিপ্র সুখের সাগরে॥
বিপ্র বলে গুরুর দক্ষিণা দিলে হরি।
মরিলে আনিতে পারে কার শক্তি পারি॥
সর্ব্বথা জানিল তুমি দেব নারায়ণ।
মরা পুত্র পাইল আমি তুমার কারণ॥
গুরুর স্থানে বিদায় করিয়া নরহরি।
সত্বরে চলিয়া গেলা মথুরা নগরী॥
ঘরে আসি পিতৃমাতৃচরণ বন্দিল।
একে একে সর্ব্ব কথা গোচর করিল॥
অবশেষে কৈল গুরু পুত্রের কাহিনী।
শুনিঞা দৈবকী বলে মনে অনুমানি॥
ব্রাহ্মণের মরা পুত্র আন নরহরি।
তবে কেনে আমি ছয় পুত্র লাগি মরি॥
এত মনে করি নারায়ণে ডাক দিয়া।
কহিলা মনের কথা বিরলে বসিয়া॥
শুন শুন ওহে পুত্র কমল-লোচন।
তোর ছয় ভাই কংস করিল নিধন॥
আযতনে আনি দিলে গুরুর নন্দন।
তবে কেনে না ঘুচাহ আমার ক্রন্দন॥
দৈবকী-রোদন দেখি দেব নরহরি।
ভায়ের মরণ চিত্তে চিত্ত স্থির করি॥
খেয়ানে জানিল তত্ত্ব দেব দামোদরে।
মরীচি ঔরসে পুত্র পূর্ণার উদরে॥
সেই ছয় জনা মোর সহোদরগুলি।
কপিলের স্থানে আছে আমি নাহি জানি॥
এত অনুভব করি দেব জনার্দ্দন।
সত্বরে করিলা মাতৃচরণ বন্দন॥
প্রবেশ করিলা প্রভু সমুদ্রের নীরে।
তরাতরি গেলা বলি রাজার দুয়ারে॥

সে কপিল দেব বলি রাজার দুয়ারী।
দেখিয়া গোবিন্দে করপুটে নমস্করি॥
সংভ্রমে গোচর কৈল সে বলি রাজনে।
শুনি দৈত্যপতি সুখে হৈল অচেতনে॥
করপুট করি আইলা গোবিন্দের স্থানে।
করিল প্রণাম কোটি অভয় চরণে॥
হরি বলে শুন বিরোচনের কুমার।
তাই লাগি এত দূর গমন আমার॥
আনি দেহ ছয় ভাই যাব নিজ দেশ।
তাই দিয়া ঘুচাইব জননীর ক্লেশ॥
বলি বলে শুন প্রভু বচন আমার।
তোমার চরণ আশে আনিল কুমার॥
পূর্ব্বেতে মরীচি পূর্ণা বহু তপ কৈল।
তেকারণে ছয় পুত্র উদরে ধরিল॥
কেবল অসুর সেই মরীচি-নন্দন।
তোমা পাইবার আশে তাহার গমন॥
দৈবকীর পুত্র হৈয়া পাইব তোমারে।
তথির কারণে জন্ম মথুরা নগরে॥
শিশুকালে বধ কৈলে কংস দৈত্যপতি।
আমি আনি থুইল নিজ বালক সংহতি॥
আজ্ঞা কর কুমার আনিয়ে এইথানে।
সফল হইল দেখি ও দুই চরণে॥
তোমার চরণ-পদ্ম বেদ অগোচর।
তোমার মহিমা গুণ সর্ব্বপরাৎপর॥
এত বলি রাজা নিজ অন্তঃপুর যাঞা।
আনিল কৃষ্ণের ভাই কাঞ্চনে সাজাইঞা॥
ভাই দেখি গোবিন্দ চড়িল মনোরথে।
চলিলা মায়ের ঠাঞি মথুরার পথে॥
দৈত্যপতি আর দেবহূতির নন্দন।
শুক্রনিন্দা বলি তারা আইলা দুই জন॥
চারি জনে প্রণমিল প্রদক্ষিণ হৈয়া।
আলিঙ্গন দিলা প্রভু তা সভারে দয়া॥
যথাবিধি সম্ভাষা করিয়া চারি জনে।
পাঞ্চজন্য বাজাইঞা করিলা গমনে॥
আঁখির নিমিষে গেলা সেই মধুবন।
মায়ে পুত্র দিয়া কৈল চরণ বন্দন॥

আনন্দে বিভোল হৈল দৈবকীর চিত।
সুখের সাগরে ভাসে নাহি পরিমিত॥
হেন বেলে ছয় পুত্র করি যোড় করে।
মায়ে নমস্করি কথা কহে ধীরে ধীরে॥
শুন শুন জননি করিয়ে নিবেদন।
আমরা মুনির পুত্র পূর্ণার নন্দন॥
কৃষ্ণ পাইবার আশে তুমার কুমার।
তুমি থাক আমরা যাইয়ে স্বর্গদ্বার॥
মায়ে নমস্করি সেই ভাই ছয় জন।
দেখিতে দেখিতে স্বর্গ করিল গমন॥
ছয় পুত্র মুক্ত হৈল দৈবকী দেখিয়া।
আনন্দে গোবিন্দ কোলে করিল আসিয়া॥
লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিল বদন-কমলে।
নিজ অন্তঃপুরে গেলা হরি করি কোলে॥
মায়ের সংহতি কৃষ্ণ করিয়া শয়নে।
হেন বেলে গোপিকার প্রেম পড়ে মনে॥
সত্বরে ডাকিল পাত্র উদ্ধব ঠাকুর।
গোপীর প্রবোধে পাঠাইল ব্রজপুর॥
হরি বলে শুন হে উদ্ধব মহামতি।
বহুত পিরিতি মোর গোপীর সংহতি॥
প্রতি ঘরে ঘুরি ঘুরি করিবে সান্ত্বনা।
মোর অনুতাপে গোপী পাইছে যাতনা॥
না করি বিলম্ব তুমি করহ গমনে।
শীঘ্রগতি চল তুমি গোপীর সান্ত্বনে॥
গোবিন্দের আজ্ঞা পাঞা উদ্ধব ঠাকুর।
সত্বরে চলিয়া গেল সেই ব্রজপুর॥
গোকুল নিকটে যদি সে উদ্ধব গেল।
কৃষ্ণের ভরমে সব ব্রজাঙ্গনা আইল॥
কেহ বলে আইল কৃষ্ণ বনমালাধর।
কেহ বলে শ্যামল সুন্দর কলেবর॥
কেহ বলে পরিধান দেখ পীত বাস।
কেউ বলে না চিন উদ্ধব হরিদাস॥
কৃষ্ণদাস উদ্ধব জানিঞা ব্রজাঙ্গনা।
লজ্জা পরিহরি কহে অনেক যাতনা॥
গোপী বলে শুন হে উদ্ধব মহাশয়।
কৃষ্ণের সমান প্রেম হবেক না হয়॥

হেন কৃষ্ণ ব্রজাঙ্গনা দেখি, কুলচারী।
বিভোলে রহিলা গিঞা মথুরা নগরী॥
যে কৃষ্ণ আসিয়া আজি দুখে দিল কান্দি।
যার লাগি চিত্ত কৈল লোকের নিয়মি॥
যার লাগি তেয়াগিল পতি-পুত্রগণে।
হেন কৃষ্ণ আজ আর নহে দরশনে॥
হরি বলে মধুপুরী নারিল দেখিতে।
অমূল্য রতন হরি হারাইল হাতে॥
গোপীর করুণা দেখি দূত মহামতি।
হরি সম্বোধিয়া করে ব্রজাঙ্গনে স্তুতি॥
দূত বলে শুন শুন মদন-রমণি।
গোপী বিনে অন্য নাঞি বলে চক্রপাণি॥
জাগিতে ঘুমিতে আর শয়নে ভোজনে।
অনুক্ষণ গোপী বিনু অন্য নাঞি মনে॥
ধন্য ধন্য বৃন্দাবন ধন্য গোপীগণ।
যার লাগি মথুরাতে ব্যগ্র নারায়ণ॥
অচিরে আসিব হরি করহ বিশ্বাস।
জানিহ উদ্ধব মোর নাম হরিদাস॥
কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট-অন্নে মোর তনুখানি।
তন মনে কৃষ্ণ বিনু অন্য নাহি জানি॥
জানিহ নিশ্চয় করি আমার বচন।
আজি কালি ভিতরে আসিব নারায়ণ॥
সেই কমনীয় রূপ হৃদয়ে ভাবিয়া।
দেখিহ সে পাদপদ্ম চিত্ত নিবেশিয়া॥
যোগেন্দ্রের ধর্ম কৃষ্ণ তপস্বীর ধ্যান।
হেনক গোবিন্দ বিনে না ভাবিহ আন॥
যোগ শিক্ষা করাইঞা দূতের গমন।
সত্বরে সে মধুপুরে দিল দরশন॥
পুরী প্রবেশিয়া, হরি প্রণাম করিল।
গোপীর বিলাপ-কথা কহিতে লাগিল॥
গোপীগণ-বিলাপ শুনিয়া দামোদর।
মনে বিষাদিত হৈয়া না দিল উত্তর॥
হেন বেলে জরাসন্ধ রাজার কুমারী।
কংসের মরণ বাপে কহিল গোচরি॥
শুন শুন ওহে পিতা মগধ-নিপতি।
তুমি বিদ্যমানে মোর স্বামীর দুর্গতি॥
যে কংস-প্রতাপে কাঁপে পৃথ্বী পাতাল।
হেন কংস মারে কৃষ্ণ মল্ল আসিলায়॥
শিশুকালে পুতনা মারিল স্তন-পানে।
তার পাছু তৃণাবর্ত্ত শকট ভঞ্জনে॥
যোদ্ধা অঘাসুর আর বক মহাশূর।
তার পাছু কেশী ব্যোম করিলেন দূর॥
কুবলয়াপীড় অযুতেক বল ধরে।
হেন কুবলয় মাইল রাজার দুয়ারে॥
শুন শুন ওহে বাপু স্থির করি মন।
রাজচক্র ধরি মার দৈবকী-নন্দন॥
দুহিতার কথা শুনি মগধ-নিপতি।
সৈন্য সাজহ আজ্ঞিল শীঘ্রগতি॥
তের অক্ষৌহিণী সেনা একত্র করিয়া।
মথুরা বেড়িতে যায় রাজচক্র লঞা॥
হয়-খুর-ধূলে আচ্ছাদিল দিনমণি।
এত সৈন্য জরাসন্ধ করিল উঠানি॥
কটক দেখিয়া মথুরায় পুরজন।
সত্বরে কৃষ্ণের ঠাঞি কৈল নিবেদন॥
রাজচক্র লঞা জরাসন্ধের পয়ান।
এবে কি করিব কহ প্রভু ভগবান্॥
পুরজন কাতর দেখিয়া যদুবীর।
স্বসৈন্য সমেত আইল গড়ের বাহির॥
হল মুষলের বল করিল গমন।
গোবিন্দের হাতে অস্ত্র নাম সুদর্শন॥
হরি বলে শুন হে অগ্রজ হলধর।
রথ চালাইঞা দেহ সৈন্যের ভিতর॥
রাজা না মারিহ শুন বল মহামতি।
রাজা এড়ি সেনাপতি মার শীঘ্রগতি॥
চক্রবর্ত্তী রাজা বটে মগধ-ঈশ্বর।
পুনরপি এক ঠাঞি করিব সত্বর॥
সর্ব্ব সৈন্য মারিয়া পাঠাহ যম-দ্বারে।
পুনরপি আইসে যেন মগধ-ঈশ্বরে॥
কৃষ্ণ দেখি জরাসন্ধ রথে আগে দিয়া।
কেনে মারিবার তরে আইলা ধাইয়া॥
জরাসন্ধ-কন্যা আজি [illegible]
কোদণ্ড বাণ ধরিয়া করিল নিকর॥

বেথিত করিয়া সর্ব্ব রাজার নন্দন।
অবশেষে সর্ব্ব সৈন্য করিল নিধন॥
সেনাপতি পড়িল দেখিয়া নরপতি।
সংভ্রমে পালাঞে যায় আপন বসতি॥
তা দেখিয়া ঈষত হাসিয়া হলধর।
লাঙ্গল তুলিয়া দিল মগধ উপর॥
হেন বেলে আকাশে হইল দৈববাণী।
জরাসন্ধ না মারিহ শুনহ কাহিনী॥
ভীমসেনের বধ্য বলি না হয়ে তুমারে।
ছাড়ি দেহ জরাসন্ধ দেব হলধরে॥
শুনি দেব-কথা হলধর ভগবান্।
মগধ ছাড়িয়া দিল না কৈল নিধন॥
পালাইল জরাসন্ধ মগধের রাজা।
আনন্দে নাচয়ে মধুপুরের প্রজা॥
পালাইলা জরাসন্ধ সংগ্রাম ছাড়িঞা।
সেনাপতির রক্তে নদী চলিল বহিঞা॥
শিশুপাল দন্তবক্র কাশী-নরপতি।
পালাএ সকল রাজা হইয়ে বিরতি॥
জরাসন্ধ রণে ভঙ্গ দেখি দেবগণ।
গোবিন্দ উপরে করে পুষ্প বরিষণ॥
সংগ্রাম জিনিঞা ঘর গেলা নারায়ণ।
ধন্য ধন্য লোকে বলে সকল ভুবন॥
এথা জরাসন্ধ রাজা আসি নিজালয়।
পাত্র মিত্র ডাকিয়া সংগ্রাম-কথা কয়॥
তের অক্ষৌহিনী সেনা এক এক করি।
গেলাহু মথুরা পুরী রাজচক্র করি॥
রাম কৃষ্ণ দুই ভাই দেব অবতার।
তের অক্ষৌহিনী সেনা করিল সংহার॥
সংগ্রাম ছাড়িয়া দিল জীবন কারণ।
এবে কি করিব কহ পাত্র মিত্রগণ॥
যদি আজ্ঞা কর যুদ্ধ করি আর বার।
প্রাণে ধরি রাম কৃষ্ণ আনিব এবার॥
এত অনুমান করি মগধ-ঈশ্বর।
সেনাপতি লঞে চলে মথুরা নগর॥
জরাসন্ধ কপট দেখিয়া নারায়ণ।
যুঝিতে আইলা করি ভৈরব গর্জ্জন॥
নিজ বাহুবলে সৈন্য কাটিল সকল।
সংগ্রামেতে রক্তে ক্ষিতি করে টলবল॥
অতি বেগবতী রক্ত-নদী যায় বঞে।
পালায়ে মগধ-পতি সংগ্রাম ছাড়িঞে॥
এই মত ভঙ্গ দিল সপ্তদশ বার।
তথাপি না ছাড়ে মূর্খ অসুর দুর্ব্বার॥
শিশুপাল দন্তবক্র শাল্ব মহামতি।
মন্ত্রণা করিএ কালযবন সংহতি॥
তের অক্ষৌহিনী সেনা একত্র করিয়া।
অষ্টাদশ বার আইল সর্ব্ব সৈন্য লঞা॥
স্বসৈন্য সমেত আইল মথুরা নগর।
দৈত্য দেখি সংভ্রমে আইলা গদাধর॥
কাটিল রাজার সৈন্য সন্ধান পুরিয়া।
ভঙ্গ দিল জরাসন্ধ বিরথী হইয়া॥
রণে ভঙ্গ দিল তবে যবনের পতি।
রণমধ্যে থাকি বলে শুন হীনজাতি॥
গোপ হঞা মোর সঙ্গে কেনে কর রণ।
অকারণে হারাইবে আপন জীবন॥
ভঙ্গ দেহ গোবিন্দাই জীবনের আশে।
যদবধি প্রাণ মোর ছাড় নাঞি পাশে॥
ততক্ষণে মনেতে ভাবিলা নারায়ণ।
মুচুকুন্দের বধ্য এই পাপিষ্ঠ যবন॥
সুখে নিদ্রা যায় রাজা গুহার ভিতরে।
তার দৃষ্টে যবন ভস্ম জানিল অন্তরে॥
সেই মুচুকুন্দ রাজা মান্ধাতার নন্দন।
দেবতার বরে কৈল অসুর নিধন॥
তুষ্ট হঞা দেবগণ তারে দিলা বর।
সেই বরে নিদ্রা যায় গুহার ভিতর॥
এত মনে করি এক সর্পঘট করি।
যবনের ঠাঞে পাঠাইলা ত্বরা করি॥
সর্পঘট দেখি সেই যবন হাসিল।
লক্ষ লক্ষ পিপীলিকা ঘটেতে পুরিল॥
পাঠাইঞে দিল ঘট গোবিন্দ গোচরে।
ঘট দেখি গদাধর অনুমান করে॥
একা আমি অর্ব্বুদে অর্ব্বুদে ম্লেচ্ছগণ।
তে কারণে করে বীর এতেক তর্জ্জন॥

এত মনে করিয়া ছাড়িল সিংহনাদ।
শুনি কালযবনে সে গুণিল প্রমাদ॥
ম্লেচ্ছ রাজা সঙ্গে হরি সংগ্রাম করিঞা।
মায়া করি পালাইলা রণে ভঙ্গ দিয়া॥
গুহার ভিতরে যাঞা দেব নারায়ণ।
মক্ষিকার রূপে তথা হৈলা অদর্শন॥
সৈন্য এড়ি গেলা বীর গুহার ভিতরে।
দেখিল জনেক শুঞে পালঙ্ক উপরে॥
কৃষ্ণ জ্ঞান করি বলে ম্লেচ্ছ-নরপতি।
রণে ভঙ্গ দিয়া নিদ্রা যাহ পাপমতি॥
বেদে বুঝাইল নিদ্রাভঙ্গ নাঞি করি।
তে কারণে মায়ানিদ্রা যাহ নরহরি॥
পালাইঞে ধর্ম্মবুদ্ধি হইল তোমার।
এত বলি নাথি মারে যবন-কুমার॥
নাথির আঘাতে রাজা আঁখি মেলি চায়।
দরশনমাত্রে ম্লেচ্ছ ভস্ম হৈয়া যায়॥
ভস্মরাশি হৈল যবে সে কাল-যবন।
স্বর্গে রহি পুষ্পবৃষ্টি কৈলা দেবগণ॥
অতি বিপরীত দেখি সেই নিপবর।
পুনরপি আঁখি মুদি চিন্তিল অন্তর॥
অন্তরে দেখিল চতুর্ভুজ নারায়ণ।
শঙ্খ চক্র বনমালা গরুড় বাহন॥
তপস্যা কারণে পুনরপি আখি মেলি।
আঁখি ভরি দেখিল গোবিন্দ বনমালী॥
রাজা বলে শুন প্রভু কমললোচন।
তোমা দরশনে হৈল সফল জীবন॥
দেহ পরিচয় প্রভু না ভাণ্ডিহ মোরে।
কি কারণে গমন করিলা এত দূরে॥
হরি বলে শুন রাজা বলিএ তুমারে।
ক্ষীরোদ ছাড়িয়া জন্ম বসুদেব-ঘরে॥
কংস আদি দৈত্যগণ করিল নিধন।
তার পাছু আইল দুষ্ট এ কাল-যবন॥
তোর দৃষ্টে সে কাল-যবন ক্ষয় আছে।
তেকারণে আমি আইলাম তোর কাছে॥
মনের বাঞ্ছিত রাজা মাগি লেহ বর।
মোরে কৃপা করি যাব মথুরা নগর॥
রাজা বলে শুন প্রভু দেব ভগবান।
তোমা দরশনে পাইল অশেষ নির্ব্বাণ॥
এত বলি কান্দে রাজা ধরণীর তলে।
শরীর ভাসাঞে দিল নয়নের জলে॥
রাজার নিবিড় ভক্তি দেখি নারায়ণ।
কৃপা করি সালোক্য দিলেন ততক্ষণ॥
হরি বলে শুন শুন মান্ধাতার কুমারে।
ব্রাহ্মণ-শরীর ধরি পাইবে আমারে॥
গৌরচন্দ্র অবতার হবে কলিযুগে।
জগতের গুরু বলি বলিব মহাভাগে॥
হরি দরশনে মুক্ত হৈলা নরপতি।
মথুরা আইলা কৃষ্ণ দারুক সংহতি॥ * ॥

—o—

এক দিন গোবিন্দ বসিয়া বীরাসনে।
মথুরা ছাড়িব যুক্তি করিল নিদানে॥
হরি বলে শুন সর্ব্ব বন্ধুগণ ভাই।
মথুরা ছাড়িয়া চল অন্য স্থানে যাই॥
প্রবল অসুর নিতি উপদ্রব করে।
হেন ঠাঞি চল যথা লঙ্ঘিতে না পারে॥
অগ্রজের সঙ্গে যুক্তি নিতান্ত করিয়া।
চলিলা সমুদ্রতীরে বিমানে চড়িয়া॥
কূলে হরি দেখি জলপতির গমন।
তটে উঠে প্রণাম করিল ততক্ষণ॥
করপুট করি বলে সেই জলপতি।
কি করিব আজ্ঞা কর প্রভু লক্ষ্মীপতি॥
জলপতি-বচন শুনিঞা নারায়ণ।
আজ্ঞা কৈল স্থল দেহ দ্বাদশ যোজন॥
গোবিন্দের আজ্ঞা পাঞে বলে জলপতি।
কুশস্থলী নামে [আছে] অভ্যন্তর ক্ষিতি॥
পূর্ব্বে রেবতের পুরী ছিল সেই স্থানে।
তোমার বসতি-যোগ্য শুন নারায়ণে॥
দ্বিতীয় গোলোক সেই রেবত-নিলয়।
সেই স্থল ছাড়ি দিল শুন মহাশয়॥
জলনিধির স্থানে স্থল পাঞে গোবিন্দাই।
বিশ্বকর্ম্মা ডাকার করিল সেই ঠাঞি॥

হরি বলে বিশ্বকর্ম্মা মোর বোল ধর।
বিবিধ রতনে পুরী নিরমাণ কর॥
আজ্ঞা শিরে করি বিশ্বকর্ম্মার গমন।
বিবিধ রতনে পুরী করয়ে গঠন॥
প্রবাল পাথরে চারি দিয়াল বনাঞে।
মণি-মাণিক্যে রচিত ঠাঞি ঠাঞি দিঞে॥
ঝলকদা পুন তথি দিয়া থরে থরে।
সুবর্ণ-জড়িত দিল কতেক পাথরে॥
হেন মতে চারিখানি দিয়াল করিয়া।
চন্দনের রলা দিল উপরে চড়াঞা॥
বিচিত্র পাটের সুতে করিয়া বন্ধন।
চালের নির্ম্মাণ করে পরম যতন॥
নীল পীত শ্বেত রক্ত পাটের থোপনি।
ঠাঞি ঠাঞি দিঞা বন্ধন করে চালখানি॥
চারি চালে বান্ধে মণি-মাণিক্য প্রবাল।
মেঘমধ্যে বিজুরি যেন করে ঝলমল॥
ঝিকর ছায়নি ঘর উপরে শ্রীখণ্ড।
রবির কিরণে যেন অরুণের কুণ্ড॥
মেঘাগমে দেখি যেন নিবিড় আন্ধার।
হেন সিতিকণ্ঠ-পাখে চালের বিথার॥
দিব্য অঙ্কুরের স্তম্ভ পিড়ার উপর।
প্রবালের ধারে তথি অতি মনোহর॥
ঘরের চারিটা দ্বার মুকুতা প্রবাল।
মধ্যাহ্ন সূর্য্যের হেন করে ঝলমল॥
মাঝা কাচঢালা পিড়া প্রবাল পাথরে।
নানা বর্ণে কাচঢালা আগিনা উপরে॥
বিচিত্র প্রাচীর দিল ঘরের বাহিরে।
স্থানে স্থানে কৈল তাহা বিচিত্র কুটীরে॥
এতেক আওাসে চারি চতুঃশালা করি।
অযুতেক আওাস করিল সারি সারি॥
হেনক আওাস করি গড়ের ভিতরে।
নির্ম্মাণ করিল পুরী অতি মনোহরে॥
চতুর্দ্দিগে জলনিধি মধ্যে পুরীখান।
অবহেলে বিশ্বকর্ম্মা করিল নির্ম্মাণ॥
গোলোক অধিক পুরী অতি মনোহর।
যেখানে রহিব প্রভু সে অষ্ট প্রহর॥

পুরীর ভিতরে যত চতুষ্পথ ছিল।
বিবিধ পাথরে তাহা বান্ধিয়া রাখিল॥
আওাসে আওাসে কূপ করিয়া খনন।
প্রবাল পাথরে তাহা করিয়া বন্ধন॥
পুরীমধ্যে যত কৈল দীঘি সরোবর।
বান্ধিল তাহার ঘাটে বিচিত্র পাথর॥
পুরী নিরমাণ করি অতি মনোহর।
চলি গেলা বিশ্বকর্ম্মা যথা গদাধর॥
অসংখ্য প্রণাম করিয়া শ্রীচরণে।
বিদায় করিয়া গেলা আপন ভুবনে॥
পুরী নিরমাণ দেখি দেব নরহরি।
শুভ ক্ষণে নাম থুইল দ্বারকা নগরী॥
পুরী দেখি আসিয়া সে মথুরা নগরে।
পরিজন চালাইঞে দিল থরে থরে॥
দ্বারকা নগরে থুঞে সর্ব্ব প্রজাগণ।
একাকী আইলা প্রভু সেই মধুবন॥
মধুবনে আসি উগ্রসেনে থুঞা পাটে।
করএ বিনোদ খেলা মথুরা নিকটে॥
পাটে রাজা উগ্রসেন মথুরা নগরে।
রথে রাম কৃষ্ণ ফিরে নগরে চত্বরে॥
হেনই সময়ে আইল মগধনিপতি।
বেড়িল সে মধুবন অসুর সংহতি॥
রাম কৃষ্ণ জরাসন্ধ-কটক দেখিয়া।
রথ এড়ি গোমন্থনে লুকাইল গিয়া॥
গোমন্থনে গোবিন্দ দেখিয়া নিপবর।
সংভ্রমে চলিয়া গেল শিখর উপর॥
খোঁজ করি না পাইয়া রাম দামোদর।
আগুনি জালিল তবে গোমন্থের উপর॥
পর্ব্বতনিবাসী পুড়ে আগুনের জালে।
রাখ রামকৃষ্ণ বোল ঘনে ঘনে বোলে॥
কথা শুনি বিশ্বম্ভর হৈয়া নারায়ণ।
চাপিল পর্ব্বত গেল পাতাল ভুবন॥
পর্ব্বতের আগুনি নিভাইয়া দামোদর।
এক লাফে গেলা সেই দ্বারকা নগর॥
পর্ব্বতে মগধ রাজা না পাঞে উদ্দেশ।
রাজচক্র লয়া গেল আপনার দেশ॥

অবশেষে আইল সেই উগ্রসেন রাজা।
সুখে নিবসয়ে সর্ব্ব দ্বারকার প্রজা॥*॥

—— ০ ——

এক দিন নরহরি বসি বীরাসনে।
নিজ পরিবার চিন্তা করে মনে মনে॥
ধরণীর ভার লাগি ক্ষীরোদ ছাড়িল।
ধরা দ্রোণ কারণে গোকুল-লীলা কৈল॥
অদিতি কশ্যপ লাগি মথুরা গমন।
তাহাতে বিপক্ষ হৈল মগধরাজন॥
অতি উপদ্রবে ছাড়ি দিল মধুবন।
আসিয়া বসতি কৈল দ্বারকা ভুবন॥
মানুষ হইতে দেবগণের যতন।
হেন লীলা করি যেন ঘোষে জগজন॥
এত অনুমানে বসি আছেন দামোদর।
হেন বেলে রেবত আইলা দ্বারকা নগর॥
অতি উচ্চ মানুষ দেখিয়া পুরজনে।
সশঙ্কিত হয়া পুছে গোবিন্দ-চরণে॥
লোক বলে শুন শুন ত্রিদশের প্রভু।
এত উচ্চ মানুষ দেখিয়ে নাঞি কভু॥
এ পুরুষ কোন জাতি কহ শ্রীনিবাস।
উচ্চ কলেবর দেখি লাগিল তরাস॥
দ্বারকার লোকের কথা শুনি দামোদর।
কহিতে লাগিলা রেবতের মন্বন্তর॥
হরি বলে শুন লোক নিবেশিয়া মন।
ও রাজা রেবত কুশস্থলীর রাজন॥
কুশাদের পুত্র রাজা বড় পুণ্যবান্।
কন্যা লয়্যা ব্রহ্মলোকে করিল প্রয়াণ॥
পুটাঞ্জলি কৈল রাজা ব্রহ্মার গোচরে।
আজ্ঞা কর এই কন্যা দিব আমি কারে॥
প্রজাপতি বলে শুন কুশাদ-নন্দন।
অকারণে ব্রহ্মলোকে করিলে গমন॥
মুহূর্ত্তেকে ব্রহ্মলোকে আছহ বসিয়া।
তোর দেশে এ খণ্ড প্রলয় গেল বঞা॥
ডুবিল তুমার পুরী নাঞি অবশেষ।
কন্যা লয়্যা যাহ তুমি আপনার দেশ॥

যদি দেশ থাকে কন্যা রাখিহ সেখানে।
না থাকিলে যাবে শীঘ্র দ্বারকাভুবনে॥
ভারাবতারণে রাম-কৃষ্ণ দুই জনে।
সেই রামে রেবতী করিহ সমর্পণে॥
তেকারণে আইল রাজা দ্বারকা-ভুবন।
কহিল সকল কথা শুন পুরজন॥
উদ্ধব অক্রূর ডাকি বলে নারায়ণ।
অগ্রজের বিভা দিব কর আয়োজন॥
দ্বারকা নগরমধ্যে ফিরাহ ঘোষণা।
আজ্ঞা কর নানা শব্দে বাজুক বাজনা॥
দেশে দেশে সর্ব্ব রাজা আন আহরিয়া।
রেবত রাজার স্থানে দেহ বিবরিয়া॥
রেবতী কারণে কর নানা অলঙ্কার।
নানা দ্রব্যে পূর্ণ কর লক্ষ্মীর ভাণ্ডার॥
আসিব অনেক রাজা বিভা দেখিবারে।
তার তরে বাসা কর প্রতি ঘরে ঘরে॥
গোবিন্দের আজ্ঞা পাঞা উদ্ধব অক্রূর।
ভাণ্ডারে আনিঞা দ্রব্য করিল প্রচুর॥
বিজ্ঞাপনে আইল সকল রাজগণ।
তা সভারে দিলেন অনেক আয়োজন॥
অতি সুখে দ্বারকা নগরে উতরোল।
কর্ণ পাতি নাহি শুনে কেহ কারু বোল॥
পড়ামা মাদল বাজে এ খোল করতাল।
দুন্দুভি ঝর্ঝরি বাজে শুনিতে রসাল॥
কবিলাস সপ্তস্বরা পিনাক ভৈরব।
জয়ঢাক বাজে যার শব্দ যায় দুর॥
হেন মতে বাদ্যভাণ্ড দ্বারকা নগরে।
মহামহোৎসব অন্তঃপুরের ভিতরে॥
বসুদেব দৈবকী করিয়া শুভক্ষণে।
রেবতীরে গন্ধ দিতে পাঠায় ব্রাহ্মণে॥
হেন বেলে স্বর্গ হৈতে আসি বিদ্যাধরী।
বিবিধ প্রকারে সাজে রেবতী সুন্দরী॥
অলকা তিলক দিয়ে বেশ বনাইল।
বান্ধিয়া পাটের জাদ তাহাতে রচিল।
সিন্দূরের বিন্দু মাঝে কাজলের বিন্দু।
শ্রীমুখের শোভা যেন শরদের ইন্দু॥

দু বাহু মুচুকি শঙ্খ অতি বিলক্ষণ।
তাহার উপরে শোভে সোনার কঙ্কণ॥
কটির উপরে ক্ষুদ্র ঘণ্টিকার শ্রেণি।
জিনিয়া অশেষ যন্ত্র সুমধুর বোলি॥
নব নব মুকুতা প্রবাল দোলে গলে।
মকর কুণ্ডল দুই শ্রবণে হিল্লোলে॥
নাসাস্থলে গজমতি শুদ্ধ মতিময়।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন করিল উদয়॥
পরিধান পট্টখুনি অতি ঝলমলি।
হৃদয়ে তুলিয়া দিল বক্ষের কাচুলি॥
ভাণ্ডারে যতেক ছিল দ্রব্য অভরণ।
সর্ব্ব অঙ্গে পরাইল বিদ্যাধরীগণ॥
হেন বেলে হঞে গেল বিবাহ সময়।
সময় দেখিয়া বলে কুশাদতনয়॥
ঝাট আন সঙ্কর্ষণ স্বয়ম্বর স্থানে।
শুভ ক্ষণে রেবতী করিব সমর্পণে॥
হেন বেলে তথা গেলা দেব হলধর।
তা দেখিয়া পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া নৃপবর॥
সাতভি আনিল সর্ব্ব বিদ্যাধরীগণ।
সপ্ত বার সাতভি করিল সঙ্কর্ষণ॥
রতন-পিড়িতে থুয়া রেবতী সুন্দরী।
আশে পাশে প্রদীপ জ্বালিয়া সারি সারি॥
বাহির করিল কন্যা স্বয়ম্বর স্থানে।
কন্যা দেখি বলাই হাসিলা মনে মনে॥
সে বেলে অখণ্ড পর্ণ দুই হস্তে করি।
স্বামী প্রদক্ষিণ করি রেবতী সুন্দরী॥
প্রদক্ষিণ করি দোহেঁ মুখ নিরীক্ষণ।
হেন বেলে পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণ॥
পুষ্পের ছামানি দোঁহে হৈল শুভ ক্ষণে।
দেখিয়া আনন্দে নাচে সর্ব্ব দেবগণে॥
রত্ন-বেদিমধ্যে দাণ্ডাইলা দুই জন।
হেন বেলে তথা গেলা রেবত রাজন॥
তাল বৃক্ষ দেখি কন্যা হেন হলধর।
লাঙ্গল তুলিয়া দিল কান্ধের উপর॥
রূপে গুণে সমান হইলা দুই জনে।
বসিলা দুই দিগে দোহেঁ লইতে অর্চ্চনে॥
কন্যার অর্চ্চনা করিয়া নরপতি।
হলধর-হস্তে তুলি দিলেন রেবতী॥
কন্যা সমর্পণ করি কুশাদ-নন্দন।
যৌতুক আনিয়া দিল অমূল্য রতন॥
করপুট হঞে রাজা করে পরিহার।
ভাল মন্দ দোষ গুণ না লবে আমার॥
হেন বেলে রাজারে করিয়া নমস্কার।
রেবতী লইঞে চলে রোহিণীকুমার॥
চতুর্দ্দোল উপরে চড়িঞে দুই জন।
নানা নৃত্য-গীত-বাদ্যে করিল গমন॥
সংভ্রমে চলিয়া গেলা পুরের ভিতরে।
মহামহোৎসব হৈল দ্বারকা নগরে॥
আনন্দে রোহিণী পুত্রবধূ উলথিয়া।
করিল নিছুনি ধন গৃহমধ্যে থুয়া॥
হেন বেলে সেই দ্বারকার পুরজন।
যৌতুক আনিয়া দিল মাণিক-রতন॥
শ্রীকৃষ্ণবিলাস-রস সর্ব্বপরাৎপর।
হেন রসে উনমত্ত শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর॥

——o——

অগ্রজের বিভা দিয়া দেব দামোদর।
নিজ পরিবার চিন্তা করিল অন্তর॥
মনে অনুভব করি দেবকী-নন্দন।
কত দূরে পাব কন্যা অতি বিলক্ষণ॥
লক্ষ্মীনাথ নাম মোর বেদ অগোচর।
লক্ষ্মীর সমান কন্যা আছে যার ঘর॥
যে মোর বনিতা হব আমি যার পতি।
অনন্যশরণ দোঁহে দোঁহা অন্য গতি॥
হেনক বনিতা পাব কাহার মন্দিরে।
বিরলে বসিয়া হরি অনুভব করে॥
ধেয়ানে জানিয়া চিন্তা করে নরহরি।
দেখিল বিদর্ভদেশে রুক্মিণী সুন্দরী॥
মনে অনুভবি দূত দিল পাঠাইঞে।
সত্বরে কৃষ্ণের দূত উত্তরিল গিঞে॥
কৃষ্ণ-দূত দেখি সেই বিদর্ভরাজন।
গোবিন্দের কল্যাণ পুছিলা ততক্ষণ॥

রাজা বলে শুন দূত আমার বিনতি।
কুশলে আছয়ে মোর দ্বারকায় পতি॥
দূত বলে শুন রাজা মোর নিবেদন।
বিবাহ কারণে পাঠাইলা নারায়ণ॥
লক্ষ্মীর সমান কন্যা আছে তোর ঘরে।
শুনিঞা নন্দের সুত পাঠাইলা মোরে॥
কৃষ্ণকথা শুনিঞা রুক্মিণী হরষিত।
আনন্দে বিভোল হৈল বিদর্ভের চিত॥
দূত আগে কহে কথা বিদর্ভরাজন।
সর্ব্বথা গোবিন্দে দিব এই মোর পণ॥
সত্য কথা কহি দূতে করিয়া বিদায়।
পাত্র মিত্র কুটুম্ব ডাকিল আগিনায়॥
রাজা বলে শুন পুত্র বন্ধু জন ভাই।
বিভাযোগ্য কন্যা ঘরে সোয়াস্ত না পাই॥
তোমরা কুটুম্ব ভাই বন্ধু পুত্রগণ।
বিনা যুক্তি কেমনে করিব নিরূপণ॥
কার ঘরে রুক্মিণীর করিব সম্বন্ধ।
সর্ব্ব জন মেলি কর যুক্তি অনুবন্ধ॥
তোমরা করিবে যুক্তি সবাই মেলিয়া।
আগে মোর নিবেদন শুন মন দিয়া॥
দ্বারকায়ে বৈসে কৃষ্ণ বসুদেব-সুত।
তারে কন্যা দিতে মোর চিত্তে অনুরত॥
যদি আজ্ঞা কর কন্যা আনি দিয়ে তারে।
বুঝিয়া কহিবে কথা মোর বরাবরে॥
কথা শুনি রুক্মী যুবরাজ রাজসুত।
পিতা তিরস্কার করি কহে অদভুত॥
অতি বৃদ্ধ রাজা বুদ্ধি নাহিথ শরীরে।
কন্যা-যোগ্য পাত্র ভাল চিন্তিলে অন্তরে॥
গুআলা পুষিল উগ্রসেন অনুচরে।
বসতি সমুদ্রকূলে কেবল তস্করে॥
হেন জনে কন্যা দিবে হঞা মহামতি।
কন্যা দিয়া জাতি মজাইবে নরপতি॥
মোর বোল শুন পিতা বিদর্ভের রাজা।
শিশুপালে কন্যা দিয়া কর তার পূজা॥
দমঘোষ-সুত আর সংসারে গোচর।
শিশুপাল যোগ্য বর শুন নৃপবর॥

শুনিয়া রুক্মীর কথা রাজা জরাসিন্ধু।
শুন শুন রাজা তুমি বট আপ্তবন্ধু॥
তে কারণে কহি কথা কর অবগতি।
রুক্মী কহে সভাকার মনের যুগতি॥
সহজে অধম্ম কৃষ্ণ গুআলা-তনয়।
কভু ক্ষেত্রি কভু গোপ নাহিথ নিশ্চয়॥
তোমার কন্যার যোগ্য শিশুপাল রাজা।
শীঘ্র কন্যা দিয়া ধনে কর তার পূজা॥
জাতি-পাতি-হত সেই অতি দুরাশয়।
মায়াজাল করি পাছে কন্যা হরি লয়॥
সাবধান হৈয়া কন্যা দেহ শিশুপালে।
একবাক্যে সর্ব্ব রাজা রহিব কুশলে॥
জরাসন্ধ আদি যদি অনুমতি দিল।
শিশুপালে কন্যা দিতে বিদর্ভ চলিল॥
যেই বরমাল্য দিব দমঘোষ-সুতে।
শুনিঞা রুক্মিণী দেবী পড়িলা ভূমিতে॥
বিষাদ করিয়া কান্দে রাজার নন্দিনী।
কিমতে শুনিব ইহা দেব চক্রপাণি॥
ক্রন্দন সম্বরি দেবী স্থির করি মন।
ডাকিয়া আনিল এক কুলের ব্রাহ্মণ॥
প্রণতি করিয়া বলে শুন বিপ্রবর।
সত্বরে চলিয়া যাহ দ্বারকা নগর॥
প্রণতি বলিহ মোরে গোবিন্দ-চরণে।
সে চরণ বিনে অন্য না জানিয়ে মনে॥
রুক্মী বোলে পিতা মোরে দেই শিশুপালে।
না আইলে সর্ব্ব কার্য্য হইব বিফলে॥
যদি না আসিবে এথা কমললোচন।
শ্রীচরণ বিনু আমি তেজিব জীবন॥
আজন্ম ভরিয়া কৈল সে চরণ আশ।
এবে রুক্মী-বোলে বাপ করয়ে নৈরাশ॥
শীঘ্র আসি পরিগ্রহ কর দীনমণি।
যাবত শরীরে আছে এ পাপ পরাণী॥
এত বলি ব্রাহ্মণেরে বিদায় করিলা।
কৃষ্ণ অনুধ্যান করে বিরলে বসিয়া॥
ত্বরাত্বরি গেল সেই কুলের ব্রাহ্মণ।
দিন অবসানে পাইল দ্বারকা ভুবন॥

যতেক রুক্মিণী-কথা সকল কহিল।
কথা শুনি গোবিন্দাই হরষিত হৈল॥
হরি বলে শুন বিপ্র আমার কাহিনী।
সর্ব্বথা বিদর্ভ যাঞে হরিব রুক্মিণী॥
সম্বাদ নইঞে যাহ শুন হে ব্রাহ্মণ।
বিবাহ-দিবসে আমি করিব গমন॥
বিপ্র বলে আমি যাব তুমার সঙ্গতি।
তোমা এড়ি গেলে প্রাণ ছাড়িব যুবতি॥
এত বলি কুলের ব্রাহ্মণ রহি গেলা।
এথা রাজা শিশুপালে বরণ করিলা॥
আহরিল সকল রাজার যুবরাজ।
বড় সমারোহ হৈল বিদর্ভের মাজ॥
করিল অযুত এক সোনার চৌউরি।
নেতের পতাকা দিলা তাহার উপরি॥
দুই সারি মঞ্চ কৈল বিবিধ রতনে।
রোপিল গুবাক রম্ভা তার স্থানে স্থানে॥
দ্বিতীয় অমরাবতী হৈল সেই গ্রাম।
আপনে করিব বিভা গোলোকের ধাম॥
হেন বেলে সেই বৃদ্ধ কুলের ব্রাহ্মণ।
সত্বরে বিদর্ভ লড় কমল-লোচন॥
যদি না যাইবে তুমি বিদর্ভ নগরে।
তোমার হাত্যাসে দেবী ছাড়িব শরীরে॥
হরি বলে ওহে বিপ্র শুন মন করি।
আমি তার যোগ্য বর সেই মোর নারী॥
যাইব বিদর্ভ রথে হরিব রুক্মিণী।
আনিয়া করিব বিভা শুন দ্বিজমণি॥
সে বেলে দারুকে আজ্ঞা কৈল গদাধর।
রথ সাজ ঝাট যাব বিদর্ভ নগর॥
সাজাঞে সারথি রথ আনিল সত্বরে।
গরুড় সংহতি রথ আরোহণ করে॥
সংহতি করিয়া নৈল কুলের ব্রাহ্মণ।
পবনের বেগে রথ করিল গমন॥
একলা গোবিন্দ দেখি বলাই সুন্দর।
কথোক সেনা লৈয়া পাছু লড়িলা সত্বর॥
এথা বিদর্ভের রাজা পুরোহিত নঞা।
কন্যা অধিবাস করে আনন্দিত হঞা॥
কন্যা অধিবাস এথা দমঘোষের গমন।
শুভ ক্ষণে কৈল শিশুপালের বরণ॥
মহামহোৎসব দেখি বিদর্ভ নগরে।
কান্দিতে লাগিলা দেবী নিজ অন্তঃপুরে॥
হা হা বিধি মোর কিবা লিখিল কপালে।
সিংহের ঘরণী বিভা করএ শৃগালে॥
আজনম হরগৌরী করেছি সেবন।
তভু তুষ্ট না হইলা দেব ত্রিলোচন॥
কিবা বিসদৃশ রূপ শুনিঞা আমার।
ঘৃণা করি না আইল শ্রীনন্দকুমার॥
হেন মনে করি দেবী করিলা শয়ন।
হেন বেলে বাম উরু করিল স্পন্দন॥
শরীরে লক্ষণ দেখি সে রাজ-কুমারী।
করয়ে মনন পূজা চিত্ত স্থির করি॥
মনন সকলি দেবী আখি মেলি চায়।
হেন বেলে দেখে বিপ্র নিজ আগিনায়॥
বিপ্র দেখি হঞে দেবী আনন্দিত মন।
অসংখ্য প্রণাম কৈলা চরণ বন্দন॥
প্রণতি করি সুধাইলা বিপ্রবরে।
না আইলা প্রভু মোর বিদর্ভ নগরে॥
বিপ্র বলে শুন কন্যা আমার বচন।
বিভা দেখিবারে আইলা নন্দের নন্দন॥
বিপ্র-মুখে শুনি দেবী কৃষ্ণ আগমন।
ব্রাহ্মণে নিছুনি কৈল এ পঞ্চ রতন॥
হেন বেলে গেলা প্রভু বিদর্ভ নগরে।
সত্বরে জানাল্য দুত বিদর্ভ-ঈশ্বরে॥
দূত বলে শুন শুন বিদর্ভ-ঈশ্বর।
বিভা দেখিবারে আইলা রাম দামোদর॥
শুনিঞে সংভ্রমে রাজা পাদ্য অর্ঘ্য নঞে।
সমারোহ মধ্যে দোঁহে আনিল পুজিঞে॥
দেখি জরাসন্ধ রাজা হেট মাথা হৈল।
অতি পরমাদ কার্য্য গণিতে লাগিল॥
তের অক্ষৌহিণী সেনা একত্র করিয়া।
গেলাহু মথুরা পুরী রাজচক্র লয়া॥
শিশু হয়া দুই ভাই জিনিল আমারে।
হারিয়া গেলাম যুদ্ধে অষ্টাদশ বারে॥

এখন গরুড় সঙ্গে আইলা দুই জন।
সভা জিনি কন্যা লঞে করিব গমন॥
হেন বেলে সভামধ্যে আইলা শ্রীহরি।
গজগণমধ্যে যেন সিংহ অবতারি॥
সে বেলে রুক্মিণী দেবী সখীগণ লঞে।
ভবানী পূজিতে যায় একচিত্ত হঞে॥
কুলের ব্রাহ্মণীগণ সঙ্গতি করিল।
মহামহোৎসবে চণ্ডী পূজিতে লাগিল॥
প্রবেশ করিল আসি চণ্ডিকার ঘরে।
পূজা করি মাগিয়া লইলা কৃষ্ণ বরে॥
ভর দেহ ভগবতি করি পরিহারে।
স্বামী করি দেহ মোরে শ্রীনন্দকুমারে॥
বিবিধ নৈবেদ্যে পূজা করিয়া ভবানী।
বাহির বিজয় কৈল রাজার নন্দিনী॥
দেখিয়া রুক্মিণী-রূপ সর্ব্ব রাজাগণ।
মোহ পাঞা ভূমেতে পড়িলা ততক্ষণ॥
নৃপগণে মোহিত দেখিয়া নরহরি।
রথের উপরে তুলে রুক্মিণী সুন্দরী॥
রুক্মিণী হরণ দেখি সর্ব্ব দেবগণ।
গোবিন্দ উপরে কৈল পুষ্প বরিষণ॥
রুক্মিণী হরিয়া যায়ে দেব গদাধর।
তার পাছু কটক সহিতে হলধর॥
কন্যা লয়্যা যায়ে সিংহ গর্জ্জন করিয়া।
চেতন পাইয়া নৃপগণ দেখে রঞা॥
রুক্মিণী হরিয়া কৃষ্ণ গেলা অতি দূরে।
লাজে সর্ব্ব নৃপগণ ধাইল সত্বরে॥
রুক্মী যুবরাজ সঙ্গে জরাসন্ধ ধায়।
ধনুক যুড়িয়া শিশুপাল আগে যায়॥
রুক্মী বলে কথা লয়্যা যায় পরনারী।
মৃগেন্দ্রসমূহে আসি কৈলে ভাল চুরি॥
আগুসরি ধনুক যুড়িল শিশুপাল।
তা দেখিয়া বল কোপে বাড়িল বিশাল॥
অগ্রজের কোপ দেখি দেব নারায়ণ।
ধনুক যুড়িয়া শিশুপালে দিলা রণ॥
গোবিন্দের বাণে শিশুপাল পেছাইল।
তা দেখিয়া জরাসন্ধ আগুয়ান হৈল॥

জরাসন্ধ সঙ্গে যুঝে দেব হলধর।
বাণে বাণে কাটিয়া করিল জর জর॥
রণে পরাভব পাঞে মগধ-নিপতি।
পুনরপি যুদ্ধ করে কৃষ্ণের সংহতি॥
গোবিন্দের বাণে রাজা নিস্তেজ হইয়া।
দৃঢ় কথা নিপগণে বলে ডাক দিয়া॥
শুন শুন সকল রাজার যুবরাজ।
মিথ্যা যুদ্ধে হারিলে বহুত পাবে লাজ॥
জরাসন্ধ-বচনে সর্ব্ব সৈন্য বাহুড়িল।
প্রতিজ্ঞা করিয়া রুক্মী আগুসরি গেল॥
রুক্মী বলে সত্য কহি সভার ভিতরে।
কৃষ্ণ মারি ভগ্নী লঞা যাব নিজ ঘরে॥
যদি বা মারিতে নারি দৈবকীনন্দন।
তবে দেশ না যাইব শুন সর্ব্বজন॥
প্রতিজ্ঞা করিল সেই বিদর্ভের সুত।
গোবিন্দের সঙ্গে যুদ্ধ করিছে অদ্ভুত॥
রুক্মীর নির্ঘাত বাণ দেখি নরহরি।
দুই হস্তে কোলে কৈলা রুক্মিণী সুন্দরী॥
আর দুই হস্তে ধনু আকর্ণ পূরিয়া।
কাটিল রুক্মীর ধনু ঈষত হাসিয়া॥
সুদর্শন চক্রে রুক্মী নিস্তেজ করিয়া।
ধরিয়া তুলিলা রথে গলে তৃণ দিয়া॥
শির দাড়ি মুড়াইঞে বিরূপ করিল।
ভাএর বিরূপ দেখি কান্দিতে লাগিল॥
রুক্মীর বিতথা দেখি দেব হলধর।
করপুট করি বলে শুন গদাধর॥
কুটুম্বের হেনক আবস্থা নাঞি করি।
আমা দেখি খেম দোষ প্রভু নরহরি॥
যথাবিধি রাজপুত্রে লৌকিক করিয়া।
দ্বারকার পথে রথ দিল চালাইয়া॥
হেন বেলে রুক্মী মনে প্রতিজ্ঞা করিয়া।
ভোজ কটক দেশ করি রহিল বসিয়া॥
রুক্মিণী সহিতে ঘর গেলা নারায়ণ।
দেখি আনন্দিত হৈল দৈবকীনন্দন॥
হেন বেলে তথা গেল বিদর্ভরাজন।
নানা রত্ন দিয়া কন্যা কৈল সমর্পণ॥

লক্ষ্মী নারায়ণ দুহেঁ হৈল শুভ ক্ষণে।
জয় জয় শব্দ হৈল এ তিন ভুবনে॥
নৃত্য গীত করে তথা অপছরা কিন্নর।
অতি রসে পূর্ণ হৈল দ্বারকা নগর॥
ধন্য দ্বারকার ধন্য রুক্মিণী-জীবন।
ধন্য গোবিন্দ ধন্য বিদর্ভ-রাজন॥
সে বেলে দেবকী সর্ব্ব পুরজন নয়্যা।
পুত্রবধূ কোলে কৈল সাতভি জালিয়া॥
বসুদেব-কোলে হরি দৈবকী রুক্মিণী।
দোহেঁ দোহাঁ কোলে করি নাচিলা আপুনি॥
নৃত্য সঙ্কলিয়া উলতিয়া নিল ঘরে।
হেন মহোৎসব হৈল দ্বারকা নগরে॥
দ্বারকার পাটে রুক্মিণী গদাধরে।
শচী সঙ্গে অমরাতে যেন পুরন্দরে॥
বৈকুণ্ঠ-বিভূতি আসি দ্বারকা-ভুবনে।
অতিসুখে লোক রাত্রি দিন নাঞি জানে॥
শ্রীকৃষ্ণ-বিলাসে রুক্মিণী স্বয়ম্বর।
পুরাণ গোচরে ভণে শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর॥*॥

—— o ——

এক দিন নরহরি রহি অন্তঃপুরে।
অপত্য সঞ্চয় কার্য্য চিন্তিলা অন্তরে॥
হেন বেলে কামে ভস্ম কৈলা ত্রিলোচনে।
সে কথা পড়িয়া গেল গোবিন্দের মনে॥
রুক্মিণী-উদরে জন্ম বলি বর দিল।
রতির আলাপে শিব সন্তোষ পাইল॥
বর দিলা শূলপাণি কভু নহে আন।
সেই কামদেব গর্ভে করিব আধান॥
এত অনুমান করি রতন মন্দিরে।
বিরলে বসিয়া ডাক দিল রুক্মিণীরে॥
হরি বলে শুন শুন বিদর্ভ-নন্দিনি।
কি মতে অপত্য হব কহ না কাহিনী॥
গোবিন্দের আজ্ঞা দেবী মনেতে ভাবিয়া।
বিবিধ বন্ধনে বেশ করে বনাইঞা॥
অলকা তিলকা গলে গজমতি হার।
তাহার উপরে বেণী ফণীর আকার॥

তাহাতে বান্ধিল জাদ অতি মনোহর।
কটি নীল পট্টখুনি দেখিতে সুন্দর॥
রতন-মঞ্জীরে দুই চরণের শোভা।
অম্বুজ ভরমে কত অলি করে লোভা॥
এত লাস-বেশ করি লক্ষ্মী নারায়ণ।
রতন-মন্দিরে আসি করিল শয়ন॥
যেন কৃষ্ণ তেন রুক্মিণী রূপবতী।
করিল পরম রস গোবিন্দ সংহতি॥
অক্ষয় গোবিন্দ-বীর্য্য অতি বলবান্।
সেই কাম-দেবতা যে অরিল আহ্বান॥
প্রদ্যুম্নের জন্মকথা নারদ শুনিঞা।
সম্বরে সম্বরের ঠাঞি জানাইল গিঞা॥
মুনি দেখি সম্বরের চমকিত মন।
দূরে রহি কুশল পুছিল ততক্ষণ॥
মুনি বলে শুন রাজা সম্বর রাজন।
মন দিয়া শুন কামদেবের জনম॥
শিবের নয়নে ভস্ম হইল মদন।
ভস্ম দেখি রতি পতিব্রতার রোদন॥
বিলাপ দেখিয়া শিবে দয়া উপজিল।
রতি-হস্তে স্বয়ম্ভব আশীর্ব্বাদ দিল॥
শিব বলে শুন রতি আমার বচনে।
ভারাবতারণে হরি দ্বারকা ভুবনে॥
তার নাগি রুক্মিণী হইল গর্ভবতী।
সেই গর্ভে জনম লভিল তোর পতি॥
সম্বর মারিতে তার হইল উৎপতি।
বিলাপ না কর শুন পতিব্রতা রতি॥
উপজিল সত্ত্ব শুন সম্বর রাজন।
বুঝিয়া উচিত কর যেবা লয়ে মন॥
এত বলি মু[নি]রাজ করিলা গমন।
সম্বর চলিয়া গেলা দ্বারকা ভুবন॥
কালের অপেক্ষা করি নগরে রহিলা।
যদবধি মহাদেবী প্রসব নহিলা॥
পূর্ণ দশ মাসে হৈল কৃষ্ণের কুমার।
শিশু দেখি সম্বরে লাগিল চৎকার॥
অলখিতে আইল কৃষ্ণের অন্তঃপুরে।
দেখিতে দেখিতে চুরি কৈল শিশুবরে॥

সমুদ্রের জলে সেই শিশু ফেলাইঞা।
মনের সন্তোষে বীর চলিল ধাইঞা॥
জলে শিশু দেখি মৎস্য আনিলেক ঘরে।
দেখিয়া সুন্দর মীন দিল রাজদ্বারে॥
পুষ্টতর মীন দেখি সম্বর রাজন।
আজ্ঞা দিল মীন নঞা করাহ রন্ধন॥
দাসীগণে মৎস্য কাটি করে সমস্কার।
দেখিল মৎস্যের পেটে সুন্দর কুমার॥
অপরূপ অপত্য দেখিয়া দাসীগণ।
সংভ্রমে রাজার স্থানে কৈল নিবেদন॥
কুমার দেখিয়া সেই সম্বর নিপতি।
সম্বরে সঁপিলা যথা ছিল রতি সতী॥
রাজ-আজ্ঞা কামপত্নী অন্তরে ভাবিঞা।
শিশুর পালন করে অন্তঃপুরে রঞা॥
পুত্রভাবে করে রাণী শিশুর পালন।
অলখিতে দেখিল নারদ তপোধন॥
আইল রতির ঠাঞি অলখিত হঞা।
কহিল সকল কথা বিরলে বসিঞা॥
মুনি বলে শুন রতি আমার বচন।
পতি-ভাবে শিশুর করহ পালন॥
তুমি রতি এহো কাম কহিল বিশেষ।
সম্বর মারিয়া যাবে যথা হৃষীকেশ॥
তত্ত্ব কহি হৈল মুনিরাজের গমন।
পতি-ভাবে করে রতি শিশুর পালন॥
এক দিন নিশি-যোগে পতিব্রতা রতি।
পতিভাবে কথা কহে কুমার সংহতি॥
বিপরীত দেখিয়া সেই কৃষ্ণের কুমার।
কোপে রতি প্রতি অতি করে তিরস্কার॥
রতি বলে শুন হে অনঙ্গ রতিপতি।
সম্বর মারিয়া চল আপন বসতি॥
পূর্ব্বে তুমি কামদেব আমি রতি দাসী।
শিব-কোপানলে হৈয়াছিলে ভস্মরাশি॥
আমার রোদনে শিবের দয়া উপজিল।
তে কারণে গোবিন্দ ঔরসে জন্ম হৈল॥
সম্বর মারিবে তুমি আছে দেব-বাণী।
আমি নহি রাজরাণী তোমার রমণী॥

মোরে বর দিল শিব সুরধুনীতীরে।
সেখান হইতে রাজা আনিল আমারে॥
ঘরে আনি বল করিবারে কৈল মন।
হেন বেলে এক নারী করিল সৃজন॥
নিজ অঙ্গ ছায়া রাখি সম্বর গোচরে।
তোমার বিলম্ব লখি আছি পাপ-ঘরে॥
রতি-মুখে কথা শুনি রুক্মিণী-নন্দন।
কোপে দাবানল হৈয়া করয়ে তর্জ্জন॥
নানা অস্ত্র নঞে কৈল বাহির বিজয়।
সম্বরের আগে অতি কটু কথা কয়॥
পুত্র-কথা শুনি রাজা গুণে মনে মনে।
পুত্র হঞে রণ চাহ কিসের কারণে॥
পিতা পুত্রে যুদ্ধ নহে শাস্ত্রের বিহিত।
তবে কেনে-কুমার করিছ বিপরীত॥
শিশু বলে শুন রাজা কর অবগতি।
আমি গোবিন্দের পুত্র তুমি দৈত্যপতি॥
প্রথমে আমারে তুমি ফেলিলে সাগরে।
সে কথা বুঝিয়া দেখ আপন অন্তরে॥
এই রতি মোর পত্নী শুনহ রাজন।
মরণ নিয়ড় তোর আসি দেহ রণ॥
ভেদকথা শুনি সেই সম্বর নিপতি।
যুদ্ধ করিবারে আইল কামের সংহতি॥
কামের উপরে করে বাণ বরিষণ।
সে বাণ কাটিয়া কাম আগু দিলা রণ॥
বাণের বিনাশ দেখি সম্বর রাজন।
বাছিঞা লইল বাণ মুদ্গার প্রধান॥
এড়িল মুদ্গার বাণ প্রদ্যুম্ন অনুসারে।
তা দেখিয়া দেবগণে পড়িল ফাপরে॥
মুদ্গার আইসে যেন ঘোর দরশন।
অগ্নি-বাণে কাটে তাহা রুক্মিণী-নন্দন॥
বাণ ব্যর্থ দেখি রাজা কুপিল অন্তরে।
চোখ চোখ বাণ এড়ে কামের উপরে॥
অচ্ছেদ্য অভেদ্য শিশু ঔরস মুরারি।
কোটি সম্বরের বাণে কি করিতে পারি॥
প্রদ্যুম্নের তেজ দেখি সম্বর অসুর।
বাণ বরিষণ করে হইয়া নিষ্ঠুর॥

অতি কোপে ব্রহ্ম অস্ত্র নিল রতিপতি।
করিল দারুণ যুদ্ধ সম্বর সংহতি॥
কাটিল সম্বর-মুণ্ড ব্রহ্ম অস্ত্র বাণে।
পড়িল অসুর জয় জয় ত্রিভুবনে॥
সম্বর নিধন দেখি সর্ব্ব দেবগণ।
কামের মাথায় করে পুষ্প-বরিষণ॥
সম্বর মারিয়া কাম আনন্দিত মনে।
অতি সুখে বসিয়াছে সম্বর-আঙ্গনে॥
হেন বেলে রতির স্থানে রাণীভাগ গেল।
বিষাদ ভাবিয়া তারা কান্দিতে লাগিল॥
লোটাঞে লোটাঞে কান্দে প্রদ্যুম্নের পায়।
ক্রন্দন শুনিতে কাষ্ঠ পাষাণ মিলায়॥
রাণীভাগ বলে শুন সম্বর রাজন।
এবে প্রদ্যুম্নের বাণে তেজিলে জীবন॥
আপাদ মস্তক যার শিখণ্ড-ভূষিতে।
হেন জন রণস্থলে পড়িয়া ভূমিতে॥
কোথা গেল খড়্গ শূল এ তূণ কামান।
পরশু মুদগর কোথা চোখ চোখ বাণ॥
অশ্ব গজ রথ রথী ভাণ্ডারের ধন।
কাহাকে সঁপিয়া প্রভু করিলে গমন॥
যে দিন আনিলে রতি মৃগয়া করিয়া।
করিলে সকল কার্য্য রতি-আজ্ঞা লঞা॥
সে রতি এখন কথা শুন নিপমণি।
সেই রতিপতি-হস্তে তেজিলে পরাণী॥
বারেক সম্মতি দেহ শুন মহাশয়।
তুমা বিনে প্রাণ মোর রহিবার নয়॥
প্রিয়-বাক্য বলি কৈল রাণীর সান্ত্বনা।
দ্বারকা চলিব বলি পড়িল ঘোষণা॥
ভাণ্ডারে যতেক ছিল অমূল্য রতন।
শকটে পুরিয়া নিল সে সকল ধন॥
গজ অশ্ব রথ নৈল সাজন করিয়া।
চলিলা কৃষ্ণের পুত্র সর্ব্বসৈন্য নৈয়া॥
রতি সঙ্গে কাম চতুর্দ্দোলের উপর।
সর্ব্বসৈন্য সমেত গেলা দ্বারকা নগর॥
কাম রতি দেখি দ্বারকার পুরজন।
আনন্দ-সমুদ্রে ভাসাইয়া দিল মন॥

কটকের কথা শুনি রুক্মিণী সুন্দরী।
বাহির বিজয় কৈল সখী সঙ্গে করি॥
আসিয়া দেখিল কন্যা-বর চতুর্দ্দোলে।
সখী সম্বোধিঞে কথা পুছে কুতূহলে॥
হেন বেলে দেখি দেবী কামের মুখানি।
নিজ পুত্র বলি মনে মনে অনুমানি॥
এইরূপে পুত্র মোর ছিল অন্তঃপুরে।
না জানি হরিয়া নিল কেমন অসুরে॥
সেই ভাগ্যবতী যার হেন পুত্রবধূ।
আজন্ম ভরিয়া সে ব্রাহ্মণে দিল মধু॥
কত কত জন্মে হরগৌরী আরাধিয়া।
আনন্দে রহিব হেন পুত্রবধূ লয়্যা॥
কান্দিতে কান্দিতে দেবী হইঞে বিভোলা।
কথা গেলে পাব পুত্র ঘন ঘন বোলা॥
রুক্মিণী ক্রন্দনে বসুদেবের গমন।
তত্ত্ব জানি আনাইলা শ্রীমধুসূদন॥
আইলা নারদ মুনি মায়ার কারণে।
তত্ত্বকথা শুনি দেবী মুনির বদনে॥
পুত্র পুত্র বলি দুগ্ধ ক্ষরে দুই স্তনে।
তা দেখিয়া হরিষ হৈলা রুক্মিণীর মনে॥
তা দেখিয়া রথ হৈতে নামি কাম রতি।
মায়ের চরণে কৈল অশেষ প্রণতি॥
অবশ রুক্মিণী দেবী হরিষ বিভোলে।
মহামহোৎসবে পুত্রবধূ নৈল কোলে॥
উলখিয়া বৈসাইল রতন আসনে।
করিল গোকোটি দান মায়ের কল্যাণে॥
আনন্দে পূর্ণিত হৈল দ্বারকা নগরী।
কিন্নরে বাজায় যন্ত্র নাচে বিদ্যাধরী॥
শ্রীকৃষ্ণবিলাসে কাম-রতি আগমন।
শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর গতি শ্রীনন্দ-নন্দন॥*॥

———০———

কামদেব রতি আগমন নরহরি।
ডাকিয়া বইল শুন রুক্মিণি সুন্দরি॥
সত্যভামা কন্যা আছে সত্রাজিত-ঘরে।
যদি আজ্ঞা কর তুমি বিভা করি তারে॥

গোবিন্দ-চরণে কহে রুক্মিণী সুন্দরী।
অনুমতি দিল বিভা করহ মুরারি॥
মনে অনুভাব কথা না কৈল প্রকাশ।
মণির হরণ চিন্তা করে শ্রীনিবাস॥
সাগরের কূলে সত্রাজিত নিপবর।
নিরাহারে সূর্য্য সেবে দ্বাদশ বৎসর॥
তপের কারণে তুষ্ট হয়্যা দিবাকর।
সাক্ষাত হইয়া বৈল মাগ রাজা বর॥
সূর্য্য-আজ্ঞা সত্রাজিত মনেতে ভাবিয়া।
অষ্টাঙ্গ প্রণাম কৈল ভূমিতে পড়িয়া॥
রাজা বলে যদি কৃপা কৈলে দিবাকর।
হৃদয়ের মণি দিয়া কর নিপবর॥
রাজার বচন শুনি বলে দিনমণি।
মন দিয়া শুন স্যমন্তকের কাহিনী॥
অপবিত্রে ধরিলে হইব সর্ব্বনাশ।
না দিলে মানিবে দুঃখ দেব শ্রীনিবাস॥
যে কিছু কহিল সব দেবের বিহিত।
মণি নঞা ঘর যাহ শুন সত্রাজিত॥
মণি নয়া সত্রাজিত রাজার গমন।
সত্বরে চলিয়া গেলা দ্বারকা ভুবন॥
সূর্য্যতেজ দেখি দ্বারকার পুরজন।
সত্বরে গোবিন্দ স্থানে করে নিবেদন॥
শুন শুন ওহে প্রভু দেব জনার্দ্দন।
তোমা দেখিবারে সূর্য্য করিল গমন॥
অতি তীক্ষ্ণ তেজ প্রভু সহিতে না পারি।
নিবারণ কর সূর্য্য শুনহ মুরারি॥
পুরজন-বোলে হরি স্থির করি চিত।
রবি নহে মণি নঞে আইলা সত্রাজিত॥
ভাল হৈল মণি তারে দিল দিবাকর।
মণি-তেজে সুখে রহু দ্বারকা নগর॥
রাজা সত্রাজিত আসি আপন মন্দিরে।
পুজিয়া রাখিল মণি আসন উপরে॥
এক দিন গোবিন্দাই আসনে বসিয়া।
রাজারে চাহিলা মণি অক্রুর পাঠাঞা॥
কি বুঝিয়া সত্রাজিতে কুবুদ্ধি লাগিল।
কপট করিয়া কৃষ্ণ-আজ্ঞা ভঙ্গ কৈল॥
রাজা বলে শুন পাত্র করি নিবেদন।
কনিষ্ঠেরে মণি দিল মায়ের বচন॥
বিনতি বলিহ মোর শুন পাত্রবর।
অল্প দোষে কোপ যেন না করে শ্রীধর॥
সত্রাজিত স্থানে পাত্র বিদায় করিয়া।
গোবিন্দের স্থানে গেলা ক্রোধবন্ত হঞা॥
সত্রাজিত কপট চাতুরি যত কৈল।
একে একে সর্ব্ব কথা গোবিন্দে কহিল।
পাত্র-মুখে কথা শুনি দেব দামোদর।
ঈষত হাসিয়া কিছু না দিল উত্তর॥
হেন বেলে প্রসেন গলায় মণি দিয়া।
মৃগয়া করিতে গেলা ঘোড়ায় চড়িয়া॥
গলে মণি বনমধ্যে দেখিল কেশরী।
রুষিয়া নিকটে আসি বলে ধীরি ধীরি॥
পবিত্রে ধরিতে মণি দিলা দিবাকর।
অপবিত্রে মণি ধর বনের ভিতর॥
এত বলি করি সিংহ পতাপ বিস্তার।
বাহন সহিতে মাইল রাজার কুমার॥
মণি নয়া যায় সিংহ অরণ্য ভিতরে।
আচম্বিতে জাম্বুবান্ দেখিল তাহারে॥
সিংহ মারি মণি নঞা যায় ঋক্ষরাজ।
সত্বরে চলিয়া গেলা আপন সমাজ॥
পুত্রে মণি দিয়া তার রাখিল রোদন।
হেনই সময় সত্রাজিতের ক্রন্দন॥
রাজা বলে প্রত্যুষ বিহানে গেল ভাই।
সন্ধ্যা হৈল তবু দেখিতে না পাই॥
কোথা গেল কে মারিল কি বুদ্ধি করিব।
কোন দেশে গেলে আমি প্রসেনে পাইব॥
সে বেলায়ে প্রসেনে চাহিয়া আইল লোক।
ভাএর মরণ শুনি সত্রাজিতের শোক॥
রাজা বলে মণি লাগি আইল পাত্রবর।
কপট করিয়া মণি কৈল অগোচর॥
তখনি মইল ভাই মণির কারণ।
ভাই মারি মণি নিল দেব নারায়ণ॥
কথা শুনি নরহরি বিস্ময় মানিল।
মিথ্যা পরিবাদ মোর কি কারণে হৈল॥

জানিল চতুর্থী-চন্দ্র দেখিল ভাদ্র মাসে ।
তথির কারণে মিথ্যা উপজিল দোষে ॥
বনে মৈল প্রসেন উদ্দেশ পাব কিসে ।
অকারণে সত্রাজিত মোরে দেই দোষে ॥
এত অনুমান করি দেব নারায়ণ ।
বন্ধুগণ নঞে বনে করিল গমন ॥
দেখিল প্রসেন মরা অরণ্য ভিতরে ।
মণি নঞা মৃগেন্দ্র চলিলা শীঘ্রতরে ॥
হেন বেলে ঋক্ষরাজ সংভ্রমে আসিঞা ।
সিংহ মারি মণি নৈল তর্জ্জন করিঞা ॥
মণি নঞে সুড়ঙ্গে করিল আরোহণ ।
ঘরে যাঞে রহাইল পুত্রের রোদন ॥
হেনক সুড়ঙ্গ দেখি দেব নারায়ণ ।
বন্ধুগণে ডাক দিয়া বলে সকরুণ ॥
হরি বলে শুন সর্ব্ব দ্বারকার লোক ।
আমার গমনে কিছু না করিহ শোক ॥
দ্বাদশ দিবসে যদি নহিব গমনে ।
করাইহ শ্রাদ্ধ-শান্তি বেদ নিরূপণে ॥
যতনে পালিহ মোর প্রদ্যুম্ন কুমার ।
পিতৃমাতৃচরণে বলিহ নমস্কার ॥
এত বলি সুড়ঙ্গে প্রবেশে গদাধর ।
যাইতে দেখিল এক পুরী মনোহর ॥
সেই পুরে প্রবেশিয়া দেব গোবিন্দাই ।
শিশু কোলে করি রাণী দেখিল তথাই ॥
সেই নারী শিশুরে বলিছে প্রিয়বাণী ।
না কান্দ না কান্দ লেহ স্যমন্তক মণি ॥
মণি দেখি সত্বরে ধাইলা নারায়ণ ।
মণি নঞা নিজ সুখে করিলা গমন ॥
মণি হারাইঞে সে ঋক্ষের বনিতা ।
শীঘ্রগতি কহে নন্দ-নন্দন বারতা ॥
অভিন্নমদন রূপে আসি এক জন ।
শুন শুন ওহে প্রভু মোর নিবেদন ॥
মোর হাতে হৈতে মণি লইল কাড়িঞা ।
মণি নঞা গেল মোর পুর এড়াইঞা ॥
মণি চোরা শুনি ঋক্ষ ধাইল সত্বরে ।
শীঘ্রগতি আইল গোবিন্দ বরাবরে ॥

ঋক্ষ বলে মণি-চোরা এবে যাবি কোথা ।
* মোর ঠাঞি হব তোর পঞ্চমী বিতথা ॥
ঋক্ষের তর্জ্জন শুনি দেব দামোদর ।
বসিলা ঋক্ষের বুকে হয়্যা বিশ্বম্ভর ॥
উলটিতে নারি বীর ছটপট করে ।
শ্রীরামের রূপ দেখে গোবিন্দ-শরীরে ॥
আপনারে নিন্দা করি কান্দিতে লাগিলা ।
তা দেখি গোবিন্দ মনে দয়া উপজিলা ॥
ক্রোধ-শান্তি করি কৈলা ঋক্ষের মোক্ষণে ।
হেন বেলে ঋক্ষ বলে শুন নারায়ণে ॥
কন্যারত্ন মোর ঘরে আছে বিদ্যমান ।
ত্রৈলোক্য-মোহিনী কন্যা জাম্ববতী নাম ॥
তোমা যোগ্য কন্যা মোর তুমি তার পতি ।
কৃপা করি বিভা কর শুন যদুপতি ॥
এথা বিভা আয়োজন রসাতলপুরে ।
ওথা সুড়ঙ্গের লোক গেলা নিজ ঘরে ॥
কহিলা সকল যত বৈলা নারায়ণ ।
শুনি চমকিত হৈল দৈবকীর মন ॥
হাহাকার করে রুক্মিণী কোলে করি ।
আজি মোর শূন্য হইল দ্বারকা নগরী ॥
দৈবকী-রোদন দেখি রুক্মিণী সুন্দরী ।
বসিয়া কান্দিছে কামদেব কোলে করি ॥
শিশুকাল হৈতে আমি চিন্তিল অন্তরে ।
তেকারণে যত্ন করি বিভা কৈল মোরে ॥
অতি উচ্চ স্বর করি যুড়িলা ক্রন্দন ।
হেন বেলে বাম ঊরু করিল স্পন্দন ॥
ক্রন্দন সংকলি বলে দৈবকী-চরণে ।
নাহি মরে নরহরি হেন লয়ে মনে ॥
এথা শান্তি শ্রাদ্ধায়নে সভাকার মন ।
ওথা জাম্ববতী বিভা করে নারায়ণ ॥
হরি বলে শুন জাম্ববান্ নৃপবর ।
আন জাম্ববতী বিভা করিব সত্বর ॥
আজ্ঞা পাঞা ঋক্ষরাজ আনন্দিত হঞা ।
আনিলেক জাম্ববতী রতনে সাজাঞা ॥
সম্প্রদান কৈল কন্যা পরম কামিনী ।
যৌতুক আনিয়া দিল স্যমন্তক মণি ॥

শচী সঙ্গে স্বর্গে যেন রাজা পুরন্দর।
সুড়ঙ্গ বাহিয়া চলে দেব গদাধর॥
সুড়ঙ্গ উপরে উঠি সিংহনাদ কৈল।
তার পাছু পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজাইল॥
লোক বলে পাঞ্চজন্য শুনিয়ে রসাল।
হেন বুঝি দেশ আইল ঠাকুর গোপাল॥
আনন্দ-সমুদ্রে মগ্ন হৈল সর্ব্বজন।
হেন বেলে পুরী প্রবেশিলা নারায়ণ॥
রোহিণী দৈবকী দ্বারকার পুরনারী।
উবত্তিয়া নিল কৃষ্ণ নিজ অন্তঃপুরী॥
অন্তঃপুরে জাম্ববতী থুয়া মহাশয়।
মণি হাথে করি কৈল বাহির বিজয়॥
হরি বলে ডাক সত্রাজিত নিপবর।
মণি দিয়া শুদ্ধ হব সভার ভিতর॥
গোবিন্দ আদেশে সত্রাজিতের গমন।
কৃষ্ণ বলে শুন রাজা আমার বচন॥
সূর্য্য আজ্ঞা মনে না করিয়া হৈলে ভোর।
আপনার দোষে মর পরে কর চোর॥
তোর ভাই কেশরী মারিল তেপান্তরে।
আমি মণি উদ্ধারিল রসাতল পুরে॥
হয় নয় দেখ জাম্ববানের দুহিতা।
যত দুষ্‌থ পাইল তার কে শুনে বারতা॥
লেহ আপনার মণি রাজা সত্রাজিত।
মিথ্যা চোর-বাদ দিলে হয়্যা বিপরীত॥
হেন মতে মণি দিলা সভার ভিতরে।
মণি লয়্যা সত্রাজিত গেলা নিজ ঘরে॥
ঘরে আসি আপ্তগণে ডাকিয়া আনিয়া।
কহিল মণির কথা বিরলে বসিয়া॥
গোবিন্দ মানুষ নহে শুনহ যুগতি।
কি দিয়া শ্রীকৃষ্ণ সনে করিব পিরিতি॥
রাজরাণী বলে শুন নিপতি-শেখর।
সত্যভামা দিয়া তুষ্ট কর গদাধর॥
ইহা শুনি ধন্য ধন্য বলে সর্ব্বজন।
এই কার্য্য দৃঢ়মনে করহ রাজন॥
এক দিন প্রভাতে উঠিয়া সত্রাজিত।
কৃষ্ণ দরশন আশে উন্মমত্ত চিত॥

গোবিন্দের ঠাঞি গেলা কর যোড় করি।
প্রণাম করিয়া কথা কহে ধীরি ধীরি॥
কাতর হইয়া রাজা বলে সকরুণে।
বারেক খেমহ দোষ আপনার গুণে॥
তুমি সভাকার আত্মা এ মহীমণ্ডলে।
তুমা ভাণ্ডাইয়া কেবা কে আছে কুশলে।
তুমারে কপট কৈল এই পাপকায়।
ধন প্রাণ নাশ আর না জানি কি হয়॥
রাজার বিনতি দেখি দেব গদাধর।
কৃপার বিশেষে কিছু করিল উত্তর॥
হরি বলে শুন সত্রাজিত নরপতি।
কিছু ভয় নাহি যাহ আপন বসতি॥
রাজা বলে শুন প্রভু গোলোকের ধাম।
মোর ঘরে কন্যা আছে সত্যভামা নাম॥
তারে পরিগ্রহ যদি কর গদাধর।
তবে সত্রাজিত সুখে চলি যায়ে ঘর॥
রাজার বচন শুনি বলে চক্রপাণি।
লইব তোমার কন্যা শুন নিপমণি॥
গোবিন্দ আজ্ঞাতে রাজা হরসিত হৈয়া।
ঘরকে চলিল সুখ-সাগরে ভাসিয়া॥
পালঙ্কে বসিয়া মহাদেবীকে ডাকিল।
গোবিন্দের গুণকথা সকলি কহিল॥
মহাদেবী বলে শুন শুন মহারাজা।
কন্যা দিয়া মনের হরিষে কর পূজা॥
সফল হইব সত্যভামার যৌবন।
আপনে করিব বিভা শ্রীমধুসূদন॥
কত কত জন্মফলে বিধি অনুকূলে।
কত ভাগ্যে পুরুষ-রতন আসি মিলে॥
তিলেক বিলম্ব নাহি কর শুভ ক্ষণে।
রত্নে বিভূষিতে কন্যা দেহ নারায়ণে॥
রাণীর বচন শুনি হরষিত রাজা।
ডাকিয়া আনিল সর্ব্ব রাজ্যের পরজা॥
রাজা বলে শুন শুন সর্ব্ব প্রজাগণ।
সত্যভামা বিভা দিব কর আয়োজন॥
নানাবিধ মিষ্টান্ন সাজাহ ঘরে ঘরে।
আসিব অনেক সৈন্য দেব গদাধরে॥

লোক রহিবারে কর সোনার চৌহরি।
বসিবারে রত্ন পঙ্ক কর সারি সারি॥
আয়োজন করি সত্রাজিত নৃপবরে।
বিজ্ঞাপন করি রাজা আনিল বিস্তরে॥
নিজ ঘরে প্রস্থান করিলা নরহরি।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর গায় নাচে বিদ্যাধরী॥
রত্নময় চতুর্দ্দোলে করি আরোহণ।
চলিলা আনন্দে সত্রাজিতের ভুবন॥
শ্বেত রক্ত পীত কৃষ্ণ বর্ণ চারি মত।
আগু পাছু পতাকা উড়িছে কত শত॥
উদ্ধব অক্রূর মহাপাত্র দুই জন।
নিজ রথে রহি করে চামর ব্যজন॥
মহাবাদ্যভাণ্ডে অতি হইল মহারোল।
কর্ণ পাতি নাহি শুনি কেহু কার বোল॥
মহা মহোৎসবে আইলা দেব গদাধর।
অমরাতে বিরাজিত যেন পুরন্দর॥
উত্তরিলা সত্রাজিত রাজার দুয়ারে।
তা দেখিয়া সত্রাজিত আইলা সত্বরে॥
যথাবিধি রাজগণে সম্ভাষা করিয়া।
বরণ করিতে আইলা পাদ্য অর্ঘ্য লয়া॥
যথাবিধি বেদধ্বনি করে বিপ্রগণ।
পাদ্য অর্ঘ্যে করে রাজা কৃষ্ণের বরণ॥
বরণ করিয়া রাজা গেলা অন্তঃপুরী।
হেন বেলে সাতঁতি জালিল পুরনারী॥
সপ্ত প্রদক্ষিণে তারা সাতঁতি করিয়া।
ধন্য ধন্য করে সেই অন্তঃপুরে রঞা॥
রত্ন বেদীমধ্যে উপস্থিত নরপতি।
হেন বেলে বাহির হইলা সত্যবতী॥
শ্রীমুখ দেখিয়া দ্বিজরাজের তরাসে।
তাহে রত্ন প্রদীপ জালিল আশে পাশে॥
ঝলমল করে যেন বিজুরির ছটা।
নিবিড় আন্ধারে যেন নক্ষত্রের ঘটা॥
সত্যভামা গৌর গোবিন্দ ঘন-শ্যাম।
নবঘন-সৌদামিনী যেন অবিরাম॥
শুভ ক্ষণে হৈল দুহেঁ শুভ দরশন।
যেন সত্যবতী তেন দেবকী-নন্দন॥

শ্রীহস্তে আখণ্ড পর্ণ করিয়া সুন্দরী।
সপ্ত প্রদক্ষিণ কৈল রাজার কুমারী॥
প্রদক্ষিণ করি দুহেঁ দুহাঁ দরশন।
হেন বেলে পুষ্পবৃষ্টি কৈল দেবগণ॥
পুষ্পের ছামানি হৈল দেবের উপরে।
হেন বেলে কন্যা লয়া গেলা অভ্যন্তরে॥
পুনরপি কন্যা লয়া সেই নৃপবর।
সংভ্রমে আইলা রত্ন-বেদীর উপর॥
রত্ন-বেদীমধ্যে ছিলা দেব গদাধর।
পাতিলা দক্ষিণ হস্ত ঘটের উপর॥
শ্রীহস্ত উপরে সত্যভামা-কর দিয়া।
সতিল তুলসী কুশে রাখিল বান্ধিয়া॥
বিপ্রগণে বেদ-মন্ত্র করে উচ্চারণ।
হস্তে হস্তে সত্যবতী কৈলা সমর্পণ॥
কন্যা সম্প্রদান করি রাজা সত্রাজিত।
দক্ষিণা কাঞ্চন দিলা বেদের বিহিত॥
যৌতুক করিয়া দিলা স্যমন্তক মণি।
নানা মত স্তবে কৃষ্ণ করিল মেলানি॥
লৌকিক করিয়া রাজা গেল নিজ ঘর।
চতুর্দ্দোলে থুয়া সত্যবতী দামোদর॥
পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজাইয়া নরহরি।
সত্বরে চলিয়া গেলা দ্বারকা নগরী॥
শঙ্খনাদ শুনি দ্বারকার পুরজন।
সংভ্রমে চলিয়া গেলা যথা নারায়ণ॥
সত্যবতী গোবিন্দ দেখিয়া পুরজন।
ধাইয়া দৈবকী স্থানে করিল গমন॥
শুন শুন শ্রীদেবক রাজার কুমারি।
সত্যবতী লয়া আইলা ঠাকুর মুরারি॥
কৃষ্ণ আগমন শুনি দৈবকী সুন্দরী।
বাহির বিজয় কৈল লয়া পুর-নারী॥
সাতঁতি করিয়া শিরে দিল দূর্ব্বা ধান।
নিছুনি করিল কত শত শত পান॥
উবতিয়া পুত্রবধূ লয়া নিজ ঘরে।
গোবিন্দ কল্যাণে কত রত্ন দান করে॥
হেন বেলে নারায়ণ স্যমন্তক লয়া।
কহিতে লাগিলা পিতা মাতাকে বসিয়া।

শুন গো জননি স্যমন্তকের বাখান।
অপবিত্রে ধরিয়া প্রসেন দিল প্রাণ॥
যদি আজ্ঞা কর মণি না রাখিয়ে ঘরে।
দিয়ে সত্রাজিতে যদি আজ্ঞা কর মোরে॥
কৃষ্ণ-কথা শুনি সভে কহিল বিহিত।
দেহ সত্রাজিতে মণি সর্ব্বসমিহিত॥
সেইখানে সত্রাজিতে ডাক দিয়া আনি।
মণি দিয়া বন্দনা করিলা চক্রপাণি॥
গোবিন্দের স্থানে মণি পাঞে নিপবর।
অতি সুখাবেশে চলি গেলা নিজ ঘর॥
পূজিয়া রাখিল মণি রতন-আসনে।
সে মণি-প্রভাবে দুঃখ শোক নাঞি জানে॥
নিতি নিতি আনন্দ উৎসব প্রতি ঘরে।
সুখে নিবসয়ে লোক দ্বারকা নগরে॥
শুন শুন স্যমন্তক মণির বিচার।
নিতি নিতি সুবর্ণ প্রসবে অষ্ট ভার॥
সত্যলোকে ছিল মণি শ্রীসূর্য্যের গলে।
সে মণি পাইল রাজা তপস্যার ফলে॥
ধন্য স্যমন্তক ধন্য দ্বারকার লোক।
মণির প্রভাবে কারো নাহি দুঃখ শোক।
মণি-গুণ কথনে আছিলা নারায়ণ।
সে বেলে হস্তিনা হৈতে আইলা এক জন॥
আসিয়া প্রণতি করি করে নিবেদন।
ইন্দ্রপ্রস্থে মৈল কুন্তী লয়া পঞ্চ জন॥
পঞ্চ পুত্র মৈল আর কুন্তী ঠাকুরাণী।
নিজ নিবেদন কৈল শুন চক্রপাণি॥
কৃষ্ণ বলে শুন দূত আমার বচন।
কি পাকে মাইল কুন্তী পাপ দুর্য্যোধন॥
দূত বলে পাণ্ডবেরে করিতে বিনাশ।
ইন্দ্রপ্রস্থে কৈল রাজা জোয়ের প্রকাশ॥
প্রকার করিয়া তথা পাঠাইলা কুন্তী।
সেখানে পাণ্ডব কুন্তী সুখে নিবসন্তি॥
পঞ্চ পুত্র লয়া তথা করিল শয়ন।
নিশা ঘোরে নিদ্রা যায় হয়া অচেতন॥
হেন বেলে অগ্নি দিলা পাপ দুর্য্যোধনে।
পঞ্চ পুত্র লয়া কুন্তী দহিল আগুনে॥

দূত-মুখে কথা শুনি দেব নারায়ণ।
নাঞি মরে কুন্তী আর পুত্র পঞ্চ জন॥
এতেক চিন্তিয়া হরি সুযাত্রা করিয়া।
চলিলা হস্তিনা পুরী বিমানে চাপিয়া॥
তথা যাঞা দেখে ভীষ্ম আর দুর্য্যোধন।
দ্রোণ কর্ণ ধৃতরাষ্ট্র আদি সর্ব্বজন॥
হস্তিনাতে দেখিলা সকল বন্ধুজন।
ইন্দ্রপ্রস্থে কুন্তী স্থানে করিলা গমন॥
সুখে নিবসএ দেবী কুন্তী ঠাকুরাণী।
হেন বেলে তথা গেলা দেব চক্রপাণি॥
করিলা প্রণাম কোটি কুন্তীর চরণে।
হরি-মুখ হেরি দেবী বসিয়া আসনে॥
আশীর্ব্বাদ দিয়া বলে শুন চক্রপাণি।
কুশলে আছয়ে মোর দৈবকী রোহিণী॥
সত্যভামা জাম্ববতী রুক্মিণী সুন্দরী।
কুশলে আছয়ে সর্ব্ব দ্বারকা নগরী॥
হেন বেলে পঞ্চ ভাই পাণ্ডব আসিয়া।
করিল প্রণাম কোটি চরণে পড়িয়া॥
ভাই ভাই বলি কৃষ্ণ দিয়া আলিঙ্গন।
কহিতে লাগিলা অতি নিগূঢ় বচন॥
এই ইন্দ্রপ্রস্থ দুর্য্যোধনের পরাণ।
আপ্ত বলি তুমারে দিলেক নিজ স্থান॥
সতর্কে থাকিহ কথা কহিল বিশেষ।
বিপত্তি পড়িলে অধ করিহ প্রবেশ॥
পাণ্ডুশোকে কুন্তী দেবী শিশু পঞ্চ জন।
ঘন ঘন বলে কি করিব নারায়ণ॥
বিবিধ প্রকারে দেখি কুন্তীর যাতনা।
সঙ্গে রহি তা সভার করেন সান্ত্বনা॥
চিরদিন সেখানে রহিলা বনমালী।
হেন বেলে দ্বারকায় পড়িল আকুলি॥
কৃতবর্ম্মা শতধন্বা একত্র হইয়া।
তার পাছু শ্রীঅক্রূর আনিল ডাকিয়া॥
তিন জনে বসিয়া করিল পরিমিত।
কি উপায়ে মরিবেক রাজা সত্রাজিত॥
কেবল তস্কর বেটা অধম আচার।
সভার ভিতরে কন্যা কৈল অঙ্গীকার॥

অঙ্গীকৃত কন্যা না দিলেক শতধন্বে ।
সভা ভাঙ্গি সত্যভামা দিল নারায়ণে ॥
এ বেলা নাহিক কৃষ্ণ দ্বারকা নগরে ।
সত্রাজিত মারি মণি আনি নিজ ঘরে ॥
যুক্তি করি শতধন্বা চোররূপ ধরি ।
নিশাভাগে রাজা কাটি মণি কৈল চুরি ॥
রাজা দেখি অন্তঃপুরে উঠিল ক্রন্দন ।
অবশেষে দেখি স্যমন্তকের হরণ ॥
রাজা কাটি মণি লয়া কোন চোর গেল ।
এই কথা শুনি লোক কান্দিতে লাগিল ॥
রাজা সত্রাজিত-ঘরে ক্রন্দন শুনিঞা ।
সখী সঙ্গে সত্যভামা আইল ধাইঞা ॥
বাপের বিপত্তি দেখি শোকাকুল হৈয়া ।
অনেক রোদন কৈল ধরণী লোটাঞা ॥
ক্রন্দন সংকলি সত্যভামা মহাদেহ ।
তৈলকুণ্ডে পিতা রাখি গেল কৃষ্ণ ঠাঞি ॥
উদ্ধব অক্রূর মিল সঙ্গতি করিয়া ।
ত্বরা ত্বরি কৃষ্ণ ঠাঞি উত্তরিল গিঞা ॥
কান্দিয়া ধরিল দেবী গোবিন্দ-চরণে ।
বিনাঞে বিনাঞে কহে বাপের মরণে ॥
শুন শুন মহাপ্রভু দেব গদাধরে ।
রাজা কাটি মণি লইল কোন দুষ্ট চোরে ॥
সতী-মুখে কথা শুনি শ্রীনন্দকুমার ।
সত্বরে কুন্তীর ঠাঞি হৈলা নমস্কার ॥
বিদায় করিয়া সত্যভামা কোলে করি ।
সংভ্রমে চলিয়া গেলা দ্বারকা নগরী ॥
ডাক দিয়া আনিল নগরের কোটআল ।
কোটালে তর্জ্জন করি বলিলা বিশাল ॥
হরি বলে শুন রে কোটাল পঞ্চ জনে ।
*　　*　　*　　* ॥
কে কাটিল রাজা কে লইল মণিবর ।
এ তিন দিবসে চোরে করিবে গোচর ॥
গোবিন্দের আজ্ঞা পাঞে পঞ্চ কোটআল ।
করিছে চোরের খোজ হইয়া বিশাল ॥
রাত্রি দিন খুঁজে তারা সন্ধান করিঞা ।
হেন বেলা শতধন্বা কথা কহে শুঞা ॥

রাণীকে কহিছে শতধন্বা নিপবর ।
বড়ই বিপত্তি হৈল আমার উপর ॥
পর-বোলে রাজা কাটি মণি চুরি কৈল ।
সেই সর্ব্ব কর্ম্ম এবে বিপরীত হৈল ॥
কি করিব কথারে যাই কেমতে এড়াই ।
কথা শুনি সবংশে মারিব গোবিন্দাই ॥
যত কথা শতধন্বা কহে পরিজনে ।
অলখিত হইয়া পঞ্চ কোটআল শুনে ॥
সংভ্রমে ধাইল সেই পঞ্চ কোটআল ।
যেখানে শুতিয়া ছিল ঠাকুর গোপাল ॥
করপুট হৈয়া বলে সেই পঞ্চ জন ।
শতধন্বা মাইল রাজা শুন নারায়ণ ॥
কোটালের কথা শুনি দেব দামোদর ।
ডাকিয়া আনিল শীঘ্র উদ্ধব অক্রূর ॥
কৃষ্ণ বলে শুন পাত্র আমার কাহিনী ।
শতধন্বা রাজা কাটি চোরাইল মণি ॥
হরি বলে শতধন্বা অবশ্য মারিব ।
মণি দিয়া সত্রাজিত-গণে প্রবোধিব ॥
কৃষ্ণ মুখে কথা শুনি সেই পাত্রবর ।
শতধন্বা ডাকিয়া আনিল নিজ ঘর ॥
কথা শুনি শতধন্বা মনে মনে গুণি ।
ডাক দিয়া কৃতবর্ম্মা আনিল তখনি ॥
শতধন্বা বলে শুন কৃতবর্ম্মা ভাই ।
এখনি মারিব কৃষ্ণ কেমনে এড়াই ॥
যদি তুমি অক্রূর আমাতে দেহ মন ।
তবে আমি জিনিতে পারিয়ে নারায়ণ ॥
কথা শুনি অক্রূর করিল পরিহার ।
হেন কথা শতধন্বা না বলিহ আর ॥
মহারাজা কংস ছিল মথুরামণ্ডলে ।
সবংশে মারিলা তারে অতি শিশুকালে ॥
জরাসন্ধ মহারাজা বিদিত সংসারে ।
যুদ্ধে হারি পালাইল অষ্টাদশ বারে ॥
হেন জনা সনে বাদ করে কোন জন ।
গোবিন্দ মানুষ নহে শুনহ রাজন ॥
কথা শুনি শতধন্বা বলে নিপবরে ।
কি কাজ করিলে বাঁচি কহ না সত্বরে ॥

শতধন্বা শ্রীঅক্রূর যুক্তি কৈল সার।
পলাইঞে যাহ যুদ্ধ না করিহ আর॥
অক্রূর-বচনে শতধন্বা স্থির মন।
পাত্রবরে কহে কিছু আত্মনিবেদন॥
শুন শুন পাত্রবর কি কহিব আর।
দেহ ধরি হেন কর্ম্ম না করিব আর॥
অকার্য্য বিরূপ কৈল গোবিন্দের সনে।
তুমি লেহ মণি আমি যাই মহাবনে॥
বনবাসে যদি মোর প্রাণ রক্ষা পায়।
তবে এ দ্বারকায় আমি দেখিব তুমায়॥
এত বলি পাত্র স্থানে স্তমন্তক থুঞা।
পেবেশ করিল বনে মহাভয় পাঞা॥
যেই শতধন্বা কৈল বনে পরবেশ।
হেন বেলে তার পুরী গেলা হৃষীকেশ॥
পুরী প্রবেশিয়া শতধন্বা না দেখিয়া।
পাদে পাদে নরহরি চলিল ধাইঞা॥
পশ্চাতে দেখিল রাজা আস্তে গদাধর।
অশ্ব ছাড়ি পদব্রজে ধাইল সত্বর॥
তা দেখিয়া বলদেব বলে নারায়ণ।
তুমি রথে থাক আমি প্রবেশিব বন॥
দেখ ঘোড়া এড়ি রাজা পালাইঞে যায়।
রথ চালাইঞে ইহা ধরা নাহি যায়॥
এত বলি রথ হৈতে লাম্বে গদাধর।
ধাইলা রাজার পাছু কানন ভিতর॥
বীরদাপে তাহারে ধরিলা চক্রপাণি।
দেখি শতধন্বা ত্রাসে তেজিল পরাণি॥
মণি হেতু হরি খড়্গে খণ্ড খণ্ড করি।
না পাইল মণি তার শরীর বিচারি॥
দেহে না পাইঞে মণি বলে দামোদর।
অকারণে মাইল এত বড় নিপবর॥
আসিয়া কহিল যথা ছিলা হলধর।
না পাইল মণি মিথ্যা মাইল নিপবর॥
কথা শুনি হলধর বলে কটুবাণী।
শ্রীএর লাগিয়া আমা ভাণ্ড চক্রপাণি॥
এত বলি বলদেব অভিমান করি।
সংক্রোধে চলিয়া গেলা দ্বারকা নগরী॥

না আইলা বলদেব দেখি নারায়ণ।
দুখী হৈয়া গেলা সত্যভামার সদন॥
হরি বলে সত্যভামা শুনহ কাহিনী।
অকারণে মাইল শতধন্বা নৃপমণি॥
দেহ খণ্ড করি কৈল মণির বিচার।
না পাইল মণি শুন বচন আমার॥
মণি-কথা শুনি দেবী বলে গদাধরে।
দিলে রুক্মিণীরে মণি কত ভাণ্ড মোরে।
হেন বেলে তথা গেল শফকের সুত।
দেখিল শয়নে হরি বিরস অদ্ভুত॥
প্রণাম করিয়া বলে সেই পাত্রবর।
কি কারণে দুঃখ তুমি কর গদাধর॥
হরি বলে শুন পাত্র আমার বচন।
স্তমন্তক লাগি মোর না রহে জীবন॥
মণি লাগি শতধন্বা মাইল নৃপবর।
মণি না পাইঞে ক্রোধ কৈল হলধর॥
মণি লাগি অসুখে সত্যভামার অন্তরে।
মণি লাগি সত্রাজিত হেন রাজা মরে॥
কি করিব কুথা যাব কি বুদ্ধি করিব।
কার ঠাঞি স্তমন্তক মণি পাইব॥
হরি বলে শুন পাত্র আমার বচন।
মণি খোজ করি মোর রাখহ জীবন॥
গোবিন্দের মুখে কথা শুনি পাত্রবর।
কম্পবান্ মণি হেতু হইল অন্তর॥
শতধন্বা মোর ঠাঞি রাখিলেক মণি।
সময়ে না দিঞে নষ্ট হইল আপনি॥
এবে মণি দিলে মোর খণ্ডিবে বিশ্বাস।
দড়াইল মনে করি বারাণসী বাস॥
স্বগণ সহিত পাত্র গেল কাশীপুরে।
আগুসরি সর্ব্বলোক নিল পাত্রবরে॥
দ্বাদশ বৎসর তথা অনাবৃষ্টি ছিল।
মণির প্রভাবে তথা অতিবৃষ্টি হইল॥
সেখানে রহিল পাত্র দ্বাদশ বৎসর।
এথা অনাবৃষ্টি হইল দ্বারকা নগর॥
সর্ব্বলোক মেলি গেল গোবিন্দের স্থানে
লোক রক্ষে অনাবৃষ্টে না রহে পরাণে॥

যত দিন অক্রূর ছাড়িল দ্বারাবতী ।
সেই হৈতে বৃষ্টি নাঞি শুন যদুপতি ॥
চিরদিন অনাবৃষ্টি ছিল কাশীপুরে ।
যে দিন হইতে পাত্র গেল তথাকারে ॥
সে দিন হইতে বৃষ্টি অতি ঘোরতর ।
আত্মনিবেদন কৈল শুন দামোদর ॥
হরি বলে শুন শুন সর্ব্ব প্রজাগণ ।
অক্রূরের হেতু নহে মণির কারণ ॥
সর্ব্বথা জানিল মণি আছে তার ঘরে ।
দূত পাঠাইঞে আন সেই পাত্রবরে ॥
এত বলি উদ্ধবে ডাকিয়া ভগবান্ ।
আজ্ঞা কৈল কাশীপুরে করহ প্রয়াণ ॥
মোর কথা কহিবে পাত্রের সন্নিধানে ।
কহিয় আসিয়া দেখ শ্রীমধুসূদনে ॥
গোবিন্দের আজ্ঞা পাঞে উদ্ধব ঠাকুর ।
সংভ্রমে চলিঞে গেলা সেই কাশীপুর ॥
কাশীপুরে অক্রূরের সনে দেখা হইল ।
যে কিছু বলিল কৃষ্ণ সকলি কহিল ॥
কৃষ্ণকথা শুনি পাত্র সিগ্ধ কলেবর ।
গাঢ় আলিঙ্গন দিল উদ্ধব ঠাকুর ॥
সুখাবেশে নমস্কার সখা বিশ্বেশ্বরে ।
স্বগণ সমেত গেল দ্বারকা নগরে ॥
পরিজন রাখিয়া আপন অন্তঃপুরে ।
সত্বরে চলিল পাত্র কৃষ্ণ দেখিবারে ॥
শফল্কের স্থানে যাঞে নন্দ-নন্দন ।
অসংখ্য প্রণাম কৈল চরণ বন্দন ॥
হেন কালে চারি মেঘ একত্র হইয়া ।
অতিবৃষ্টি কৈল সেই দ্বারকা চাপিয়া ॥
চিরদিন স্নিগ্ধ হইল দ্বারকার লোক ।
মণির প্রভাবে কারু নাহি দুঃখ শোক ॥
হেন বেলে দেশে দেশে সব রাজা আনি ।
সভা করি বসিল ব্রজার শিরোমণি ॥
সভাতে বসিয়া পুছে প্রভু ভগবান্ ।
মোর বিদ্যমানে পাত্র না কহিব আন ॥
অনাবৃষ্টি দেখি কথা লয় মোর মন ।
হেন বুঝি মণি আছে তুমার সদন ॥

গোবিন্দের আজ্ঞা পাঞা সেই পাত্রবর ।
কহিতে লাগিল কথা সভার ভিতর ॥
পাত্র বলে শুন শুন প্রভু ভগবান্ ।
যে দিন করিলে তুমি মণির সন্ধান ॥
সে দিন সে শতধন্বা আমারে ডাকিয়া ।
মণি রাখি তব ভয়ে গেল পালাইঞা ॥
সেই হৈতে স্যমন্তক আছে মোর ঘরে ।
আজ্ঞা কর আনি দিঞে সভার ভিতরে ॥
গোবিন্দ বলেন শুন শফল্ক-নন্দন ।
সভামধ্যে আন মণি দেখু সর্ব্ব জন ॥
একে গোবিন্দের আজ্ঞা আর পাত্রবর ।
পূজিয়া আনিল মণি সভার ভিতর ॥
মণি দেখি সভাকার ঘুচিল যে ত্রাস ।
হেন বেলে কহিতে লাগিল শ্রীনিবাস ॥
হরি বলে শুন বলদেব সত্যবতি ।
এই মণি লাগি পাইল অশেষ দুর্গতি ।
এই মণি ধরিয়া প্রসেনের গেল প্রাণ ।
এ মণি লাগিয়া অথ আমার প্রয়াণ ॥
এ মণি জিনিয়া সত্রাজিতের রমণী ।
ইহা লাগি শতধন্বা তেজিল পরাণী ॥
এ মণি কারণে মোর চোর-বাদ হৈল ।
এ মণি কারণে ভাই অপ্রত্যয় হইল ॥
এ মণি কারণে সত্যভামা ক্রোধমুখে ।
এ মণি কারণে সর্ব্ব দ্বারকা অসুখে ॥
অতি তেজোময় মণি অতি খরসান ।
অপবিত্র হইলে কারু নাহি রএ প্রাণ ॥
কহিল মণির কথা শুনিলে শ্রবণে ।
এখন এ স্যমন্তক রাখি কার স্থানে ॥
সব রাজাগণে বলে শুন গোবিন্দাই ।
পূজা করি রাখ মণি অক্রূরের ঠাঞি ॥
সর্ব্বসম্মতিতে মণি পাত্র স্থানে থুয়া ।
কহিতে লাগিল কৃষ্ণ তিন তালি দিয়া ॥
ভাদ্র চতুর্থে কেহ চন্দ্র না দেখিহ ।
কৃষ্ণ পক্ষে চতুর্থী বিশেষ নিবারিহ ॥
হরিতাল নামে চন্দ্র শুন সর্ব্বজনে ।
অবশ্য দুর্নাম উঠে তাহা দরশনে ॥

তাত্র কৃষ্ণ শুক্ল দুই তিথি মনে করি।
সংভ্রমে থাকিহ সন্তে চন্দ্র পরিহরি॥
তবে যদি দৈব দোষে হয় দরশন।
তখনি হইব এই শ্রী মণি হরণ॥
সর্ব্ব দোষ নষ্ট হব কথায় শ্রবণে।
কহিল নিশ্চয় করি শুন সর্ব্বজনে॥
শ্রীমুখে শুনিঞা কথা বলে নিপগণ।
ধন্য ধন্য অক্রূর তুমার জীবন॥
স্যমন্তক থুইল কৃষ্ণ তোর অভ্যন্তরে।
তো হেন সুকৃতি নাঞি ধরণী ভিতরে॥
হরি প্রণ মঞা সব বাজার গমন।
এতেক সংপূর্ণ হৈল মণির হরণ॥
শ্রীকৃষ্ণ-বিলাস-রস ভক্তির প্রকাশ।
রচিল গোবিন্দ-গুণ গোবিন্দের দাস॥*॥

———o———

এক দিন গোবিন্দ বসিয়া বীরাসনে।
করিঞে কালিন্দী বিভ হেন কৈল মনে॥
এত বলি অক্রূর উদ্ধব ডাক দিয়া।
চড়িল বিচিত্র রথে সারথি লইয়া॥
রথ চালাইঞে গেল হস্তিনা নগর।
কৃষ্ণ দেখি সোমবংশ আইল সত্বর॥
গুরু দ্রোণাচার্য্য আর দেবী সত্যবতী।
এই দুই জনে হরি করিল প্রণতি॥
তার পাছু যুধিষ্ঠির আদি যত জন।
যথাবিধি আলিঙ্গন কৈল সম্ভাষণ॥
সভা সনে লৌকিক করিয়া নারায়ণ।
পাছু অর্জ্জুনেরে দিল গাঢ় আলিঙ্গন॥
সখা সঙ্গে রস-রঙ্গে চড়ি নিজ রথে।
বিমান চালাঞে দিল অরুণের পথে॥
কৌতুকে প্রবেশ কৈল সেই মহাবন।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেল গহন কানন॥
তথি মধ্যে আছে এক দিব্য সরোবর।
সেখানে তপস্যা করে অপার কিন্নর॥
অকস্মাৎ কন্যা এক দেখিল সেইখানে।
ঊর্দ্ধমুখে তপস্যা করেন একমনে॥
কন্যা দেখি গোবিন্দ হরিষ নিজ মনে।
অর্জ্জুন পাঠাঞে দিল তার সন্নিধানে॥
যুবতি নিকটে যাঞে রাজা ধনঞ্জয়।
করপুটে কথা পুছে করিয়া বিনয়॥
রাজা বলে শুন শুন শুন বিদ্যাধরি।
কি কারণে তপস্যা করিছ একেশ্বরী॥
কন্যা বলে শুন রাজা মোর নিবেদনি।
কালিন্দী আমার নাম সূর্য্যের নন্দিনী॥
কৃষ্ণপ্রাপ্তি হেতু তপ করি মহাবনে।
যদি ভাগ বশে কৃপা করেন নারায়ণে॥
গোবিন্দ হইব পতি মনের বাসনা।
সে কারণে ঊর্দ্ধপদে করি এ কামনা॥
শুনিঞা কন্যার কথা রাজা ধনঞ্জয়।
শীঘ্রগতি গেল যথা ছিল মহাশয়॥
কহিল সকল কথা করি পুটাঞ্জলি।
কথা শুনি সন্তোষ হইলা বনমালী॥
কন্যা সন্নিধানে রথ দিল চালাইয়া।
পবনের বেগে রথ উত্তরিল গিয়া॥
কৃষ্ণ দেখি সংভ্রমে উঠিল বরনারী।
করিল প্রণাম কত শত নতি করি॥
কন্যা বলে শুন প্রভু সংসারের সার।
পাইতে শ্রীপাদপদ্ম তপস্যা আমার॥
নিজ গুণে পরিগ্রহ কর চক্রপাণি।
করপুটে কাতর হইয়া বলে বাণী॥
কন্যার নিবিড় ভক্তি দেখি নারায়ণ।
করিল গন্ধর্ব্ব-বিভা বেদ-নিরূপণ॥
রথের উপর করি কালিন্দী সুন্দরী।
সত্বরে চলিঞে গেল দ্বারকা নগরী॥
পুত্রবধূ দেখিয়া দৈবকী হরষিত।
উবতিয়া অন্তঃপুরে লইল ত্বরিত॥
অন্তঃপুরে বসিয়া চিন্তিল নারায়ণ।
করিয়ে অসংখ্য বংশ হেন লএ মন॥
সত্যভামা রুক্মিণী কালিন্দী জাম্বুবতী।
প্রথমে করিল বিভা এ চারি যুবতী॥
আর চারি জন বিভা করিয়ে রূপসী।
যেন অষ্ট জনা হয় এ অষ্ট মহিষী॥

ষোড়শ সহস্র শতেক অষ্ট জনা।
করিব যতেক [বিভা] আছয়ে বাসনা॥
অসুরের কুলে জন্ম নরক নিপতি।
তার ঘরে বন্দী ষোল সহস্র যুবতী॥
সে সব যুবতি আছে মোর প্রতি-আশে।
বিলম্ব হইলে পাছে মরএ তরাসে॥
এত মন করিয়াছি বলে নারায়ণ।
হেন বেলে তথা গেল দেব রজোগুণ॥
প্রজাপতি আইল দেখিয়া নরহরি।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া কথা পুছে ধীরি ধীরি॥
হরি বলে শুন ওহে দেব রজোগুণ।
কি কারণে এত দূর হইল গমন॥
ব্রহ্মা বলে শুন প্রভু দেব গদাধর।
যজ্ঞ-ঘৃতে অস্বস্তি হইয়াছে কলেবর॥
যদি আজ্ঞা কর তবে করিয়াছি মন।
খাণ্ডব দহিয়া মাংস করিব ভক্ষণ॥
ইন্দ্রের খাণ্ডব কেহ লঙ্ঘিতে না পারে।
অগ্নি দেখি মুষল ধারাএ বৃষ্টি করে॥
যদি শরজালে বৃষ্টি রাখয় অর্জ্জুন।
তবে মাংস খায়ে করি ঘৃতের মোক্ষণ॥
প্রজাপতি চলিল অর্জ্জুন সঙ্গে করি।
অগ্নি দিল অরণ্যে পবন অবতারি॥
পবনের তেজে পুড়ে খাণ্ডবের বন।
নিজ সুখে কৈল ব্রহ্মা মাংসের ভোজন॥
হেন মতে খাণ্ডব দহিএ গদাধর।
বিমানে চড়িএগ গেল অবন্তী নগর॥
অবন্তী রাজার কন্যা মিত্রবিন্দা নাম।
ভুবনমোহন রূপ অতি অনুপাম॥
এক দিন সে রাজা দুহিতা দেখি ঘরে।
পুত্র সম্বন্ধিতে রাণী ডাকিল সত্বরে॥
রাজা বলে শুন রাণি করি অবগতি।
বিভাযোগ্য কন্যা আছে আমার বসতি॥
যদি কহ কন্যা দিয়ে দৈবকী-নন্দনে।
কন্যা-যোগ্য বর তেঁহ লয় মোর মনে॥
কথা শুনি কোপেতে কুমার অগ্নি যেন।
তপ্ত তৈলমধ্যে যেন জল ঢালি দিল॥

পুত্র বলে শুন পিতা করি অবগতি।
গোপে কন্যা দিতে চাহ এ কোন যুগতি॥
দেশে দেশে রাজা আন করিয়া সন্ধান।
যাহারে উচিত হএ তারে কর দান॥
এ কথা শুনিল কন্যা অন্তঃপুর বসি।
অগ্নিমুখে দর্ভ যেন হয় ভস্মরাশি॥
কৃষ্ণ মনে করি কন্যা আছে আন চিত্তে।
হেন বেলে তথা রাজা আল্য আচম্বিতে॥
দুহিতা সান্ত্বনা করি রাজার গমন।
হেন বেলে স্বয়ম্বরের আইল রাজাগণ॥
সভাকার পাছু আইল দৈবকীনন্দন।
গজগণের মধ্যে যেন সিংহের গমন॥
কৃষ্ণ দেখি মিত্রবিন্দা পরিহরি লাজ।
মাল্য হস্তে করি আইল রাজার সমাজ॥
কন্যা দেখি সর্ব্ব রাজা হরিল চেতন।
হেন বেলে হৈল মিত্রবিন্দার হরণ॥
নিজ রথে কন্যা তোলাইয়া গদাধর।
দ্বারকার পথে রথ চালায় সত্বর॥
তা দেখিএগ লজ্জা পাএগ সর্ব্ব রাজাগণ।
ধাইল কৃষ্ণের পাছে করিবারে রণ॥
একলা গোবিন্দ শতে শতে নৃপমণি।
সভা জিনি কন্যা লএগ গেল চক্রপাণি॥
গোবিন্দ-বিজয় দেখি অবন্তীর রাজা।
দ্বারকা যাইয়ে নারায়ণে কৈল পূজা॥
বিবিধ রতনে কন্যা করিয়া সাজন।
বেদমন্ত্রে গোবিন্দে করিয়া সমর্পণ॥
গোবিন্দের আগে রাজা বিদায় করিয়া।
চলিল অবন্তী সুখ-সাগরে ভাসিয়া॥
মিত্রবিন্দা বিভা করি দেব নারায়ণ।
ভদ্রা নামে কন্যা বিভা করি কৈল মন॥
শ্রুতকীর্ত্তি নামে রাজা তপস্বী বিশেষ।
আজন্ম ধরিয়া সেবা করে হৃষীকেশ॥
এক দিন শ্রুতকীর্ত্তি বিরলে বসিল।
কন্যা পুত্র রাণী তিন জনাকে ডাকিল॥
রাজা বলে শুন রাণি আমার বচন।
গোবিন্দের যোগ্য [কন্যা] লএ মোর মন॥

নিজাস্ত্র করিয়া পাঠাইল যুবরাজ।
পূজিয়া আনিল কৃষ্ণ আপন সমাজ॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিল আর রত্নের আসন।
বেদমন্ত্রে ভদ্রা কন্যা কইল সমর্পণ॥
করপুটে লৌকিক করিয়া নৃপবর।
ভদ্রা লঞা আনন্দে চলিল গদাধর॥
ভদ্রা পরিগ্রহ করি দেব নারায়ণ।
করি নাগ্নজিতী বিভা হেন কৈল মন॥
পৃথিবীর মধ্যে স্থান কোশল নগর।
তথা রাজা করে নগ্নজিত নৃপবর॥
কেবল ধার্ম্মিক রাজা বৈষ্ণবের সীমা।
কর্ণ হেন দাতৃশক্তি যাহার উপমা॥
তার ঘরে কন্যা আছে নাগ্নজিতা নাম।
ত্রৈলোক্যমোহিনী কন্যা রূপে অনুপাম॥
দুহিতা দেখিয়া সেই কোশল-নৃপতি।
কৃষ্ণে কন্যা দিয়ে মনে করিল যুগতি॥
রাজা বলে ভারাবতারণে নারায়ণ।
গোপবুদ্ধে যুক্তি না মানিব কোন জন॥
এত মনে করি সপ্ত বৃষকে বান্ধিয়া।
করিল দারুণ পণ সভাতে বসিয়া॥
এই সাত বৃষ যে বান্ধে একবারে।
তারে নাগ্নজিতা দিব কহি সভাকারে॥
পণ করিয়া নিঞা সকল রাজগণ।
সভাকারে কহে রাজা সুদারুণ পণ॥
বৃষ বান্ধা শুনি সর্ব্ব রাজার কুমার।
বল না বুঝিয়ে আসি করে অঙ্গীকার॥
বান্ধিতে নারিঞে লাজে যায় পলাইঞে।
এ কথা শুনিল হরি দ্বারকাতে রঞে॥
সেইখানে গরুড়ে চাপিঞে নরহরি।
পবন-গমনে গেল কোশল নগরী॥
কৃষ্ণ আগমন শুনি কোশল-নৃপতি।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া কৈল অশেষ প্রণতি॥
শেষে সুদারুণ পণ কইল নিবেদন।
কথা শুনি হাসিতে লাগিল নারায়ণ॥
হরি বলে শুন হে কোশল-নৃপবর।
সাত বৃষ বান্ধিব আমি কিবা মোর ডর॥

যদি সাত বৃষ বান্ধি আমি একবারে।
তবে মোরে কন্যা দিবে কর অঙ্গীকারে॥
গোবিন্দের কথা শুনি সেই নৃপবর।
অঙ্গীকার কৈল কন্যা সভার ভিতর॥
এত শুনি অনন্ত-মূরতি নারায়ণ।
কৃপা করি রক্ষা কৈল কোশলের পণ॥
একবারে সাত বৃষ বান্ধে নরহরি।
দেখি চমৎকার হৈল কোশল নগরী॥
মনের বাসনা পূর্ণ দেখি নরপতি।
বিবিধ রতনে সাজি আনিল যুবতি॥
যেন কালাচান্দ তেন কন্যা নাগ্নজিতা।
তেন শুভ ক্ষণে রাজা সমর্পে দুহিতা॥
নানা রত্ন দিয়া রাজা কন্যা করে দান।
বিবিধ রতনে তুষ্ট করি ভগবান্॥
নাগ্নজিতা বিভা করি দেব দামোদর।
কৌতুকে চলিয়া গেলা দ্বারকা নগর॥
করিয়ে সপ্তম বিভা দেব নারায়ণ।
করিব লক্ষ্মণা বিভা হেন লয় মন॥*॥

——০——

এক দিন লক্ষ্মণা দেখিয়া তার বাপে।
যোগ্য কন্যা দেখি মনে হইল সন্তাপে॥
রাজা বলে এই কন্যা দিব আমি কারে।
অনুমান করে রাজা নিজ অন্তঃপুরে॥
পাত্র মিত্র আজ্ঞা দিল নৃপতি বসিয়া।
দেশে দেশে রাজসুত আন ডাক দিয়া॥
কারু আনি রাধাচক্র নির্ম্মাণ করহ।
তাহাতে ধনুক রাখি সন্ধান পূরহ॥
ধনুক যুড়িয়া বাণ যে চক্র বিন্ধিব।
অঙ্গীকার কইনু আমি তারে কন্যা দিব॥
রাজ আজ্ঞা পাইয়া ধাইল সর্ব্ব দূত।
দেশে দেশে আনাইল যত রাজসুত॥
সর্ব্ব রাজগণ দেখি স্বয়ম্বর-স্থানে।
নিজ নিবেদন করে বিবিধ বিধানে॥
শুন শুন সর্ব্ব রাজা দেবকী-নন্দন।
কন্যা লাগি চক্র বিন্ধিবা করিল পণ॥

ধনুক যুড়িয়া বাণ যে চক্র বিন্ধিব।
অঙ্গীকার কইলু আমি তারে কন্যা দিব॥
মদ্রনিপতির কথা শুনি নৃপগণ।
রাধাচক্র বিন্ধিবারে করিল গমন॥
প্রথমে উঠিয়া গেল শাল্ব মহামতি।
নারিল তুলিতে ধনু আপন শকতি॥
শিশুপাল দন্তবক্র কাশী-নরপতি।
ধনুক দেখিয়া তারা করিল প্রণতি॥
ভগদত্ত রুক্মী আর মগধ-ঈশ্বর।
নারিল তুলিতে ধনু সভার ভিতর॥
কর্ণ দুর্য্যোধন রাজা তুলিয়া লইল।
গুণ দিয়া ধনুক টানিতে না পারিল॥
অতি কোপে ধনঞ্জয় সন্ধান পুরিয়া।
এড়িল দুর্জ্জয় বাণ আকর্ণ পুরিয়া॥
না বাজিল বাণ অধোমুখে ধনঞ্জয়।
হেন বেলে ধনুক লইল মহাশয়॥
ধনুকে টঙ্কার দিয়া এড়িলেন বাণ।
এক বাণে রাধাচক্র কৈল খান খান॥
প্রতিজ্ঞা সফল হৈল দেখি মদ্ররাজা।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া কৈল গোবিন্দের পূজা॥
হেন বেলে শ্রীলক্ষ্মণা হাতে মালা করি।
স্বয়ম্বরে আইল দিব্য অভরণ করি॥
ঈষৎ হাসিয়া দেবী যুড়ি দুটি কর।
শুভ ক্ষণে বরণ করিল গদাধর॥
পারিজাত-মালা দিল গোবিন্দের গলে।
রূপ দেখি সর্ব্ব রাজা পড়িল বিভোলে॥
হেন বেলে মদ্ররাজা কর জোড় করি।
ষড়ঙ্গে পূজিয়া কৃষ্ণ নিল অবতরি॥
নানা রত্ন দিয়া কন্যা কইল সমর্পণে।
অশ্ব গজ রথ দিল বিচিত্র সাজনে॥
যেমত লক্ষ্মণা তেমত গদাধর।
চতুর্দ্দোলে চড়ে গেল দ্বারকা নগর॥
কালিন্দী লক্ষ্মণা সত্রাজিতের দুহিত'।
মিত্রবিন্দা জাম্বুবতী ভদ্রা নাগ্নজিতা॥
সভার প্রধান দেবী রুক্মিণী রূপসী।
কেবল কৃষ্ণের প্রিয়া এ অষ্ট মহিষী॥

বিনোদ মন্দিরে সর্ব্ব ঠাকুরাণী মেলি।
আনন্দে বিলাসে সুখে নওগ্রা বনমালী॥
করিয়া পরম রস গোবিন্দের সনে।
যৌবনের ভরে রাত্র দিন নাহি জানে॥
যেনক গোবিন্দ তেন সর্ব্ব ঠাকুরাণী।
তেনক দ্বারকা তেন শারদ-রজনী॥
অষ্ট সুমহিষী মধ্যে একলা গোবিন্দ।
দিনেশ উদিত যেন স্ফুট অরবিন্দ॥
রসাবেশে চেতন পাইয়া নারায়ণ।
করিয়ে নরক-বধ হেন কৈল মন॥
অতি সুপ্রভাতে হরি বাহির হইল।
নরক বধিতে পাঞ্চজন্য-শঙ্খ কৈল॥
পাঞ্চজন্য-শব্দ শুনি পাত্র মিত্রগণ।
সংভ্রমে আইল যথা ছিল নারায়ণ॥
হরি বলে শুন হে অক্রূর মহামতি।
নরক বধিতে যাব চল শীঘ্রগতি॥
দেবতা না মানে শুরু করয়ে লঙ্ঘন।
হেন জন রাখিবার কন প্রয়োজন॥
এ তা বলি করে হরি যুদ্ধের সমাজ।
হেন বেলে আইল তথা দেবের দেবরাজ॥
বাসব দেখিয়া সেই দেব নারায়ণ।
বসিতে আসন দিয়া বন্দিল চরণ॥
হরি বলে শুন শুন দেব সুরপতি।
কি কারণে আইলে তুমি আমার বসতি॥
সুরপতি বলে শুন দেব ভগবান্।
নরক লাগিয়া আমি করিল পয়ান॥
একত্রে অযুত কন্যা আছে তার ঘরে।
অলখিত হয়্যা আইল অমর নগরে॥
চুরি করি লয়্যা আইল কর্ণের কুণ্ডল।
কুণ্ডল কারণে দেবী হয়াছে বিকল॥
এ কারণে আদিত্য ডাকিয়া কৈল মোরে।
সংভ্রমে চলিত্রে গেল কৃষ্ণ বরাবরে॥
কহিহ আমার দুঃখ গোবিন্দের স্থানে।
দৈত্য মারি কুণ্ডল আনিব নারায়ণে॥
বাসবের কথা শুনি দেব নারায়ণ।
নরক বধিতে শীঘ্র করিল গমন॥

গরুড়ের উপরে চড়িয়া গদাধর ।
সংভ্রমে করিল সত্যভামাকে দোসর ॥
স্বামী সঙ্গে গরুড়ে চলিয়া অন্তরীক্ষে ।
ঘরে ঘরে থাকি গন্ধর্ব্ব সর্ব্ব দেখে ॥
পথে যাইতে গুপ্তজুতি পুরীশ্বর ।
জলবিশ নামে দৈত্য তাহার ঈশ্বর ॥
পঞ্চমুখ সে অসুর নরকের সখা ।
জলে থাকি যুদ্ধ চাহে নাঞি করে দেখা ॥
সাত কোটি পুত্র যার যমের দোসর ।
কৃষ্ণ দেখি অস্ত্র লয়া ধাইল সত্বর ॥
ডাক দিয়া বলে তারা রহি কথোক দূরে ।
আমরা রাখিয়ে পুরী জলের ভিতরে ॥
আমার জনকে রাজা নরকে সখিতা ।
আজি তুমা মারিবারে করিব বারতা ॥
গোবিন্দের সনে যুঝে নরকের সখা ।
কখন আদেখে যুঝে খেনে করে দেখা ॥
দৈত্যের আদেখ রণ দেখি নারায়ণ ।
চক্রবাণে সাত পুত্র কাটিল তখন ॥
পুত্রের মরণে সেই বিশের তরাসে ।
গদা হাতে করি আইল গোবিন্দের পাশে ।
সেই গদা তারে মাইল দেব গদাধর ।
পড়িল সে জলবিশ গেল যমঘর ।
থানা উঠাইয়া চলে দেব হৃষীকেশ ।
আখির নিমিষে পুরী করিল প্রবেশ ॥
গোবিন্দ দেখিয়া সেই নরক নিপতি ।
গোবিন্দ উপরে বাণ এড়ে শীঘ্রগতি ॥
মারিলে আমার সখা গেল যমঘর ।
মোর বাণে আজি কথা যাবে গদাধর ॥
হেন বেলে ষড়্দশ সহস্র রমণী ।
একভাবে পূজা করে চণ্ডিকা ভবানী ॥
কাতর হইয়া বলে সব কন্যাগণ ।
স্বামী করি দেহ মাতা কমল-লোচন ॥
গোবিন্দের বাণে মরুক নরক নিপতি ।
যেন কৃষ্ণ পাইয়ে সকল এ যুবতি ॥
কন্যাগণে বর দিয়া চণ্ডিকার স্থান ।
হেন বেলে নরক গোবিন্দ সংগ্রাম ॥

কুপিল নরক রাজা যেন কালদণ্ড ।
গোবিন্দের সেনা কাটি কৈল খণ্ড খণ্ড ॥
গরুড় উপরে কৃষ্ণ নরক দেখিয়া ।
উড়িলেক শেলপাট গরুড় চাপিয়া ॥
পাকসাটে বাণ নিবারিয়া পক্ষরাজ ।
আগুসরি গেল যথা দৈত্যের সমাজ ॥
কৃষ্ণ দেখি নরক মাইল দশ বাণ ।
বাণে নিবারিয়া বাণ এড়ে ভগবান্ ॥
বাণে বাণে কাটাকাটি আকাশ উপরে ।
তা দেখিয়া দৈত্যরাজ হইল কাতরে ॥
হেন বেলে ব্রহ্ম অস্ত্র এড়ে হরি রায় ।
কাটিয়া রাজার মুণ্ড বহনি খেলায় ॥
পড়িল নরক রাজা সুখী দেবগণ ।
গোবিন্দ উপরে করে পুষ্প বরিষণ ॥
গরুড় এড়িয়া হরি সত্যভামা লঞা ।
দেখিল রাজার ঘর পুরী প্রবেশিয়া ॥
হেন বেলে ধরণী আসিয়া সন্নিধানে ।
অনেক প্রণতি কৈল গোবিন্দ-চরণে ॥
ক্ষিতি বলে শুন প্রভু সংসারের সার ।
বরাহ-শরীরে মোরে করিলে উদ্ধার ॥
অতি রসাবেশে কৈলে গাঢ় আলিঙ্গন ।
সেই তেজে উপজিল নরক রাজন ॥
অসুর-সংসর্গে থাকি রহিল নিদ্রায় ।
সঙ্গদোষ দেখি নিজ পুত্র কৈল ক্ষয় ॥
পুত্রশোকে ধরণী কান্দিছে উভরায় ।
তা দেখিয়া হৃদয়ে ব্যথিত হরিরায় ॥
বসুমতী বলে শুন দেব গোবিন্দাই ।
যুগে যুগে অভয় চরণে দিয় ঠাঞি ॥
পৃথিবী দেখিয়া হাসে দেবী সত্যভামা ।
কতেক তুমার নারী না জানিলু সীমা ॥
সতী সঙ্গে করিয়া চলিল নারায়ণ ।
অন্তঃপুরে গেল যথা আছে কন্যাগণ ॥
দেখিল সুবর্ণ[illegible] যেন বিদ্যাধরী ।
পরম ধেয়ানে আছে কৃষ্ণচিত্ত করি ॥
কন্যাগণে নিভৃত দেখিয়া নারায়ণ ।
ইঙ্গিতে করিয়া নিল তা সভার মন ॥

শতাধিক ষড়্দশ সহস্র সুন্দরী।
একে একে বিভা কৈল ঠাকুর মুরারি॥
নরক-ভাণ্ডারে ছিল যত রত্ন ধন।
সকল যুবতিগণে দিল অভরণ॥
একে দিব্যাঙ্গনা আর নানা অলঙ্কার।
আর রথে বসাইল নন্দের কুমার॥
অনন্ত মুরতি হৈয়া দেব নারায়ণ।
একে একে সান্ত্বনা করিল কন্যাগণ॥
তুলিয়া লইল কন্যা রথের উপর।
সত্তী সঙ্গে চলি যাএ দ্বারকা নগর॥
দ্বারকা বাহিরে সব কন্যাগণ থুয়া।
চলিল অমরাবতী রথ চালাইয়া॥
আদিতির কর্ণে দিয়া রত্নের কুণ্ডল।
প্রণাম করিয়া আইল ধরণীমণ্ডল॥
আসিয়া তুলিল রথে যুবতির ঠাটে।
চালাইয়া দিল ঘোড়া দ্বারকার বাটে॥
আঁখির নিমিষে গেল দ্বারকা ভুবন।
দেখি চমকিত দ্বারকার পুরজন॥
পুরজন বলে শুন সত্যভামা সতি।
কোথা হৈতে লঞা আইল এতেক যুবতি॥
সত্যভামা বলে শুন শুন পুরজনে।
যেমতে পাইল কন্যা শ্রীমধুসূদনে॥
সমুদ্রের তীরে বসে নরক নৃপতি।
হরিয়া আনিল দেব-দানব-যুবতি॥
এক দিন বিংশতি সহস্র নারী করি।
তেকারণে আনে দেব-দানব-কুমারী॥
শতাধিক ষড়্দশ সহস্র আনিল।
হেন বেলে গোবিন্দের বাণে সেই মৈল॥
আসিব এ সব কন্যা গোবিন্দের আশে।
দৃঢ় মন দেখি বিভা কৈল হৃষীকেশে॥
সত্যভামা-মুখে কথা শুনি পুরজন।
উবভিয়া ঘর লইল সব কন্যাগণ॥
আনন্দে পূর্ণিত হইল দ্বারকা নগরী।
অনুক্ষণ নৃত্য গীত নাচে বিদ্যাধরী॥
ষড়্দশ সহস্র শতেক অষ্ট নারী।
পৃথকাগারে সান্ত্বনা করে ঠাকুর মুরারি॥
একলা শরীর হৈয়া অনন্ত মুরতি।
করিল পরম রস সভার সংহতি॥
গোবিন্দের তেজে হর্ষিত কন্যাগণ।
নিয়োজিত গর্ভ সভে করিল ধারণ॥
নারী প্রতি দশ পুত্র কন্যা একখানি।
বারে বারে প্রসবিল সর্ব্ব ঠাকুরাণী॥
ইহাতে ছাপ্পান্ন কোটি যদুবংশ হইল।
পূর্ণচন্দ্র হেন পুত্র বাড়িতে লাগিল॥
শ্রীকৃষ্ণ হইল সুখী দেখি পুত্র নারী।
পুরীমধ্যে আগার করিল সারি সারি॥
মণি-মাণিকের ঘর সুবর্ণ-প্রাচীর।
বিবিধ বান্ধনে চৌদিশ রচিত ভিতর॥
হেনক চৌরের মধ্যে পুত্র নারী থুয়া।
আনন্দে বিহরে হরি দ্বারকাতে রঞা॥
বৈকুণ্ঠ-বিভব আসি দ্বারকা নগরে।
আনন্দে দুন্দুভি-বাদ্য বাজে প্রতি ঘরে॥
অনুক্ষণ দ্বারকাতে কৃষ্ণের বসতি।
শ্রীকৃষ্ণ-বিলাস-রস সর্ব্ব সমাহৃতি॥
শ্রীনন্দ-নন্দন-পদ বেদ অগোচর।
ভক্তি অনুসারে ভণে শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর।*॥

—o—

এক দিন গোবিন্দ বসিয়া বীবাসনে।
পারিজাত-হরণ কথা পড়ি গেল মনে॥
চিত্ত-সুখাসনে বসি দেব নরহরি।
রুক্মিণী সহিত গেল রৈবতক গিরি॥
অতি মনোহর গিরি দেখিতে সুন্দর।
লক্ষ্মী সঙ্গে তথাই রহিল গদাধর॥
হেন বেলে নারদ আইল তাঁর ঠাঞি।
গৌরব করিয়া বসাইল গোবিন্দাই॥
সংভ্রম হইয়া পূজা কৈল দুই জন।
জিজ্ঞাসিল কি কারণে করিল গমন॥
ঈষত হাসিয়া বলে সেই মুনিবর।
অমরা হইতে আসি শুন গদাধর॥
পারিজাত-মালা দিল মকরন্দ-মদন।
সে মালা সুন্দর যোগ্য শুন নারায়ণ॥

কথা শুনি পারিজাত লঞা গদাধরে ।
বন্দনা করিএ মালা দিল রুক্মিণীরে ॥
হেন বেলে নারদের দ্বারকা গমনে ।
কহিল মালার কথা সত্যভামার স্থানে ॥
রুক্মিণীরে মালা দিল শুনি সত্যবতী ।
অভিমানে শয়ন করিল আসি ক্ষিতি ॥
ভূমিতে শয়ন করি না পায় স্বস্থ ।
ঘন ঘন বলে কোথা আছ জগন্নাথ ॥
এত কথা শুনি হইল মুনির গমন ।
আসিয়া গোবিন্দ সনে কৈল দরশন ॥
মোর বিদ্যমানে মালা দিলে রুক্মিণীরে ।
সে কথা ভরমে আমি কহিলুঁ সতীরে ॥
অভিমানে রহিল সতী শুন গদাধর ।
রুক্মিণী এড়িয়া চল দ্বারকা নগর ॥
যদি না যাইবে সত্যভাঁমার আলয়ে ।
হুতাশ হইয়া সতী মরিব নিশ্চয়ে ॥
মুনি মুখে কঠিন শুনিঞা নরহরি ।
হরি বলে শুন প্রিয়ে রুক্মিণি সুন্দরি ॥
দোভেদা নারদ জানিয়ে সর্ব্বকাল ।
এথা মালা দিয়া তথা পাতিল জঞ্জাল ॥
পারিজাত-মালা শুনি সতী অভিমানী ।
তুমি এথা থাক আমি যাব রাজধানী ॥
এত বলি মুনি সঙ্গে চলে গোবিন্দাই ।
সত্বরে চলিঞে গেল সত্যভামা ঠাঁই ॥
দেখিল ভূমিতে সতী করিয়া শয়ন ।
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে করিয়া রোদন ॥
সতীর রোদন দেখি বলে নরহরি ।
অকারণে কেনে বা কান্দিছ একেশ্বরী ॥
এক মালা মাগিয়া আনিল মুনিবরে ।
তুমি না আছিলে তেঞি দিল রুক্মিণীরে ॥
পুষ্প সম্বলিতে গাছ আনিব চাহিঞা ।
গাথিয়ে পরিহ মালা হৃদয়ে বসিয়া ॥
হরি-কথা শুনি সত্রাজিতের নন্দিনী ।
তুষ্ট হয়া পূজা কৈল দেব চক্রপাণি ॥
হেন বেলে সেখানে ডাকিয়া মুনিবর ।
আজ্ঞা কৈল যাহ শীঘ্র অমর-নগর ॥
কহিবে চাহিল গাছ দৈবকী-তনয় ।
না দিলে অকার্য্য হব কহিল নিশ্চয় ॥
শ্রীমুখের আজ্ঞা পাঞে সেই মুনিবর ।
আখির নিমিষে গেল অমর-নগর ॥
মুনি দেখি দেবরাজ পুছিল কথন ।
অতি শীঘ্রগতি কেন করিলে গমন ॥
মুনি বলে এক মা[লা] তুমি দিলে মোরে ।
সে মালা আনন্দে দিল নন্দের কুমারে ॥
মালা দেখি গোবিন্দের হরষ বিভোলে ।
কৃপা করি মালা দিল রুক্মিণীর গলে ॥
সে কথা শুনিঞা সতী হরিল চেতন ।
তে কারণে পাঠাইলা দৈবকী-নন্দন ॥
পুষ্প-সম্বলিতে গাছ ঐরাবতে করি ।
সত্বরে চলিয়া যাহ দ্বারকা নগরী ॥
ইহা না করিলে বড় হইব অকাজ ।
বুঝিয়া উচিত কর শুন দেবরাজ ॥
ইন্দ্র বলে শুন হে নারদ মুনিবর ।
তুমাকে কি দিব আমি ইহার উত্তর ॥
ইন্দ্র স্থানে পিরিত না পাঞে মুনিবর ।
সত্বরে চলিঞা গেল দ্বারকা নগর ॥
কহিল ইন্দ্রের কোপ গোবিন্দের পায় ।
কথা শুনি সাজ সাজ বলে যদুরায় ॥
মথ-ভঙ্গে মোরে জানিয়াছে একবার ।
তথাপি আবার বেটা করে অহঙ্কার ॥
সারথি ডাকিয়া রথ করিল সাজন ।
সতী সম্বলিতে রথ কৈল আরোহণ ॥
আখির নিমিষে গেল অমর-নগর ।
বন প্রবেশিয়া উপাড়িল তরুবর ॥
বনভঙ্গ দেখি হৈল দূতের গমন ।
কান্দিয়া কান্দিয়া দূত কইল নিবেদন ॥
দূত বলে রাখি আমি সে নন্দন-বন ।
আজি পারিজাত উপাড়িল একজন ॥
পারিজাত-ভঙ্গ শুনি অদিতি-কুমার ।
হাতে অস্ত্র ধাইল করিয়া মার মার ॥
ইন্দ্র বলে শুন ওহে গোপের নন্দন ।
কোন্ অহঙ্কারে ভাঙ্গ মোর পুষ্পবন ॥

ছাড় পারিজাত নিজ গৌরব রাখিয়া ।
এড়িলে না কল্পবৃক্ষ না দিব ছাড়িয়া ॥
এত বলি বাসব ধনুকে যুড়ি বাণ ।
কাটিয়া কৃষ্ণের সেনা কৈল খান খান ॥
সেনা কাটা গেল হরি কোপমন হৈয়া ।
কাটিল ইন্দ্রের বাণ আকর্ণ পূরিয়া ॥
গোবিন্দের বাণে ঐরাবত অচেতন ।
হেন বেলে করি হরি বাণ বরিষণ ॥
সম্বিত পাইয়া ইন্দ্র বজ্র নিল হাতে ।
ফেলাঞে মারিল বাণ দেব জগন্নাথে ॥
কোপে সুদর্শন যুড়ি দেব নরহরি ।
দেখিয়া কাতর হইল সব দেবপুরী ॥
সর্ব্বদেব মেলি হরি সান্ত্বনা করিয়া ।
গোবিন্দের স্থানে আইল বাসব লইয়া ॥
দেবগণ বলে শুন শুন মহামতি ।
বারেক খেমহ দোষ রাখ সুরপতি ॥
দেবের বচনে হরি ক্রোধ শান্ত হইল ।
অক্রোধ দেখিয়া ইন্দ্র তত ক্ষণে আইল ।
ইন্দ্র বলে শুন প্রভু সংসারের সার ।
আমি কি বলিতে পারি মহিমা তুমার ॥
তুমার প্রসাদে মোর ইন্দ্রপদ খ্যাতি ।
তুমার প্রসাদে মোর এ অমরাবতী ॥
তুমার প্রসাদে শচী আমার ঘরণী ।
নিজ গুণে কৃপা কর দেব চক্রপাণি ॥
বাসবের স্তুতি শুনি দেবকী-নন্দন ।
ক্ষমিল সকল দোষ দেবের কারণ ॥
ইন্দ্র বলে শুন প্রভু দ্বারকার পতি ।
পুষ্প লঞা যাব আমি তোমার সংহতি ॥
ঐরাবত উপরে রাখিয়া তরুবর ।
দ্বারকা চলিল ইন্দ্র সঙ্গে গদাধর ॥
পুষ্প সকলিকে গাছ দ্বারকাতে দিয়া ।
বিদায় করিল কোটি প্রণাম করিয়া ॥
পারিজাত লঞা আইল দেব গদাধর ।
রোপিল পুষ্পের গাছ প্রতি ঘরে ঘর ॥
দ্বিতীয় অমরা হইল দ্বারকা ভুবন ।
আনন্দেতে পারিজাত পূজে সর্বজন ॥

পারিজাতে সান্ত্বনা করিয়া দেবী সতী ।
রৈবতক গেল হরি দারুক সংহতি ॥
কহিল সেখানে পারিজাতের হরণ ।
শুনিয়া সন্তোষ হইল রুক্মিণীর মন ॥৯॥

—o—

এক দিন নরহরি পালঙ্কে শুতিয়া ।
আদিরস বিস্তারিল চিত্ত নিবেশিয়া ॥
শ্রমে ঘর্ম্ম নিকলিল শ্যাম কলেবরে ।
তা দেখিয়া রুক্মিণী চামরে বায় করে ॥
শীতল পবনে সুখী হয়া নারায়ণ ।
প্রবন্ধ করিয়া বুঝে রুক্মিণীর মন ॥
হরি বলে শুন প্রিয়ে ভীষ্মক-নন্দিনি ।
রাজা এড়ি আমা ইচ্ছা কৈলে কিবা জানি ।
কুল শীল গুণে মহারাজা শিশুপাল ।
মুঞি হীন জাতি গোপ জনম-রাখাল ॥
হেন গুণবান্ রাজা না ইচ্ছিলে কেনে ।
নির্গুণ পুরুষ দেখি বরিলে কেমনে ॥
দেশ ভুমি নাঞি মোর নাঞি নৃপাসন ।
সমুদ্র-সমীপে আছি হইয়া নির্গুণ ॥
মো অতি অধম তুমি রাজার কুমারী ।
আমারে ইচ্ছিলে তুমি রাজা পরিহরি ॥
শিশুপাল মহারাজা বিদিত ভুবনে ।
অনেক যাতনা পাইল তুমার কারণে ॥
হেন জন পরিহরি নহে বেবহারে ।
তুমা হেন দুষ্টমতি নাঞিখ সংসারে ॥
শ্রীমুখে কঠোর বাণী শুনি বরনারী ।
ত্রাসে ধবস্ত হয়া দেহ ধরিতে না পারি ।
খসিয়া পড়িল দুই বাহুর কঙ্কণ ।
হেন বেলে তা দেখিল শ্রীমধুসূদন ॥
মূর্চ্ছাপন্ন হৈতে কোলে কইল নরহরি ।
রথে করি লঞা গেল দ্বারকা নগরী ॥
চামর ব্যজন করি কত শত সখী ।
চেতনা পাইল দেবী পুরজন দেখি ॥
সর্ব্ব পুরজন মেলি করিল কল্যাণ ।
সোহাগে আগলি সর্ব্বরমণী-প্রধান ॥

আশীর্ব্বাদ দিয়া গুরুজনের বিদায়।
আনন্দে পরম রস করে শ্যামরায়॥
শতাধিক ষড় দশ সহস্র কুমারী।
একেলা সান্ত্বনা করে দেব নরহরি॥
রুক্মিণীর মান ভঙ্গ করি নারায়ণে।
বাণে করি প্রতাপ ভঙ্গ পড়ি গেল মনে॥
শোণিতপুরের রাজা বাণ নরপতি।
তার পরাক্রম শুন করি অবগতি॥
সত্যলোকে ছিল জয় বিজয় দুজনে।
দৈত্য-জন্ম পাইল ব্রহ্মশাপের কারণে॥
হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু দুই ভাই।
জলে স্থলে নিধন করিল গোবিন্দাই॥
কশিপুর পুত্রকে প্রহ্লাদ মহামতি।
দৃঢ় ভক্তি দেখি কৃপা কইল যদুপতি॥
প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন মহাশয়।
বলি নামে হইল বিরোচনের তনয়।
বামন অবতারে হরি বটুরূপ হয়া।
ত্রিপদ ধরণী নিল হস্ত প্রসারিয়া॥
সে বলি রাজার পুত্র বাণ মহাশয়।
করিয়া শিবের সেবা হইল নির্ভয়॥
দেবমানে তপ করি সহস্র বৎসর।
তপোবলে সাক্ষাৎ করিল শ্রীশঙ্কর॥
সাক্ষাৎ হইয়া বর দিল মৃত্যুঞ্জয়।
সহস্রেক বাহু হৈল অক্ষয় অব্যয়॥
পূজার কারণে হর গৌরী রহে ঘরে।
শূল হস্তে কার্ত্তিক পুরীর রক্ষা করে॥
শতেক যোজন ঘর অতি মনোহর।
কত জীব আছে কত দীর্ঘ সরোবর॥
যোজনের উচ্চ উঠে অগ্নির খাওাই।
অগ্নির শিখাতে গড় দেখিতে না পাই॥
গড়ের দ্বিগুণ অগ্নি যেন শীত বাস।
আছুক অন্যের কাজ যমের তরাস॥
এক দিন বাণ শিব সংহতি বসিয়া।
কহিল মনের কথা প্রণাম করিয়া॥
বাণ বলে শুন প্রভু দেব শূলপাণি।
যুদ্ধ না পাইয়া মোর না রহে পরাণি॥

শিব বলে পাব যুদ্ধ শুন দৈত্যপতি।
সেই রথ মধ্যে কৃষ্ণ হইব প্রবৃত্তি॥
তবে সে করণ্ডন তব হব অবসাদ।
অচিরে শোণিতপুরে পড়িব প্রমাদ॥
এত বলি গেল শিব কৈলাস-শিখর।
ইহা বুঝি বাণ সুখী হইল অন্তর॥
তার ঘরে আছে কন্যা ঊষা নাম ধরি।
মহাতপস্বিনী রূপে যেন বিদ্যাধরী॥
হর গৌরী পূজা করে দিবস রজনী।
তপোবলে সাক্ষাৎ হইল কাত্যায়নী॥
দেবী বলে শুন ঊষা আমার বচন।
মাগহ উত্তম বর যেবা লয় মন॥
ঊষা বলে কি বলিব মুঞি অল্পমতি।
যৌবন দেখি স্বামী দেহ গো পার্ব্বতি॥
স্বকর্ণে শুনিঞা দেবী ঊষার বারতা।
বর দিল স্বামী পাবে রাজার দুহিতা॥
শুক্লা দ্বাদশী তিথি বৈশাখ যে মাসে।
স্বপ্নে পরশিবে যেবা উত্তম পুরুষে॥
বর দিয়া অন্তরীক্ষে চলিলা পার্ব্বতী।
শুন ঊষা স্বপ্নের পুরুষ তোর পতি॥
অন্তরীক্ষে রহি যে বলিল কাত্যায়নী।
সে কথা ঊষার মনে দিবস রজনী॥
হেন বেলে পুরীমধ্যে বিচিত্র চৌয়ারি।
কার্ত্তিক ময়ূরপুচ্ছ তাহার উপরি॥
ময়ূর পুচ্ছের ধ্বজ দেখিতে সুন্দর।
নেতের পতাকা উড়ে তাহার উপর॥
আচম্বিতে সেই ধ্বজ ভাঙ্গিয়া পড়িল।
দেখি শোণিতের লোক প্রমাদ গণিল॥
ধ্বজ ভঙ্গ দেখি ঊষা বিমরিষ হৈয়া।
একলা স্ত্রী বাসু-ঘরে রহিল শুতিয়া॥
সেই শুক্লা দ্বাদশীতে বিধির লিখন।
স্বপ্নে পরশিল আসি পুরুষ-রতন॥
বিবিধ বন্ধনে কৈল রসের সংযোগ।
স্বপনে জানিল ঊষা পতির সম্ভোগ॥
আঁখি মেলি না দেখিল পুরুষ-রতন
ভূমিতে লোটায়ে কান্দি রহিল চেতন॥

উষা অচেতন দেখি সহচরীগণ।
মুখে জল দিয়া কথা পুছে ঘনে ঘন॥
সখী বলে কেনে বা ত্রাষিত উষাবতী।
কি করিতে পারে এথা কাহার শকতি॥
না শুনে বচন কারো নাহিক চেতন।
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে করয়ে রোদন॥
হেন কালে চিত্ররেখা প্রভাতে আসিয়া।
জ্ঞান করাইল উষা মুখে জল দিয়া॥
চিত্ররেখা দেখি উষাবতী সচেতন।
কহিল যে কিছু কৈল পুরুষ-রতন॥
চিত্ররেখা বলে উষা শোন মোর বাণী।
পাসরিলা যেবা কিছু বলিলা ভবানী॥
চিত্ররেখা বলে শুন শুন উষাবতি।
মুনি-বরে আমারে সংসারে অবগতি॥
চিত্রপটে লিখিয়া আনিব ত্রিভুবন।
তার কথা শুন শুন্দে স্থির কর মন॥
এত বলি চিত্ররেখা তুলি ধরি করে।
সংসার লেখিল তিন দিনের ভিতরে॥
চিত্রপটে আনি বলে কুষ্মাণ্ডনন্দিনী।
ইহাতে কে তোর পতি শুন গো সজনি॥
সংভ্রমে উঠিয়া বৈসে রাজার কুমারী।
দেখিল পাতাল স্বর্গ অমরা নগরী॥
তথা না পাইয়া চোর উষা অচেতন।
দেখে মর্ত্তলোকে পাছু স্থির করি মন॥
উত্তর পশ্চিম পূর্ব্ব সকলি দেখিল।
অবশেষে দক্ষিণাংশে দেখিতে লাগিল॥
সে দিগে যতেক ছিল দেশ দেশান্তর।
তাহাতে দেখিল চোর দ্বারকা ভিতর॥
অঙ্গুলি দেখাঞে বলে শুন চিত্ররেখা।
এই প্রাণপতি সনে করাও মোর দেখা॥
চিত্রপট দেখি বলে কুষ্মাণ্ড-নন্দিনী।
দ্বারকাতে বৈসে কৃষ্ণ জগত বাখানি॥
তার পৌত্র অনিরুদ্ধ তোর নিজপতি।
সত্য সত্য জান তোর শুন উষাবতি॥
চিত্ররেখা-চরণে পড়িয়া উষা বলে।
[illegible] তোমার [illegible] হইব বিকলে॥

সর্ব্ব কলা জান তুমি সর্ব্ব কামগতি।
না কর বিলম্ব শীঘ্র যাহ দ্বারাবতী॥
উষার বিগতি দেখি চিত্ররেখা যায়।
দিন অবসানে দ্বারাবতী পুরী পায়॥
অলখিতে গেল যথা কামের কুঙর।
চিত্ররেখা দেখি বালা পুছিল তৎপর॥
অনিরুদ্ধ বলে শুন শুন বিদ্যাধরি।
স্বপন কারণে প্রাণ ধরিতে না পারি॥
কি করিব কোথা যাব কি বুদ্ধি করিব।
কোন দেশে গেলে স্বপ্ন-যুবতীরে পাব॥
চিত্ররেখা বলে শুন কামের নন্দন।
পাইবে স্বপ্নের কন্যা স্থির-কর মন॥
অনিরুদ্ধ বলে কথা কহ আর বার।
কিমতে পাইব অন্তঃপুরের মাঝার॥
অনিরুদ্ধ-কথা শুনি বলে বিদ্যাধরী।
আইলাম দূত হইয়া তুমার নগরী॥
অসুরের কুলে রাজা বাণ নরপতি।
তার কন্যা পুরুষ-বিদূষী উষাবতী॥
স্বপনে তা সনে তুমি ভুঞ্জিলে সিঙ্গার।
তথির কারণে এথা গমন আমার॥
অনিরুদ্ধ বলে শুন কুষ্মাণ্ড-দুহিতা।
পুনরপি কহ মোরে উষার বারতা॥
কেমনে তা সনে মোর হব দরশন।
এই মত বাক্য বালা বলে ঘনে ঘন॥
চিত্ররেখা বলে শুন কামের তনয়।
উষা দেখিবারে যদি হৈয়াছ নির্ভয়॥
তবে মোর রথে আসি কর আরোহণ।
অর্দ্ধ রজনীতে করাইব দরশন॥
একে চিত্ররেখা আর কামের কুঙর।
আসিয়া চড়িল রথে না করি বিচার॥
পবন-গমনে রথ চালাইঞা দিল।
রাত্রি দুপহরে শোণিতপুর পাইল॥
উষার মন্দিরে আসি দিল দরশন।
দেখি উলসিত উষা কামের নন্দন॥
বিবাহ করিল দুঁহে গন্ধর্ব্ব বিধানে।
সেইখানে আছিল রৈল দুই জনে॥

পুরুষ-সঙ্গমে রাত্রি দিন নাহি জানি।
হেন বেলে পুরীমধ্যে হৈল কানাকানি॥
দাসীগণে বলে শুন রাজার মহিষি।
অতি ভ্রষ্টা হৈল ঊষা পুরুষ-বিদ্বেষী॥
সঙ্গোপে আনিয়া এক পুরুষ-রতন।
তার তেজে হৈল দেহে গর্ভের লক্ষণ॥
গর্ভকথা শুনি রাণী হাহুতাশ করিয়া।
সত্বরে রাজার ঠাঞে জানাইল গিয়া॥
শুন শুন ওহে প্রভু বাণ নরপতি।
পুরুষ-সঙ্গমে ঊষা হৈল গর্ভবতী॥
ঊষার নিয়ম-ভঙ্গ শুনি মহারাজ।
সত্বরে চলিয়া গেল রক্ষক-সমাজ॥
রাজা বলে শুন দুত আমার বচন।
ঊষার মন্দিরে আন পুরুষ-রতন॥
সুখে না আইলে তাকে করিহ নিধন।
যাবত সে নাহি যায়ে যমের ভুবন॥
একে দুতগণ আর রাজআজ্ঞা পাঞে।
পবনের বেগে অনিরুদ্ধ কাছে গিঞে।
দুত দেখি ঊষাবতী চমকিত মন।
ঘন ঘন বলে প্রভু না করিহ রণ॥
দুতের তর্জনে ঊষা কান্দে লোটাইঞে।
না করিহ রণ প্রভু যাহ পালাইঞে॥
ঊষার রোদন দেখি বলে মহাশয়।
মা কান্দ না কান্দ প্রিয়ে না করিহ ভয়॥
গোবিন্দের পৌত্র আমি কামের নন্দন।
মোর রণ সহে হেন আছে কোন জন॥
ত্রাস না করিহ দেখ বসি বীরাসনে।
সভা মারি পাঠাইব যমের সদনে॥
বীরদাপ করি আইলা সংগ্রাম ভিতরে।
অনিরুদ্ধ দেখি বাণ বলে উচ্চস্বরে॥
বাণ বলে শিশু তোর প্রথম যৌবন।
কেন বা মরিতে আইলে করিবারে রণ॥
মার মার শব্দ করে বাণ নরপতি।
এড়িলেক নানা অস্ত্র সর্ব্ব যোদ্ধাপতি॥
একা অনিরুদ্ধ লাখে লাখে অনুচর।
তথাপি সম্মুখে হৈতে নারে [illegible]॥

অনিরুদ্ধ বাণ এড়ে যেন কালদণ্ড।
এক বাণে কাটে শত শত গোটা মুণ্ড॥
পালায়ে সকল সৈন্য বিমুখি হইয়া।
রণস্থলে একা বীর আছে স্থির হয়্যা॥
সৈন্যের বিনাশ দেখি বাণ নরপতি।
আগুসরি যুঝে অনিরুদ্ধের সঙ্গতি॥
একবারে দশ বাণ এড়িলেক বাণ।
কাটি অনিরুদ্ধ সেনা কৈল খান খান॥
সেনা কাটা গেল বীর লাজে পরাজয়।
আগুসরি যুড়ি বাণ অক্ষয় অব্যয়॥
এক বাণ বাহির করএ বীর তূণে।
সে বাণ শতেক হয় ধনুকের গুণে॥
এড়িলে সহস্র হইয়া যায় অন্তরীক্ষে।
বাজিতে লক্ষেক হয়্যা বাজে বৈরী পক্ষে॥
হেন বাণ এড়িলেক বলির নন্দন।
সে বাণ কাটিতে বীর যুড়ে সুদর্শন॥
সুদর্শনে সংহার করিয়া লক্ষ বাণ।
সিংহনাদ করে বালা পুরিয়া সন্ধান॥
অনিরুদ্ধ বাণ এড়ে নামে তালজঙ্ঘ।
সে বাণে বলির পুত্রে হৈল দর্পভঙ্গ॥
তালগাছ হেন বাণ আইসে অন্তরীক্ষে।
আসিয়া বাজিল বাণ সে বাণের বক্ষে॥
মহাতেজ তালজঙ্ঘ বাণের কর্কশ।
হেন বাণে বাণ রাজা হইল অবশ॥
সে বাণ সারিয়া আইল বলির নন্দন।
পুনরপি অনিরুদ্ধ তারে দিলা রণ॥
বাণে বাণে কাটাকাটি আকাশ উপরে।
দুই জনে মহাযুদ্ধ সংগ্রাম ভিতরে॥
বাণ বলে বালকের সনে মোর রণ।
নারিল জিনিতে হৈল কলঙ্ক ঘোষণ॥
এত বলি দৃঢ়মুষ্টি ধনুক ধরিয়া।
এড়িলেক নাগপাশ আকর্ণ পুরিয়া॥
বাণের অব্যর্থ বাণ অস্ত্র নাগপাশ।
বাণ দেখি ঊষাবতী হইলা নৈরাশ॥
অন্তরীক্ষে আইসে বাণ করিয়া গর্জ্জন।
বাণ আসি অনিরুদ্ধে করিল বন্ধন॥

নাগপাশে বন্দী অনিরুদ্ধ মহাশয়।
ঘরকে চলিল বাণ হইয়া নির্ভয়॥
নাগপাশজালে বালা কাতর হইয়া।
গড়াগড়ি দিছে রণে জ্ঞানহত হয়্যা॥
পতি সঙ্গে উষাবতী পরিহরি লাজ।
হেন বেলে সেখানে আইল মুনিরাজ॥
নারদ দেখিয়া উষা সশঙ্কিত হৈয়া।
আগুসরি প্রণাম করিল দূরে রয়্যা॥
সম্ভাষা না কৈল বালা বাণে অচেতন।
তা দেখি নারদ মুনি করিলা রোদন॥
দেখ গোবিন্দের পৌত্র পড়িয়া সঙ্কটে।
পতিব্রতা উষাবতী বসিয়া নিকটে॥
এতেক বিতথা কবি নহিল কাতর।
আনন্দে চলিয়া বেটা গেল নিজ ঘর॥
এত মনে করি সে নারদ মহাঋষি।
গরুড়ের মন্ত্র কর্ণে দিল কাছে বসি॥
গরুড় স্মরণে সুস্থ করি নাগপাশ।
সত্বরে চলিয়া গেলা যথা শ্রীনিবাস॥
হেন বেলে দ্বারকাতে অনিরুদ্ধ হারা।
না দেখিয়া সভার নয়নে বহে ধারা॥
রতি কামদেব বলে শুন নারায়ণ।
মোর পুত্র হরিয়া লইল কোন জন॥
পুত্রবধূ বিকল দেখিয়া গোবিন্দাই।
ডাকিয়া আনিল নিজ অগ্রজ বলাই॥
হরি বলে শুন রাম আমার বচন।
পুরীমধ্যে বালক হরিল কোন জন॥
বালকের চিন্তা হেতু ছিলা গদাধর।
হেন বেলে সেখানে আইলা মুনিবর॥
নারদ দেখিয়া বলে দৈবকীনন্দন।
কহ কোথা হৈতে মুনি তুমার গমন॥
মুনি বলে কি কহিব শুন গদাধর।
নাগপাশে বন্দী তোর কামের কুঙর॥
বাণ রাজা বন্দী কৈল সে শোণিতপুরে।
বুঝিয়া উচিত কর্ম্ম কর গদাধরে॥
মুনি-মুখে কথা শুনি সে গোবিন্দ রায়।
[illegible] আনি [illegible]॥

হরি বলে পক্ষিরাজ শুনহ বচন।
আগে যাঞে বালকের করহ মোক্ষণ॥
তবে সে শোণিতপুরে জানাবে আপনা।
তুমি ত আইলে হব সভার সান্ত্বনা॥
গোবিন্দের আজ্ঞা পাঞা পক্ষ যোদ্ধৃবর।
আখির নিমিষে গেলা শোণিত নগর॥
পাখা মেলি পুরীখান অন্ধকার কৈল।
দেখিয়া শোণিতবাসী প্রমাদ গণিল॥
লোক বলে দিনে কেনে হৈল অন্ধকার।
না জানি কেমন বীর কৈল আগুসার॥
হেন বেলে পক্ষ গেলা সংগ্রামের পাশ।
পক্ষ দেখি দৈত্যগণে লাগিল তরাস॥
পাকসাটে নাগপাশ করিয়া মোক্ষণ।
তবে অনিরুদ্ধ বালা কৈল সচেতন॥
রতন-মন্দিরে উষা অনিরুদ্ধ থুয়্যা।
শ্রীগোবিন্দ আগমন কহিল বসিয়া॥
পক্ষ বলে অনিরুদ্ধ কহিয় বিশেষে।
অচিরে আসিব প্রভু তোমার সম্ভাষে॥
এত বলি পক্ষরাজ করিল গমন।
আঁখির নিমিষে গেল যথা নারায়ণ॥
পক্ষ-মুখে মোক্ষণ শুনিঞা নরহরি।
আনন্দে পূর্ণিত হৈলা দ্বারকা নগরী॥
হেন বেলে পুরীমধ্যে পড়িল ঘোষণা।
শোণিত চলিব রথ করহ সাজনা॥
গোবিন্দের আজ্ঞা পাঞা যত রথ রথী।
নিজ বলে সাজিয়া আইল সেনাপতি॥
শাম্ব আদি গদ যত ছিল যদুগণ।
নিজ রথে সর্ব্ব দুবরাজের গমন॥
কৃষ্ণের কুমার দেখি যম কাঁপে ডরে।
চলিলা সে সব বীর যুদ্ধ করিবারে॥
গোবিন্দের আগে কামদেবের পয়ান।
যার বাণে শোণিত হইব খান খান॥
আগে কামদেব পাছে দৈবকীনন্দন।
তার পাছু শাম্ব গদ করিল গমন॥
তার পাছু যত সেনাপতির উঠানি।
অশ্ব গজে নানা অস্ত্রে করিয়া সাজনি॥

হয়-খুর-ধূলে আচ্ছাদিল দিবাকর।
দিনে অন্ধকার হৈল শোণিত নগর॥
বেড়িল বাণের পুরী হৈয়া কালান্তক।
যে কোপে মারিলা প্রভু সে রাজা নরক॥
গড়ের বাহিরে অগ্নি অতি খরসান।
অতি উচ্চ শিখা তিন যোজন প্রমাণ॥
দেখিয়া গোবিন্দ-গণে লাগিল তরাস।
অনুভবে জানিলা ঠাকুর শ্রীনিবাস॥
এড়িয়া বরুণ-বাণ দেব চক্রপাণি।
অতিবৃষ্টে নষ্ট কৈল সকল আগুনি॥
অগ্নি নিভাইঞে সৈন্য ছাড়ে সিংহনাদ।
শব্দে শোণিতের লোক গণিল প্রমাদ॥
হেন বেলে দূতগণে তর্গলি লাগাঞে।
সত্বরে রাজার ঠাঞি উত্তরিল গিঞে॥
কি কর কি কর রাজা চাহ কাব বাট।
বাহির হইয়া দেখ গোবিন্দের ঠাট॥
দূতমুখে কথা শুনি বলির নন্দন।
হাথে অস্ত্র বাহির হইল ততক্ষণ॥
সহস্রেক গাণ্ডীতে গড়িয়া চোখ শর।
বাণ বরিষণ করে কায়েব উপব॥
তা দেখিয়া বেথিত হইলা চক্রপাণি।
আগুসরি বাণে রণ দিলেন আপুনি॥
গোবিন্দের বাণে রাজা নিস্তেজ হইয়া।
রণে ভঙ্গ দিলা অতি মহাভয় পাবা॥
তা দেখিয়া ক্রোধে বশ হৈয়া ভগবান্।
সে বাণ যুড়িল যাহে নাহি পবিত্রাণ॥
তা দেখিয়া বেথিত হইলা শূলপাণি।
অক্ষয়-কবচ বাণ দিলেন আপনি॥
গোবিন্দের বাণে রাজা নিস্তেজ হইয়া।
রণে ভঙ্গ দিল অতি মহাভয় পাঞা॥
তা দেখিয়া ক্রোধে বশ হৈয়া ভগবান্।
সে বাণ যুড়িল যাহে নাহি পরিত্রাণ॥
পরিয়া শিবের সানা নিজ কলেবরে।
অতি কোপে বাণ এড়ে গোবিন্দ উপরে॥
বাণে বাণে গোবিন্দ হইয়া জর জর।
[illegible] পাইয়া হাতে শিবের শূলধর॥

এড়িলা মুদ্গর বাণ যেন কালদণ্ড।
মুদ্গর প্রহারে বাণ হৈল খণ্ড খণ্ড॥
সহিতে না পারি বাণ পরাজয় পাঞা।
পুত্র রণে রাখি ঘর গেল পালাইয়া॥
বাপে রণে ভঙ্গ দেখি রাজা তুরন্তাজ।
যুদ্ধ করিবারে আইল কৃষ্ণ-সৈন্যমাঝ॥
সেনাপতি পড়িছে দেখিয়া রতিপতি।
আগুসরি যুদ্ধ দিল কুঙর সঙ্গতি॥
বাণ পুত্র কৃষ্ণ-পুত্র দুই জনে রণ।
বাজিল দুর্জ্জয় বাণ ঘোর দরশন॥
লক্ষ লক্ষ সেনাপতি পড়িতে লাগিল।
রণস্থলে রক্ত-নদী বহিয়া চলিল॥
ভাসিয়া চলিল ঘোড়া রকতের স্রোতে।
তাহে বসি কাকে মাংস খাইছে পিরিতে॥
রণমধ্যে উঠিল অস্ত্রের ঝন্ঝনি।
আকাশে উঠিয়া ফিরে শকুনি গৃধিনী॥
চক্রাবর্ত্ত ফিরে যেন কুমারের চাক।
তেন মত সৈন্যগণ ফিরে লাখে লাখ॥
আত্মপর জ্ঞান নাহি সংগ্রাম ভিতরে।
সভে সভাকারে অস্ত্র বরিষণ করে॥
রণের বারতা পাঞা বাণ মহাবীর।
স্বসৈন্য সমেতে গেলা গড়ের বাহির॥
আসিলা গোবিন্দ সনে করে মহারণ।
দেখে বিস্মরিব হৈল সব দেবগণ॥
এড়িলেক বজ্রবাণ এ বজ্র ছুড়ুকে।
সে বাণ বাজিলা গিয়া গোবিন্দের বুকে॥
খেনেক সম্বিত পাঞে দৈবকীনন্দন।
সে বাণ সারিয়া যুড়ে অস্ত্র সুদর্শন॥
সেবকের বিনাশ দেখিয়া ত্রিলোচন।
শূল হস্তে রণমধ্যে করিলা গমন॥
অব্যর্থ গোবিন্দ-বাণ ফিরিয়া না গেল।
সেই সুদর্শন শিবে আসিয়া বাজিল॥
চক্র নিবারিয়া শিব শূল লঞা হাতে।
কৈলাঞে মারিল শূল-দেব অপরাধে॥
শিবের অব্যর্থ শূল [illegible] হৈয়া।
[illegible] গোবিন্দের বুকে বাজিল আসিয়া॥

শূলের আঘাতে প্রভু হৈল অচেতন।
দেখিয়া চিন্তিত হৈলা সব যদুগণ॥
সব যদুকুলের দেখিয়া অনুতাপ।
শূল নিবারিয়া রণে করিলা প্রতাপ॥
যুড়িলেন ব্রহ্মঅস্ত্র শিব অনুসারে।
গণিল প্রমাদ সব দেব অন্তরে॥
ব্রহ্মঅস্ত্র দেখি শিব অলখিত হৈয়া।
রণে যাএে শিবজ্বর দিল পাঠাইএা॥
ত্রিপাদ ত্রিশির [জ্বর] অতি ভয়ঙ্করি।
কৃষ্ণের সমরে বীর আইলা তরাতরি॥
অতি বেগে জ্বর আসি আকর্ষণ কৈল।
গাণ্ডি হাতে ব্রহ্মঅস্ত্র খসিয়া পড়িল॥
রণে অস্ত্র ব্যর্থ গেল দেখি নরহরি।
দেখিলা ধ্যানস্থ হৈয়া চিত্ত স্থির করি॥
সেখানে জানিলা শিব-জ্বরের কারণ।
বৈষ্ণব জ্বরকে প্রভু করিলা সৃজন॥
জ্বরে জ্বরে মধ্যরণে হৈল মহারণ।
দেখিয়া চিন্তিত হৈল এ তিন ভুবন॥
গোবিন্দের জ্বর অতি বেগবন্ত হএে।
ধরিল শিবের জ্বরে সন্ধান পুছিএে॥
রণস্থলে পড়িয়া বলিছে শিবজ্বর।
ঘন ঘন বলে রক্ষা কর গদাধর॥
না করিব হেন কর্ম্ম জনম অবধি।
আপনার গুণে কৃপা কর দয়ানিধি॥
শিবজ্বরে কাতর দেখিয়া নারায়ণ।
নিজ জ্বর সংহার করিল ততক্ষণ॥
হরি বলে শুন জ্বর আমার বচন।
এই বাণ-যুদ্ধ যেবা করিবে শ্রবণ॥
তাহার নিকটে না যাইবে কদাচিতে।
আজি হৈতে যত্ন কর আমার সাক্ষাতে॥
হরি আগে সত্য করি জ্বর মাহেশ্বর।
শিবে কৃষ্ণ বুঝাইয়া চলি গেলা ঘর॥
জ্বর ব্যর্থ দেখি বাণ [illegible] পাএে।
যুদ্ধ [illegible] [illegible] লাগিএে॥
[illegible]
[illegible]

এড়িলেক বাণ বীর নামে কালদণ্ড।
কাটিয়া কৃষ্ণের সেনা কৈল খণ্ড খণ্ড॥
সেনা কাটা গেল কৃষ্ণ আগুনী অন্তরে।
কোপে অস্ত্রবৃষ্টি করে বাণের উপরে॥
গদার প্রহারে বাণ পাইয়া তরাস।
ভঙ্গ দিয়া চলিল আপন নিজ বাস॥
তা দেখিয়া মনের হরিসে গদাধর।
চক্র হাতে পাছু ধায় করিয়া ধর ধর॥
তা দেখিয়া কাতর হইয়া শূলপাণি।
পবন-গমনে আইলা যথা চক্রপাণি॥
মুখ দেখিয়া শিবে বলে ভগবান্।
মোর বাণে কাহারো নাহিক পরিত্রাণ॥
ত্রিভুবনে জানে তোর নাম মৃত্যুঞ্জয়।
সবে আমি সে কথাতে কিছু করি ভয়॥
এবে যদি আপন গৌরব রাখিলে।
অকারণে বাণ লাগি প্রাণ মজাইলে॥
কথা শুনি সদাশিবে কোপ উপজিল।
অতি কোপে শূলগাছ ফেলিয়া মারিল॥
শূলের উদ্দেশে চক্র এড়ে গদাধর।
বাণে বাণ কাটাকাটি আকাশ উপর॥
বাণে বাণে গগনে হইল মহারণ।
তা দেখিয়া স্বর্গে কম্পবান দেবগণ॥
তরাতরি গেলা যথা কৈলাস-শিখর।
শিবে রামে যুদ্ধ-কথা করিল গোচর॥
শিবে রামে অভেদ জানিএ সর্ব্বকাল।
হেন শিব সঙ্গে যুদ্ধ করিছে গোপাল॥
যদি মধ্যরণে তুমি হও দিগম্বরী।
তবে সে দুর্জ্জয় রণ নিবারিতে পারি॥
দেবের বিকুতি দেখি পর্ব্বত-নন্দিনী।
আঁখির নিমিষে গেলা যথা শূলপাণি॥
শোণিত নগরে যুদ্ধ অতি খরসান।
দেখিলা ইহাতে কারো নাহি পরিত্রাণ॥
এত মনে করি দেবী দিগম্বরী হৈয়া।
দাণ্ডাইলা মধ্যরণে লজ্জা উপেখিয়া॥
* * * *
[illegible]

রণস্থলে অক্রোধ দেখিঞা জগন্নাথ।
করপুটে আইলা শিব ত্রিদশের নাথ॥
শিব বলে শুন প্রভু দেব নারায়ণ।
পুত্র বর দিল বাণে তপস্যা কারণ॥
তুমি সংহারিলে রাখে কাহার শকতি।
বারেক অপরাধ দান দেহ যদুপতি॥
মোর বর-পুত্র বাণ জানে জগজন।
তোমার বিরোধে যায় যমের ভুবন॥
এক বার বাণে প্রাণদান দেহ হরি।
তুমি না রাখিলে আমি কি করিতে পারি॥
হরি বলে শুন শুন দেব গঙ্গাধর।
সহজে অসুর তাহে তুমি দেহ বর॥
দেব দ্বিজ হিংসা করে আমি পাই লাজ।
তুমি ব্রহ্মা বর দিয়া করহ অকাজ॥
প্রাণে না মারিব বাণে শুন ত্রিলোচন।
দ্বিভুজ রাখিয়া ভুজ করিব ছেদন॥
তবে যদি আজ্ঞা কর রাখি চারি হাত।
স্বরূপ করিয়া বলি শুন ভূতনাথ॥
চারি হস্ত রক্ষা পাইল শিবের কারণ।
কাটিল সকল বাহু চক্র সুদর্শনে॥
আপনে কাটিলা হস্ত দেব গদাধর।
গোবিন্দ পরশে বাণ হইল সুন্দর॥
হেন বেলে শ্রীপ্রহ্লাদ পুত্র পৌত্র লয়া।
প্রণাম করিলা হরি প্রদক্ষিণ হঞা॥
প্রণমিঞা চারি জনে যোড় কৈল হাত।
কি করিব আজ্ঞা কর দেব জগন্নাথ॥
দেবতা অসুরে যুদ্ধ তোমার সৃজিত।
তোমার নিগ্রহে বিধি করে বিপরীত॥
আপনার গুণে কৃপা কর নারায়ণ।
জন্মে জন্মে পাই যেন অভয় চরণ॥
করপুটে বলে বাণ শুন গোবিন্দাই।
আজ্ঞা কর অনিরুদ্ধ আনি এই ঠাঞি॥
হেন কালে অনিরুদ্ধ আর উষাবতী।
দেখিল গোবিন্দ সনে বাণ নরপতি॥
উষা বলে শুন প্রভু বাপের [illegible]।
তোমা [illegible] [illegible]॥

হেন কালে নরহরি সগণ সংহতি।
উষত হাসিয়া গেলা উষার বসতি॥
কৃষ্ণ দেখি দুই জনে সশঙ্কিত হঞা।
প্রণাম করিল অতি দূরবর্ত্তী হঞা॥
কৃষ্ণ বলে শুন বাণ আমার বচন।
খেলিল তোমায় দোষ উষার কারণ॥
যেন মোর অনিরুদ্ধ তেন উষাবতী।
তে কারণে হৈল দোহে দোহার পিরিতি॥
বাণ বলে আজি মোর সফল জীবন।
অযাচিতে দিল বিধি আনি রত্ন-ধন॥
যে পদ বিরিঞ্চি শিব ধেয়ানে না পায়।
সে পদ উষার লাগি মোর আঙ্গিনায়॥
হেন বেলে শুক্র পুরোহিতে ডাক দিয়া।
আনিল শ্রীমতী উষা রতনে সাজিয়া॥
সঁপিল তুলসী তারা বেদমন্ত্রে করি।
আইল অনিরুদ্ধ উষা যথা নরহরি॥
গোবিন্দ অগ্রেতে আসি বলি-পুত্র বাণ।
অনিরুদ্ধে উষাবতী আনি দিলা দান॥
যৌতুক আনিয়া দিল বহু রত্ন-ধন।
দেখি আনন্দিত হৈলা সর্ব্ব যদুগণ॥
দ্বিতীয় গোলোক সুখ শোণিত নগরে।
আনন্দে দুন্দুভি বাদ্য বাজে প্রতি ঘরে॥
অনিরুদ্ধ দেশ যাব পড়িল ঘোষণ।
উষার লাগিয়া কান্দে সর্ব্ব পুরজন॥
শোকাকুল হৈল বাণ উষার কারণে।
প্রণতি করিয়া বলে গোবিন্দ-চরণে॥
বাণ বলে শুন প্রভু দেব নরহরি।
আজি শূন্য হৈল মোর শোণিত নগরী॥
হরি বলে বিষাদ না কর নিশাচর।
পুত্রবধূ লঞা যাব দ্বারকা নগর॥
এত বলি উষা অনিরুদ্ধ কোলে করি।
আনন্দ-সমুদ্রে মগ্ন হৈলা নরহরি॥
হেন বেলে বাণ কৃষ্ণ কটক রাখিয়া।
মৌক্তিক [illegible] রত্ন ধন দিয়া।
গোবিন্দে আনিয়া দিল [illegible]।
[illegible] শ্রীগোবিন্দের গোচর॥

সর্ব্বাঙ্গে তার ঘোড়া দিল যতুক খুলিয়া।
বাটি বাহিবেক্তর বিম আঁচাতে লাগিয়া ॥
দাসী-দাস শত শত দিল সেবক আপনা।
নিরবধি উষার সাক্ষনা করে তারা ॥
সহস্র সেবক অনিরুদ্ধের যোগান।
কেহ বস্ত্রযেত্র কেহ যোগাইছে পান ॥
কেহ নানাবিধি বস্ত্র করাএ শ্রবণ।
কেহ সংস্করণ করে অমূল্য রতন ॥
বাণ-নিয়োজিত যত যত ভৃত্য ছিল।
অনিরুদ্ধ সঙ্গে তারা দ্বারকা চলিল ॥
দ্বারকা চলিতে হরি প্রস্থান করিল।
হেন বেলে দৈত্যের রমণী পুত্র আল্য ॥
তা দেখিয়া গরুড়ে কহিলা যদুপতি।
অমরাতে আছে সুধা আন শীঘ্রগতি ॥
গোবিন্দের আজ্ঞা পাএ পক্ষের গমন।
আনিএগ দিলেন সুধা অতি বিলক্ষণ ॥
অমৃত পাইএ হরি রণস্থলে যাএ।
আনিএ [সিঞ্চিয়ে] দিলেন হরি মধ্যরণে
রএ ॥
অমৃত সেচনে প্রাণ পাএ দৈত্যগণ।
রণস্থলে দেখে পরব্রহ্ম সনাতন।
কৃষ্ণসৈন্য দৈত্যসৈন্য দুই সেনাপতি।
গোবিন্দ-চরণে কৈল অসংখ্য প্রণতি ॥
দৈত্যসেনাগণ বলে শুন যদুবর।
প্রাণ পাএ স্ত্রী-পুত্র লইএগ যাই ঘর ॥
নিজ সৈন্য লএগ হরি করিলা মেলানি।
হেন বেলে কটকে উঠিল জয়ধ্বনি ॥
শোণিতনগরে লোক হৈল উতরোল।
কর্ণ পাতি নাহি শুনি কেহ কার বোল ॥
উষা বান্ধু নিজ দেশ নগরে চমৎকার।
যথা তথা দৈত্যগণ করে হাহাকার ॥
হেন বেলে কন্যা লএ চতুর্দ্দোলে পুর।
চলিলা গোবিন্দ সঙ্গে সর্ব্ব সৈন্য লএ ॥
[illegible] নিজালয় ॥

চলিতে মেদিনী কম্পে করে টলবল।
কোটি কোটি বাদ্যে হৈল কটকের খুন্দন।
কটকের শব্দে চমকিত দেবগণ ॥
আনন্দে আইলা ইন্দ্র দেবগণ লএগ।
করিলা পুষ্পের বৃষ্টি অন্তরীক্ষে রএগ ॥
ধন্য ধন্য ধন্য বলি বলে দেবগণ।
দৈবযে চলিলা পথে দৈবকীনন্দন ॥
ছ মাস চলিয়া পাইলা দ্বারকা ভুবন।
দেখি আনন্দিত হৈল সর্ব্ব পুরজন ॥
দ্বারকা ভরিয়া সভে কৈল কোলাকুলি।
চাতরে পাতরে আনন্দের হুলাহুলি ॥
হেন বেলে গোবিন্দ প্রবেশ কৈলা পুরী।
বাহির হইলা রতি লএগ পুরনারী ॥
শতে শতে সাতভি জালিয়া মনোহর।
উবছিয়া লইল উষা ঘরের ভিতর ॥
অনিরুদ্ধ উষাবতী শ্রীমন্দিরে থুয়্যা।
করিল অসংখ্য দান বিপ্রগণ লএগ ॥
পুত্রবধূ দেখি রতি কাম উলসিত।
হেন বেলে তথা প্রভু গেলা আচম্বিত ॥
কৃষ্ণ দেখি উষা অনিরুদ্ধ রতি কাম।
চারি জনে শ্রীচরণে করিল প্রণাম ॥
আশীর্ব্বাদ দিয়া চারি জনার উপর।
বাহির বিজয় কৈলা দেব দামোদর ॥
যত দৈত্য-দল ছিল বাহির উদ্যানে।
তাহার লৌকিক প্রভু করিলা আপনে ॥
তা সভাবে বিদায় করিয়া যদুবীরে।
সত্বরে চলিয়া গেলা দ্বারকা ভিতরে ॥
দ্বারকা ভিতরে ছিল নিজ সৈন্যগণ।
বস্ত্র অভরণে তারে করিলা ভূষণ ॥
জনে জনে তা সভারে লৌকিক করিয়া।
অন্তঃপুরে গেলা সবে নিজ পুত্র লয়্যা ॥
পিতা মাতা সবজুরি বসি বাক্যমন্ত্রে।
করিতে লাগিলা কাজ কৈল যে যে স্থানে।